গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

মূল্যায়ন সেক্টর

প্রতিবেদন

"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)"-এর প্রভাব মূল্যায়ন

সমীক্ষক প্রতিষ্ঠান:

YC

ইয়াং কন্‌সাল্‌টেন্টস

জুলাই ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

মূল্যায়ন সেক্টর

"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)"-এর প্রভাব মূল্যায়ন

প্রতিবেদন

সমীক্ষক দল:

প্রফেসর ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন

টীম লিডার ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

প্রফেসর ড. মনোয়ার হোসাইন

আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

এম. জাকির হোসাইন

প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ

প্রফেসর ড. জাফর আহমেদ খান

তথ্য-ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ:

বেগম সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া

মহাপরিচালক

জনাব মোঃ গোলাম কবীর

পরিচালক

জনাব মোঃ মশিউর রহমান খান মিথুন

সহকারী পরিচালক

সমীক্ষক:

ইয়াং কন্‌সাল্‌টেন্টস

বাড়ী নং – বি ১১৪ (চতুর্থ তলা), রোড নং-৭, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী

টেলিফোন: ০৮৮-০২-৮৮৩৪০৪৬. টেলি-ফ্যাক্স: ০৮৮-০২-৮৮৫৯২৪১

মোবাইল: ০১৮১৯-২৫৪৮৪৮, ০১৮১৯-১৬২৭২৭, ০১৮১৬-৮৮৯২৩৬

জুলাই ২০১৭

সূচীপত্র

নির্বাহী সার সংক্ষেপ	.....	i-vi
শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)	.....	vii
প্রথম অধ্যায়	প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ.....	১
১.১	প্রকল্পের পটভূমি.....	১
১.১.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য.....	১
১.২	প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন.....	২
১.২.৭	প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ ও ব্যয়.....	৩
১.২.৮	প্রকল্প এলাকার চিত্র.....	৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রভাব মূল্যায়নের কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি.....	৫
২.১	মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পরামর্শকদের কার্যপরিধি.....	৫
২.২	পরামর্শক দলের দায়িত্ব.....	৫
২.৩.১	গবেষণায় ব্যবহৃত সূচক.....	৬
২.৩.২	নমুনার আকার নির্ধারণ.....	৬
২.৩.৩	গবেষণা নকশা.....	৮
২.৩.৪	নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি.....	৮
২.৩.৫	তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ.....	৯
২.৩.৬	প্রশিক্ষণ.....	৯
২.৩.৭	তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা ও শিডিউলসমূহ মাঠ পর্যায়ে যাচাই ও চূড়ান্তকরণ.....	৯
২.৩.৮	জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের সাথে যোগাযোগ.....	১০
২.৩.৯	মাঠ পর্যায়ে জরিপ.....	১০
২.৩.১০	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII).....	১০
২.৩.১১	দলীয় আলোচনা (FGD).....	১০
২.৩.১২	কেইস্ স্টাডি (Case Study)/সফলতার গল্প (Success Story).....	১১
২.৩.১৩	ডাটা এন্ট্রি / ক্লিনিং / প্রসেসিং / বিশ্লেষণ.....	১১
২.৩.১৪	কর্মশালার আয়োজন.....	১১
২.৩.১৫	জরিপ পরিচালনার পরিকল্পনা.....	১১
তৃতীয় অধ্যায়	প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন.....	১২
৩.১	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি.....	১২
৩.২	প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি.....	১৩
চতুর্থ অধ্যায়	প্রকল্পের বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের বিধিমালা অনুসরণ মূল্যায়ন.....	১৭
৪.১	জনবল নিয়োগ.....	১৭
৪.২	প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া.....	১৭
৪.৩	মেরামত ও সংরক্ষন.....	১৭
৪.৪	সম্পদ সংগ্রহ.....	১৮
৪.৫	নির্মাণ.....	১৮
৪.৬	প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র.....	১৮
৪.৭	বিবিধ মূলধন.....	১৮
পঞ্চম অধ্যায়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ.....	১৯
৫.১	মঙ্গা-পীড়িত জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা.....	১৯
৫.২	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি.....	১৯
৫.৩	ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি.....	১৯
৫.৪	খাদ্য উৎপাদনশীলতা.....	১৯

৫.৫	আত্ম-কর্মসংস্থান	১৯
৫.৬	প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র	২০
৫.৭	ঋণ সুবিধা	২০
ষষ্ঠ অধ্যায়	SWOT বিশ্লেষণ	২১
৬.১	প্রকল্পের সবল দিক	২১
৬.২	প্রকল্পের দুর্বল দিক	২১
৬.৩	প্রকল্পের সুযোগ	২২
৬.৪	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ	২২
সপ্তম অধ্যায়	প্রকল্পের কার্যক্রম ও কার্যকারিতার সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক বিশ্লেষণ	২৩
৭.১	সূচনা	২৩
৭.২	উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক ও জনসংখ্যাতাত্বিক তথ্য-	২৩
৭.৩	প্রশিক্ষণের ধরণ, গুণগত মান ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন	২৮
৭.৪	প্রশিক্ষণের প্রভাব	৩২
৭.৫	কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)	৪২
৭.৬	দলীয় আলোচনা (এফজিডি)	৪৩
৭.৭	কেইস স্টাডি	৪৪
৭.৮	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা	৪৬
অষ্টম অধ্যায়	সার সংক্ষেপ ও সুপারিশমালা	৫০
৮.১	সার সংক্ষেপ	৫০
৮.২	সুপারিশমালা	৫২

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

BRDB	:	Bangladesh Rural Development Board
DPP	:	Development Project Proforma/Proposal
FGD	:	Focus Group Discussion
GoB	:	Government of Bangladesh
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
PPR	:	Public Procurement Rules
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SRS	:	Simple Random Sampling
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	:	Terms of Reference
YC	:	Young Consultants
PD	:	Project Director
DD	:	Deputy Director
PM	:	Production Manager

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দুর্যোগপূর্ণ বিরূপ পরিবেশে আক্রান্ত। বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, ক্ষরার কারণে ফসলাদির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার বৃহত্তর রংপুর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরন কর্মসূচী (সংশোধিত)"** নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলায় যথা রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিহাট এ ২০০৭-০৮ থেকে ২০১২-১৩ মধ্যে বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠীর মৌসুমী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কমানো। এই প্রকল্পের বিশেষ উদ্দেশ্যগুলো হলো নির্বাচিত উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও পাশাপাশি উপজেলা সদর এ প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড (IGA) ও আত্মকর্মসংস্থানের (Self-employment) সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্পের স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানীয় বেকার, দুঃস্থ নারী ও পুরুষেরা বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল হচ্ছে জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০। তবে, ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এর মেয়াদ বৃদ্ধি হয় জুন ২০১১ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে সংশোধিত আকারে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হয় জুন ২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা শুরুতে ২৪.৭৮ কোটি নির্ধারিত হলেও পরবর্তীতে সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৬.৪৭ কোটি। এই প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলো হচ্ছে- প্রশিক্ষণ; সরবরাহ ও সংস্কার; যানবাহন ক্রয়; ভবন ও স্থাপন নির্মাণ; কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বেতনাদি।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর প্রতিবছর কতিপয় সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), কর্তৃক বাস্তবায়িত **"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)"** শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নিরপেক্ষ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইয়াং কনসালটেন্টসকে নিয়োজিত করা হয়েছে।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি সমন্বিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সংখ্যাত্বক ও গুণাত্বক উভয় ধরণের প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে সংগ্রহ করেছে। মোট ৭৬৯টি নমুনা এককের মধ্যে ৫১৪টি নমুনা একক সুবিধাভোগীদের মাঝে থেকে এবং ২৫৫ টি নমুনা একক নিয়ন্ত্রন এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ৪০টি কেআইআই, ১৫টি এফজিডি (প্রতিটি জেলায় ৩টি) ও ৫টি কেইসস্টাডি, ১০টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন (প্রতি জেলায় ২টি) –এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেকেন্ডারী সোর্স থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সকল পদ্ধতিতে সংগ্রহিত তথ্যের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিম্নরুপঃ

প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে সংশোধিত ডিপিপিতে যে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে এডিপিতে তা থেকে ৭% কম দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্পের শেষ দুই বৎসরে (২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩) অর্থ ছাড় হয়েছে যথাক্রমে ৭১.৯৮% এবং ৮৫.১৯%। তবে গড় অবমুক্ত হয়েছে ৯৪.৫৪%। প্রকল্পের প্রথম বৎসরে অবমুক্ত হয়েছে মাত্র ৫০%। অন্যদিকে শেষের বৎসরে অবমুক্ত হয়েছে মাত্র ৬৪.৭২%। বাৎসরিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়নমান হয় যে, চতুর্থ কিস্তির অর্থ মে/জুন মাসে অবমুক্তি হয়, যা অতি দ্রুত ব্যয় করতে হয়েছে অথবা অব্যয়িত অর্থ ফেরত দিতে হয়েছে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের সাথে সমন্বয় করতে হয়েছে, যা যথাসময়ে প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করেছে। জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্পের কর্মকর্তা যেমন প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, হিসাব রক্ষক বিআরডিবি থেকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালকের পদে বার বার পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পের কাজ ও সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে বাধাগ্রস্থ হয়েছে। প্রকল্পে চারটি প্রধান খাতে যথা সেলাই, এমব্রয়ডারী, তাঁত ও পাটের ব্যাগ তৈরীতে ৯৪.২৯% সুবিধাভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মোবাইল সার্ভিসিং, বাটিক ও পল্লী বিদ্যুতে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মাত্র ১-৩%। স্থানীয় চাহিদার তুলনায় এই অনুপাত যুক্তিযুক্ত নয়। এই খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের ৯২.৬৬% ব্যয় হলেও অর্থ যথাসময়ে অবমুক্তি না হওয়ায় এবং বিলম্বে প্রশিক্ষণ দেয়ায় প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ কিছুটা ব্যহত হয়েছে।

সরবরাহ ও সেবা খাতগুলোতে যথা ভাতা, ভাড়া, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ, প্রিন্টিং, স্টেশনারী, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষন, সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম, আপ্যায়ন, প্রশিক্ষণ, ওরিয়েনটেশন ইত্যাদি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.১৫% ব্যয় হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমগুলো বিলম্বে হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যহত হয়েছে। অন্যদিকে, মোটরসাইকেল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.৬৫% ব্যয় হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেকাংশেই কম, প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ যথা জীপ, পিক-আপ ভ্যান, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল এবং কম্পিউটার ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৩৫ টি স্থাপন করা হয়েছে । তবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। সেই সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব রয়েছে এবং অনেকটা অস্বাস্থ্যকর ও অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ভাড়াকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থা বিআরডিবির তুলনায় আরো নাজুক। প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলোর বেশীর ভাগই স্থান নির্বাচনে ত্রুটির কারণে ক্রেতার সমাগম অপেক্ষাকৃত কম । কিছু কিছু প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র বিআরডিবির নিজস্ব অফিসে যা ক্রেতা সাধারণের নজরে আসা সম্ভব নয় । ঋন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান মাত্র পাঁচ কোটি টাকা যার মধ্যে মাত্র ৫২.১৩% ব্যয় হয়েছে । অথচ ঋণ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিলে হয়তো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানে সার্বিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতো।

- মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত প্রাথমিক প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় উপকারভোগী উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৮.৯ ভাগ মহিলা যা থেকে প্রমান হয় যে এই প্রকল্পে মূলত দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত হয়েছে।
- উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৪ ভাগের বয়স ২১ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প এলাকার অপেক্ষাকৃত কর্মক্ষম মহিলাদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছে।
- প্রকল্পের সাথে জড়িত উপকারভোগীদের নিরক্ষরের হার শতকরা ১৭ ভাগ এবং ৮৩ ভাগের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক থেকে শুরু করে এইচ এস সি পর্যন্ত। পক্ষান্তরে নিয়ন্ত্রণ গ্রুপে অশিক্ষিতের হার ৩২ ভাগ।
- শতকরা ৩২ ভাগ উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নীচে, অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ৫৫ ভাগ উত্তর দাতার আয় ১০,০০০ টাকার নীচে যা থেকে প্রমানিত হয় যে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের আয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উপকারভোগীদের ২৯ ভাগ গৃহিণী, বাকী ৭১ ভাগ কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ৭৩ ভাগ গৃহিণী । উপকারভোগীদের পেশার মধ্যে রয়েছে চাকুরীজীবি (৩%), ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (৩%) ,দর্জি (২৭%), এমব্রয়ডারী (১২%), পাটের কাজ (৫%), হস্তশিল্প (১৬%), মোবাইল সার্ভিসিং (২%), ইলেকট্রিশিয়ান (১%), গবাদিপশু পালন (৫%), দিনমজুর (৫%), বাটিক বুটিক (১%), শতরঞ্জী(১%) অবশিষ্ট গৃহিণী।
- প্রশিক্ষণের পূর্বে উপকারভোগীদের গড় মাসিক আয় ছিল ৭৯৭ টাকা যা প্রশিক্ষনের পর বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৩২২ টাকা। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের আয় ১৩৭১ টাকা ।
- উপকারভোগীদের শতকরা ৪৮ ভাগ গত এক বৎসরে নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামত করেছেন। কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য এর হার শতকরা ২৮ ভাগ।
- ছেলেমেয়েদের শিক্ষাখাতে উপকারভোগীদের গড় ব্যয় ৪৯৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫১ টাকা হয়েছে। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের এই আয় বেড়েছে ৩৯১ টাকা থেকে ৭৬৪ টাকায়। উপকারভোগীদের বিদ্যুতের ব্যবহার ২৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের এই হার ২৩% থেকে বেড়ে ৫৫% হয়েছে।
- উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ হয়েছে কিন্তু ১৮ ভাগ বলেছেন নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠ হয়নি। সুবিধাভোগীদের ২৩ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষনের বিষয় তাদের পছন্দের ছিল না। পাশাপাশি ৮৬.৪ ভাগ উপকারভোগী বলেছেন প্রশিক্ষন মানসম্মত ছিল। অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষনের পরিবেশ মোটেই উপযোগী ছিল না। বিশেষ করে অপর্যাপ্ত আলো, বসার ব্যবস্থা, তাপমাত্রা, শব্দদূষণ, জায়গার স্বল্পতা ইত্যাদি বিষয়গুলো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল।
- প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতা ভাল বললেও ১১ শতাংশ উত্তরদাতা এ বিষয় তাদের কনসার্ন ব্যক্ত করেছেন। উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ (৬৬%) ট্রেডের মধ্যে সেলাইকে সর্বাধিক উপযোগী অর্থাৎ আয়বর্ধনমূলক ও টেকসই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

- উত্তরদাতাদের শতকরা ৪৬ ভাগ বলেছেন প্রশিক্ষণ ও ঋণ পাওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং কমপক্ষে ২২৮ জন স্থানীয় বাসিন্দার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। তবে ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন মূলধনের অভাব ও চাহিদামূলক ট্রেড না থাকার কারনে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরেও নিজেরা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন নি।
- উপকারভোগীদের ৫০ ভাগের অধিক উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষনের কারনে তাদের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মস্থলে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উপকারভোগীর ৬২ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাঁরা প্রশিক্ষণ নেবার পর ঋণ পেয়ে বিভিন্ন ট্রেড এ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ৪৫ শতাংশ উপকারভোগী জানিয়েছেন তাঁরা ঋণের অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ট্রেড এর মাধ্যমে নানাবিধ পণ্য উৎপাদন করেছেন। তবে মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখা যায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান, ডিজাইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারাতে ৮৪ ভাগ পণ্য তৈরী করা হয়েছে, যা বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে।
- উপকারভোগীদের একটি বড় অংশ (গড়ে ৩০ ভাগ) বলেছেন উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা (৩৪%), পর্যাপ্ত বিক্রয়কেন্দ্রের অভাব (৪০%), গুনগত মানসম্মত না হওয়া (১৮%), মূল্যের আধিক্য (৪৮%), চাহিদা কম হওয়ায় অনিয়মিত উৎপাদন (২৬%), যুগপোযোগী ডিজাইন না হওয়া (১০%) ইত্যাদি।
- প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদিত পণ্যের গড় খরচের তুলনায় (১৭০৩ টাকা) গড় বিক্রয় মূল্যের পরিমান (৫৭১০ টাকা) যা অনেকটা লাভজনক।
- উপকারভোগীদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান বিশ্লেষনের মাধ্যমে দেখা যায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বের জীবন যাত্রার মানের তুলনায় প্রকল্পের সাথে জড়িত হওয়ার পরের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত হয়েছে। যে গুলোর মধ্যে রয়েছে সুষম খাবার, উন্নত বসত বাড়ী, উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা, সন্তানের লেখাপড়া করানোর সুযোগ সৃষ্টি, সঞ্চয়, সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ও স্বীকৃতি, বিনোদনের সুযোগ ইত্যাদি।
- উত্তরদাতাদের প্রায় ৯০ ভাগ মহিলা হওয়ায় তাদের নানাবিধ উন্নতি হয়েছে। যার মধ্যে ৯৮ ভাগ মহিলা উত্তরদাতা বলেছেন তাঁরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, ৮৭ ভাগ মহিলা উত্তরদাতা নিজেদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, ৬৩ ভাগ মহিলা উত্তরদাতা বিনিয়োগের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং ৩০ ভাগ নারী উত্তরদাতা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের প্রশিক্ষিত করার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদিকে ৮০ ভাগ নারী উপকারভোগী সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং ৫৫ ভাগ নারী উত্তরদাতা সামাজিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে জানিয়েছেন।
- উপকারভোগীদের মধ্যে ২০ শতাংশ তাদের সঞ্চয়ের ২০ ভাগ কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছেন এর পাশাপাশি ৫০ ভাগ সরাসরি খাদ্যশস্য, ৪৬ ভাগ হাঁসমুরগী পালন, ৮ ভাগ মৎস উৎপাদন, ৪০ ভাগ গবাদি পশুপালন, ৮ ভাগ সবজি চাষে বিনিয়োগ করেছেন।
- সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র এবং ঋণ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ অব্যয়িত, যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে।
- উপকারভোগী ও নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের উত্তরদাতাদের পরিবারের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে উপকারভোগীদের প্রায় ৯০ ভাগ তাদের খাদ্য তালিকায় সুষম খাবার গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের ৭৫ ভাগের ক্ষেত্রে সুষম খাবার গ্রহনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উপকারভোগীদের ৭০ ভাগ উত্তরদাতার অভিজ্ঞতা হলো তাঁরা বিভিন্ন ট্রেড এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার কারনে বাড়তি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।
- বিভিন্ন ট্রেডের সাথে জড়িত উপকারভোগীদের মাসিক গড় আয়ের তুলনা করে দেখা গেছে মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ানদের আয়ের পরিমাণ সর্বাধিক (১০৪৩৭ টাকা) অন্যদিকে সেলাই থেকে প্রাপ্ত মাসিক গড় আয় ৪৪১১ টাকা, তাঁত থেকে প্রাপ্ত মাসিক গড় আয় ৩৪৫৪ টাকা এবং এমব্রয়ডারী ও পাটজাত দ্রব্য (ব্যাগ) থেকে প্রাপ্ত গড় মাসিক আয় ২০০০ টাকা।
- উপরোক্ত তথ্যাদি মূলত নমুনা জরীপ থেকে সংগৃহীত। নমুনা জরীপের প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে গুনগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেষ করে এফজিডি, কেআইআই ও কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। গুনগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্বিক তথ্যাদিকে সমর্থন করেছে। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উপকারভোগী প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা হতে সক্ষম হয়েছেন।

- এই প্রকল্পে জড়িত থাকার কারণে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি নিজেরা আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একই সঙ্গে কেউ কেউ নিজ উদ্যোগে স্বতন্ত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকারভোগীরা নিজেদের বাসস্থানকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন, উন্নতমানের খাবার খেতে পারছেন, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করানো সম্ভব হচ্ছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে ব্যয় করতে সক্ষম হচ্ছেন, নিজেদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে নানাবিধ সফলতার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা করা গেছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল উপজেলায় ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন না করা, বিলম্বে ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করা, বিলম্বে ঋণ ছাড় করা, মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে তদারকি না করা, ঋণের অর্থ (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) অন্য খাতে ব্যয় করা এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের প্রতিবন্ধকতা। পণ্যের গুণগতমান উন্নতমানের না হওয়া, উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় প্রভাব, ঋণ বিতরণকারী কমিটির কার্যকর তদারকির অভাব এবং অলাভজনক ট্রেড নির্বাচন করায় প্রাপ্ত ঋণের অর্থ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়া এবং কখনো কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া।
- প্রকল্পের খাতওয়ারী আর্থিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে অর্থ ছাড়া ও অন্যান্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিলম্বিত হওয়া খাতগুলো বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রর জন্য অর্থ ছাড়, এবং উপকারভোগীদের ঋণ বরাদ্দের লক্ষ্য যথাসময় পূরণ না হওয়ার ভবিষ্যতে প্রকল্প উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রভাব পরিহার করতে হবে।
- প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মধ্যে মার্কেট লিংকেজ বিশেষজ্ঞ ছিল না যার ফলে এ বিষয়টির মোটেই অগ্রগতি হয়নি, এমনকি এ উদ্দেশ্য বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যবহার খুবই অপর্যাপ্ত।

সুপারিশসমূহঃ

i. ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপি এবং এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সময়, অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও অর্থ ব্যয়ের বিষয়গুলো গভীরভাবে মনিটর করতে হবে।

ii. প্রেষণে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালকের যাতে হঠাৎ করে বদলী হয়ে অন্যত্র চলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

iii. মাঠ পর্যায়ে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিরবিচ্ছন্নভাবে প্রকল্প কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।

iv. সরবরাহ ও সেবাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় করার জন্য কঠোর নজরদারি ও মনিটরিং করতে হবে।

v. ভবিষ্যতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করার উপর জোর দেয়া।

vi. বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুণগত বৈশিষ্ট্য, ডিজাইন ইত্যাদি উন্নত মানের হতে হবে।

vii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেড ভিত্তিক উপকারভোগীদের পর্যাপ্ত ঋণ বরাদ্দের ব্যবস্থা ভবিষ্যত প্রকল্পে করা যেতে পারে।

viii. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের ট্রেড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।

ix. অত্যাধুনিক ফ্যাশন ও ডিজাইন এর সাথে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীদের পরিচিত করা দরকার, যাতে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত হয় যা বাজারে চাহিদা সৃষ্টিতে সাহায্য , করবে। ফ্যাশন ডিজাইনারদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

x. উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মার্কেট লিংকেজ তৈরী করা জরুরী। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে সাপ্লাই চেইন (supply chain) এবং ভ্যালু চেইন (value chain) সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ তৈরি করতে হবে। আড়ং, ব্র্যাক, রঙ, কারুপল্লী, কারুপণ্য, স্বদেশীসহ রাজধানীর এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মান বাজারজাতকরণ এবং এই সমস্ত পণ্য যাতে তাঁরা ক্রয় করে সে ব্যাপারে কর্মশালার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা যেমন জাইকা, জিআইজেড, ওয়ার্ল্ড ভিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পণ্য উৎপাদনকারীদের লিংকেজ করে দিলে বড় ধরনের সফলতা আসতে পারে। কৃষি খাতে মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টিতে সফল প্রকল্প CATALYST এর সাথে সহযোগিতার সম্ভাব্য পন্থা বের করা যেতে পারে।

xi. প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থপনা প্রশিক্ষনের উপকারণসমূহ ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশ প্রশিক্ষণের উপযোগী হতে হবে। প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, প্রোডাকশন ম্যানেজার, প্রকল্প কর্মকর্তা, ক্রেডিট সুপারভাইজার, ডিসপ্লে সেন্টার ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্রের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডকে টেকসই করতে হবে।

xii. প্রশিক্ষণকালীন সময়ে বাস্তবিক কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং উপকরণের নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

xiii. প্রশিক্ষণকালীন ভাতা ও উদ্যোক্তার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের আর্থিক বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধি করা।

xiv. উপকারভোগী নারী প্রশিক্ষনার্থীদেরকে উৎপাদনমুখী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্যাভাস, প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসাবে কিভাবে নিজেদের গড়ে তোলা যায়, ব্যবসায় টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

xv. মহিলা উপকারভোগীদের ঋণের অর্থ পাওয়ার প্রক্রিয়া আরো সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত করতে হবে।

xvi. সফল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সফল উদ্যোক্তায় রুপান্তর এর লক্ষ্যে সহজ শর্তে বড় অংকের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

xvii. নারী প্রশিক্ষনার্থীদের কেবলমাত্র দলগতভাবে ও একত্রিত না করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ও ঐ সমিতিকে বড় আকারের অর্থের ঋণ বরাদ্দ করা দরকার, যা ভবিষ্যত নারী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বড় ধরনের উদ্যোক্তায় রুপান্তর করতে সাহায্য করবে।

xviii. ঋণের সার্বিক পরিমাণ বাড়াতে হবে। বর্তমানে ৫ কোটি টাকা, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এই টাকার পরিমাণ আরও কয়েকগুণ বাড়াতে হবে।

xix. ট্রেড ভিত্তিক দলীয় ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন সদস্য সময়মত ঋণ পরিশোধ না করার ফলে অন্য সদস্যগণের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা দ্রুত নিরশন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রকল্পে গ্রহণ করতে হবে।

xx. উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় প্রভাবের উর্দ্ধে থাকতে হবে।

xxi. ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণকালে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার, পৃথক প্রক্ষালণ কক্ষ, রেষ্ট রুম ইত্যাদির রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

xxii. চলমান প্রকল্প যে ধরনের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তার আলোকে উত্তরাঞ্চলে প্রকল্পাধীন পাঁচ জেলার যে সকল উপকারভোগীদের ঋণের আওতায় আনা হয়নি, তাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

xxiii. রংপুরে অবস্থিত প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রটির একটি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরী করে দক্ষভাবে চালানো যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় এই প্রদর্শনী কেন্দ্রটি অন্য স্থানে স্থাপন করা যেতে পারেএকই ধরনের আরো কিছু বিক্রয় কেন্দ্র যেখানে , রয়েছে এবং ক্রেতাদের সহজেই বিক্রয় কেন্দ্রগুলো চোখে পড়ে এবং একটি টেকসই Business Model অনুসরণ করে এই কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করা যায়।

xxiv. উপজেলাগুলোতে অবস্থিত এক রুম বিশিষ্ট 'শোকেস' নির্ভর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলো অতিসত্তর বন্ধ করা উচিৎ। যদি সম্ভব হয়, তবে উপজেলার শহরগুলোতে ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বর্পূণ স্থানে পূর্নাঙ্গ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

xxv. ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ট্রেডভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ট্রেডকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এর পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

xxvi. অধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

xxvii. উপকারভোগীদের মধ্য থেকে মাস্টার ট্রেইনার তৈরীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

xxviii. এই প্রকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায় চাহিদা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্ভবনা সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষনের নতুন নতুন দিকসমূহ উন্মোচন করেছে, প্রশিক্ষণের উপকরনের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছে, যা কেন্দ্রীয়ভাবে নীতি নির্ধারকগণের নজরে এনে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

BRDB	:	Bangladesh Rural Development Board
DPP	:	Development Project Proforma/Proposal
FGD	:	Focus Group Discussion
GoB	:	Government of Bangladesh
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
PPR	:	Public Procurement Rules
SPSS	:	Statistical Package for Social Science
SRS	:	Simple Random Sampling
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ToR	:	Terms of Reference
YC	:	Young Consultants
PD	:	Project Director
DD	:	Deputy Director
PM	:	Production Manager

প্রথম অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই দূর্যোগপূর্ণ বিরূপ পরিবেশের দ্বারা আক্রান্ত। বিশেষ করে বন্যা, নদীভাঙ্গন, ফসলাদির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতে বাধ্য হয়।

আবার আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন ফসলাদি থাকে না, তখন স্থানীয় দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের অভাবে নাজুকতা বেড়ে যায়। এর ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রেই বেকার হয়ে পড়ে। বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র পীড়িত পুরুষ ও কর্মক্ষম মহিলারা কর্মসংস্থানের অভাবে নাজুকতার শিকার হয়। পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিজেদের কৃষি ভূমিতে মালিকানা না থাকায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সহযোগিতা না পাওয়ায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত নাজুকতা বহুযাত্রায় বৃদ্ধি পায়। আবার স্থানীয় ভূমিকর্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনা দারিদ্র্যের অনুকূলে নয়। কারন অধিকাংশ গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নেই। সেই সঙ্গে নেই পর্যাপ্ত বিকল্প কর্মসংস্থানের ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ সরকার অত্র এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে **"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)"** নামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকদের মধ্যে মৌসুমী খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করা। এই খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হচ্ছে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে গ্রামের মজুর শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের অভাব।

এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য উপজেলা সদরে প্রশিক্ষণ তথা প্রদর্শনীকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ড (IGA) ও আত্মকর্মসংস্থান (Self-employment) সৃষ্টি করা। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বেকার দুস্থঃনারী ও পুরুষেরা বিভিন্ন হস্তশিল্প কার্যক্রমে যুক্ত হবে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। এইভাবে তারা তাদের আয় বাড়াতে পারবে এবং প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

প্রথম পর্যায়ে, এই প্রকল্পটি রংপুর, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের মোট ২৪টি উপজেলার ২টি করে ইউনিয়নে জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রত্যেক উপজেলায় প্রায় ৭০%-৮০% ইউনিয়ন এই পর্যায়ে প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। যদিও এই এলাকায় ইদানিং কিছু উন্নয়ন হয়েছে, কিন্তু মৌসুমী খাদ্যাভাব, কর্মহীনতার ফলে এই এলাকার জনগোষ্ঠীর আয় কমে যায় ও ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই দারিদ্র, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, অরক্ষিত ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষার অভাব, ক্ষুধা ও অন্যান্য সামাজিক অশুভ শক্তি দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে উত্তরাঞ্চলকে আলাদা করেছে। রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার ৪৮টি ইউনিয়নের ১৮,৪৩২ জন চরম দরিদ্র এই প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়েছিল, যারা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই পর্যায়ে প্রকল্পটি মোট পাঁচটি জেলার (গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী) ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। এই সময় মোট ২৮,৫১২ জন সুবিধাভোগীকে নির্বাচন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যদিও বিভিন্ন মেয়াদী প্রতিবেদনে প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়াদি অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তথাপি আইএমইডি মনে করছে যে, একটি নিরপেক্ষ সমীক্ষক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই আইএমইডি ইয়াং কন্সাল্টেন্টস নামক একটি প্রতিষ্ঠিত সমীক্ষক নিয়োগ করেছে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে জরিপের বিভিন্ন বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার অতিদরিদ্র সহায় সম্বলহীন মহিলা ও পুরুষদেরকে হাতে কলমে ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

১.১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ভিত্তিক কার্যক্রম

- প্রকল্প এলাকার দারিদ্র নিরসন;
- ট্রেডভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌসুমী বেকারত্ব দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে স্থানীয় কর্মসংস্থান দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দরিদ্র উৎপাদনকারীদের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান; এবং
- দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন।

১.২ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

১.২.১ প্রকল্পের নাম:

উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)

১.২.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১.২.৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

১.২.৪ প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা		ইউনিয়ননসংখ্যা
রংপুর	রংপুর	১	পীরগাছা	৩
		২	কাউনিয়া	৩
		৩	গঙ্গাচড়া	৩
		৪	তারাগঞ্জ	৩
		৫	পীরগঞ্জ	৩
		৬	রংপুর সদর	৩
		৭	মিঠাপুকুর	৩
		৮	বদরগঞ্জ	৩
	কুড়িগ্রাম	১	ফুলবাড়ী	৩
		২	ভুরুঙ্গামারী	৩
		৩	কুড়িগ্রাম সদর	৩
		৪	রাজারহাট	৩
		৫	রোউমারি	৩
		৬	রাজিবপুর	৩
		৭	উলিপুর	৩
		৮	চিলমারী	৩
		৯	নাগেশ্বরী	৩
	গাইবান্ধা	১	সাদুল্লাপুর	৩
		২	পলাশবাড়ী	৩
		৩	ফুলছড়ি	৩
		৪	সাঘাটা	৩
		৫	গোবিন্দগঞ্জ	৩
		৬	সুন্দরগঞ্জ	৩
		৭	গাইবান্ধা সদর	৩

	নীলফামারী	১	ডিমলা	৩
		২	ডোমার	৩
		৩	জলঢাকা	৩
		৪	কিশোরগঞ্জ	৩
		৫	সৈয়দপুর	৩
		৬	নীলফামারী সদর	৩
	লালমনিরহাট	১	লালমনিরহাট সদর	৩
		২	আদিতমারী	৩
		৩	কালীগঞ্জ	৩
		৪	হাতীবান্ধা	৩
		৫	পাটগ্রাম	৩
	মোট		৩৫উপজেলা	১০৫

১.২.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ক) মূল: জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০ (ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধি জুন ২০১১)
খ) সংশোধিত: জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৩

১.২.৬ সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ১. মোট: ৪,৬৪৬.৯১
২.জিওবি: ৪,৬৪৬.৯১
৩. পিএ: -১.২.৯

অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় :

অনুমোদনের পর্যায়	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় **মোটলক্ষ টাকা মূল**	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	
			মূল ডিপিপির তুলনায়	**সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি'র তুলনায়**
মূল অনুমোদিত	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০	২,৪৭৮.৪৩ (২,৪৭৮.৪৩)	-	-
১ম সংশোধন (ব্যয় ব্যতিরেকে)	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১১	২,৪৭৮.৪৩ (২,৪৭৮.৪৩)	১ বছর (২২.২২%)	-
সর্বশেষ সংশোধিত	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৩	৪,৬৪৬.৯১ (৪,৬৪৬.৯১)	৩ বছর (১০০%)	২ বছর (৪৪.৪৪%)

১.২.৭ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ ও ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

অঙ্গের নাম	পরিমান/সংখ্যা	আর্থিক মূল্য (টাকা)
কর্মকর্তাদের বেতনসহ অন্যান্য	৮২ জন	**৩২৬.৮৮**
প্রশিক্ষণ	২৮,৫১২ জন	**৩,২৮৫.০০**
সরবরাহ ও সংস্কার	থোক	**৮৪.৯৬**
যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	**১২১.৫২**
কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	**৬৭.৭৬**
ভবন ও স্থাপনা	**বঃমিঃ**	**১৫৭.৪৬**

১.২.৮ প্রকল্প এলাকার চিত্র

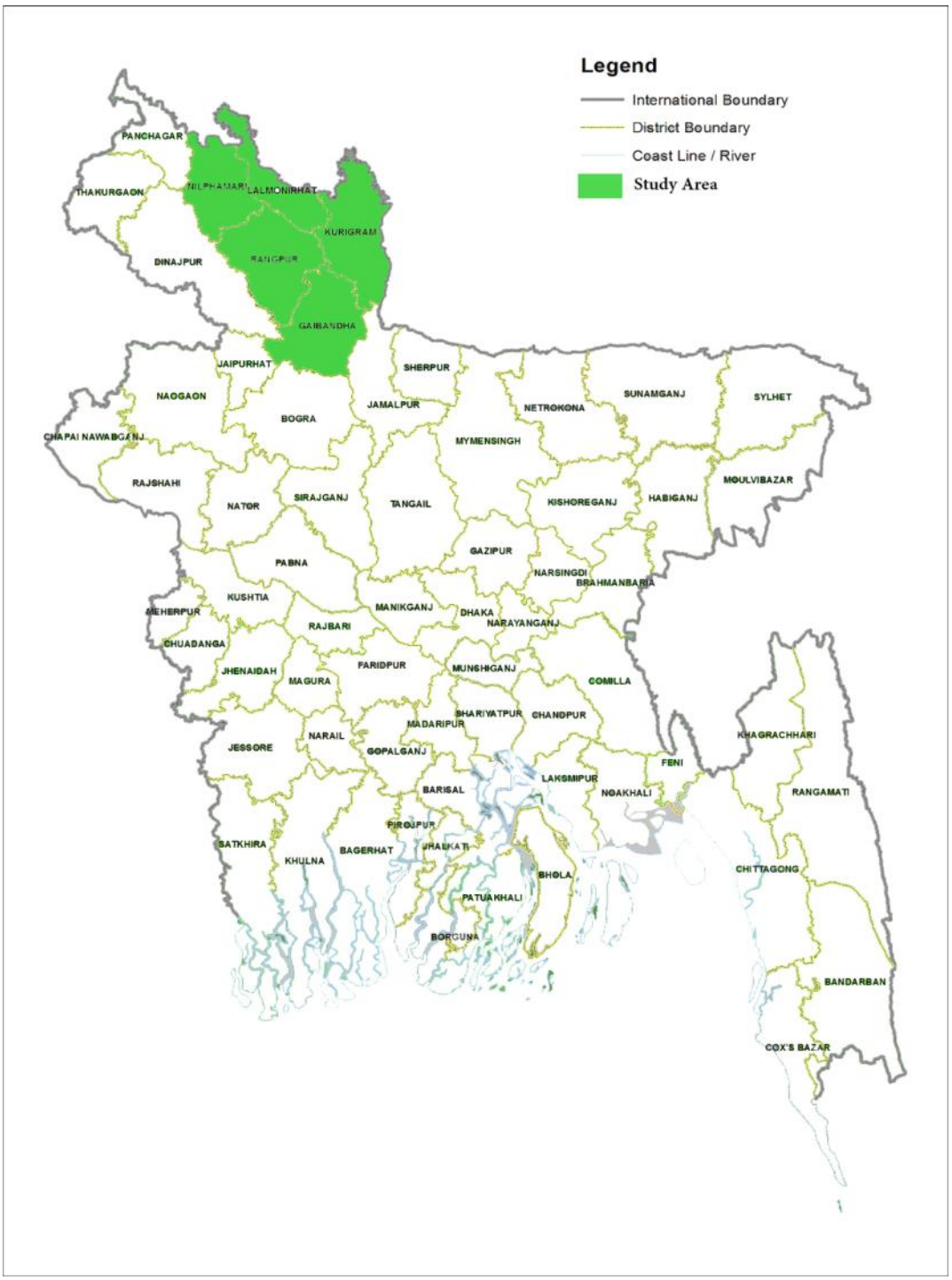

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রভাব মূল্যায়নের কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

২.১ মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পরামর্শকদের কার্যপরিধি

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের নানাবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়াই মূল্যায়ন কার্যক্রম এর মূল উদ্দেশ্য। নিম্নে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এর জন্য পরিচালনার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ইয়াং কন্সাল্টেন্টস) নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করেছে,

- প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন, সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়ন, বছরভিত্তিক বরাদ্দ চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (PPR, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;
- প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ এবং বিশেষ সফলতা (Success Stories যদি থাকে) বিষয়ে আলোকপাত;
- প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে একই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;
- প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অতিদরিদ্র সহায়সম্বলহীন মহিলা ও পুরুষদের ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজের গুণগতমান ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা ও মতামত;
- প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা করা;
- উল্লিখিত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ;
- স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ (Findings) অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং
- ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

২.২ পরামর্শকদলের দায়িত্ব

- মূল্যায়নের জন্য প্রকল্পের ১০০% এলাকায় সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বর্তমান সমীক্ষায় উল্লেখিত সকল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা;
- সরাসরি ও পরোক্ষভাবে উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা;
- প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা;

- সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের (বিআরডিবি ও আইএমইডি) অংশগ্রহণে একটি কর্মশালার আয়োজন করা;
- কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা।

২.৩ কার্যপদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনা

২.৩.১ গবেষণায় ব্যবহৃত সূচক

প্রকল্প মূল্যায়নের প্রভাব নির্দেশক (ইনপুট, আউটপুট, ফলাফল এবং প্রভাব) নিচের চিত্রে দেওয়া হলো:

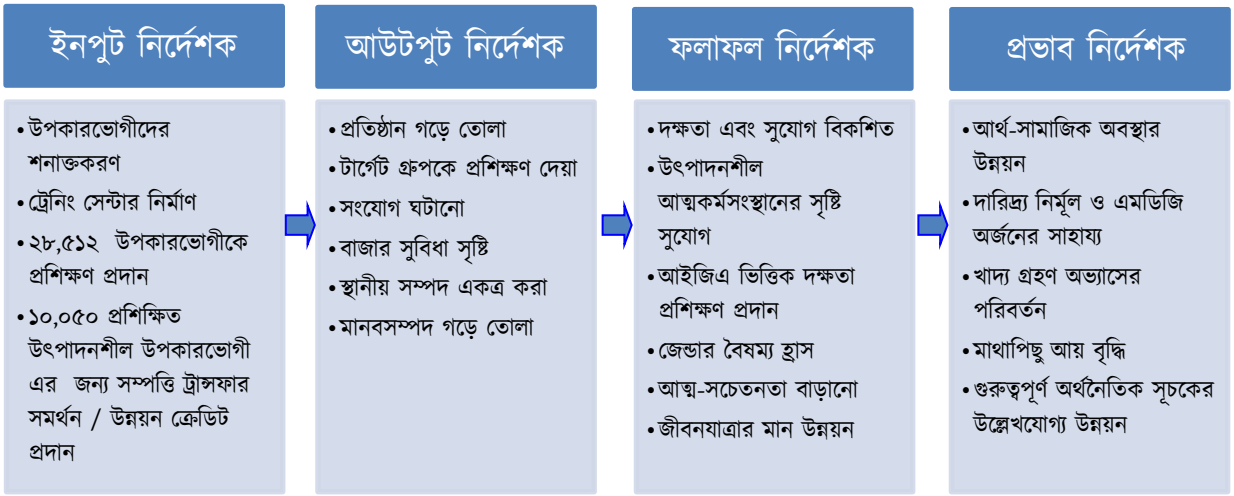

চিত্র ০১: প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্দেশক

২.৩.২ নমুনার আকার নির্ধারণ

প্রকল্প এলাকার জরিপ পরিচালনার জন্য Pretest Posttest Control Group Design ব্যবহার করা হয়।
আমরা জানি, সাধারন দৈবচয়নের ক্ষেত্রে নমুনা আকার নির্ধারণের সূত্র -

$$E = \frac{Z_{\frac{\alpha}{2}} \times \sigma}{\sqrt{n}}$$

যেখানে, σ = পরিমিত ব্যবধান, E= প্রান্তিক ত্রুটি, = নন-কভারেজ সম্ভাবনা এবং n = নমুনা আকার। এক্ষেত্রে, α = .০৫ ধরে Z টেবিল থেকে আমরা পাই, $Z_{(\frac{\alpha}{2})} = ১.৯৬$। প্রান্তিক ত্রুটির মান E = ০.০৫ এবং যাতে আমরা সর্বোচ্চ নমুনা আকার পেতে পারি, সেজন্য পরিমিত ব্যবধানের সর্বোচ্চ মান $\sigma = \sqrt{P(1-P)} = \sqrt{.50(1-.50)} = 0.50$ ধরে আমরা পাই

$$\text{n} = \frac{1.96^2 \times .50 \times (1-.50)}{0.05^2}$$
$$\approx 384$$

প্রকল্প এলাকায় ৩৫টি উপজেলার মোট ২৮,৫১২ জন উপকারভোগী রয়েছে। এদের মধ্য থেকে সাধারন দৈবচয়ন করা হলে বেশ কয়েকটি উপজেলা বাদ পড়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই, প্রত্যেক উপজেলা থেকে আলাদা সাধারন দৈবচয়ন করা হয়েছে, অর্থাৎ উপজেলাকে স্তর (Stratum) ধরে স্তরীকৃত দৈব নমুনা (Stratified Random Sample) নেওয়া হয়েছে।
এখানে উল্লেখ্য, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিক থেকে যদি প্রকল্প এলাকার এক উপজেলার সাথে অন্য উপজেলার পার্থক্য না থাকে তাহলে স্তরীকৃত দৈব নমুনা নিয়ে বাড়তি লাভ হত না, তবে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না। তবে, পার্থক্য থাকার সম্ভাবনাই বেশি, কারন বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন প্রশিক্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যদি প্রত্যেকটি উপজেলা থেকে আনুপাতিক পদ্ধতি (Proportional Allocation) ব্যবহার করে নমুনা আকার নির্ধারণ করা হতো, তাহলে মোট নমুনা আকার ৩৮৪ এর বেশি প্রয়োজন হত না। ["... the stratified estimator under proportional allocation has no greater (and in practice smaller) variance

than the simple random sampling of the same size. Put simply, proportional stratified sampling is better than simple random sampling." (Islam, M. N., 2007, An introduction to sampling method, revised edition, P.143)]

প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি ট্রেডের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক ট্রেডের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য উপরে প্রাপ্ত নমুনা আকারকে ডিজাইন এফেক্ট ১.২৫ দিয়ে গুণ করে উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারন করা হয়েছে।

$$n = 384 \times 1.25 = 480$$

বি.ডি.এইচ.এস. ২০১৪-এর জন্য ১৭,৯৮৯ টি খানা নির্বাচন করে তার মধ্যে ১৭,৩০০ টি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে (বিডিএইচএস ২০১৪ রিপোর্ট, টেবিল ১.২, পৃষ্ঠা ৭) । সেক্ষেত্রে, ১৭,৯৮৯/১৭৩০০ = ১.০৪ দিয়ে গুন করে আমরা সংশোধিত নমুনা আকার পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

$$n = 480 \times 1.04 \approx 500$$

যেহেতু উপকারভোগীদের ৮৫% এর বেশী মহিলা, তাই সাধারন দৈবচয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে মোট নমুনার ৮৫% এর কিছু বেশী মহিলা পাওয়া গছে। নিয়ন্ত্রন গ্রুপের জন্য নমুনা আকার ২৫৫ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, আনুপাতিক বন্টনের সূত্র ব্যবহার করে প্রতিটি উপজেলার জন্য উপকারভোগীদের নমুনা আকার হয়েছে নিম্নরূপ:

$$n_i = 500 \times \frac{N_i}{N}$$

যেখানে n_i = iতম উপজেলায় নমুনা আকার, N_i= ঐ উপজেলায় উপকারভোগীদের সংখ্যা এবং N = ২৮,৫১২ (মোট উপকারভোগীর সংখ্যা)।

জেলা	উপজেলা		উপকারভোগী	নমুনা আকার
রংপুর	১	পীরগাছা	১০৫৬	১৯
	২	কাউনিয়া	১০৫৬	১৯
	৩	গঙ্গাচড়া	১০৫৬	১৯
	৪	তারাগঞ্জ	১০৫৬	১৯
	৫	পীরগঞ্জ	১০৫৬	১৯
	৬	রংপুর সদর	১০৫৬	১৯
	৭	মিঠাপুকুর	১০৫৬	১৯
	৮	বদরগঞ্জ	১০৫৬	১৯
কুড়িগ্রাম	১	ফুলবাড়ী	১০৫৬	১৯
	২	ভুরুঙ্গামারী	১০৫৬	১৯
	৩	কুড়িগ্রাম সদর	১০৫৬	১৯
	৪	রাজারহাট	১০৫৬	১৯
	৫	রাউমারি	১০৫৬	১৯
	৬	রাজিবপুর	১০৫৬	২২
	৭	উলিপুর	১০৫৬	১৯
	৮	চিলমারী	১০৫৬	১৯
		নাগেশ্বরী	১০৫৬	১৯
গাইবান্ধা	১	সাদুল্লাপুর	১০৫৬	১৯
	২	পলাশবাড়ী	১০৫৬	১৯
	৩	ফুলছড়ি	১০৫৬	১৯
	৪	সাঘাটা	১০৫৬	১৯
	৫	গোবিন্দগঞ্জ	১০৫৬	১৯
	৬	সুন্দরগঞ্জ	১০৫৬	১৯
	৭	গাইবান্ধা সদর	১০৫৬	১৯
নীলফামারী	১	ডিমলা	২৮৮	৫
	২	ডোমার	২৮৮	৫

	৩	জলঢাকা	২৮৮	৫
	৪	কিশোরগঞ্জ	২৮৮	৫
	৫	সৈয়দপুর	২৮৮	৫
	৬	নীলফামারী সদর	২৮৮	৫
লালমনিরহাট	১	লালমনিরহাট	২৮৮	৫
	২	আদিতমারী	২৮৮	৫
	৩	কালীগঞ্জ	২৮৮	৫
	৪	হাতীবান্ধা	২৮৮	৫
	৫	পাটগ্রাম	২৮৮	৫
মোট		৩৫ উপজেলা	২৮৫১২	৫১৪

প্রত্যেক উপজেলায় উপকারভোগী নির্বাচনের সময় আনুপাতিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক ট্রেডের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ৭৬% প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার প্রত্যেক উপজেলার ১৯ জন সুবিধাভোগী উত্তরদাতার মধ্যে ১৪ জন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নেয়া হয়েছে। নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার প্রত্যেক উপজেলার ৫ জন উপকারভোগী উত্তরদাতার মধ্যে ৪ জন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নেয়া হয়েছে।

ভ্যালিডিটি থ্রেটঃ যেহেতু প্রকল্প শুরু করার পূর্বে কোন বেইজলাইন স্টাডি করা হয় নি, তাই সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক আবস্থা উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব নিরূপণের জন্য নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের সাথে তাদের তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু, প্রকল্প শুরুর পূর্ব ও পরের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশ কয়েক বছরের। তাই প্রাপ্ত ফলাফলে maturation effect থাকতে পারে।

২.৩.৩ গবেষণা নকশা

"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ইয়াং কনসালটেন্টস একটি সমন্বিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরণের প্রাথমিক তথ্য উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়েছে। মোট ৭৬৯ নমুনা এককের মধ্যে ৫১৪ নমুনা একক উপকারভোগীদের মাঝ থেকে এবং ২৫৫ নমুনা একক নিয়ন্ত্রণ এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও ৪০টি কেআইআই, ১৫টি এফজিডি (প্রতিটি জেলায় ৩টি) ও ৫টি কেইস স্টাডি, ১০টি প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন (প্রতি জেলায় ২টি)-এর মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন জরিপের কার্যাবলী নিম্ন ছকে দেওয়া হল:

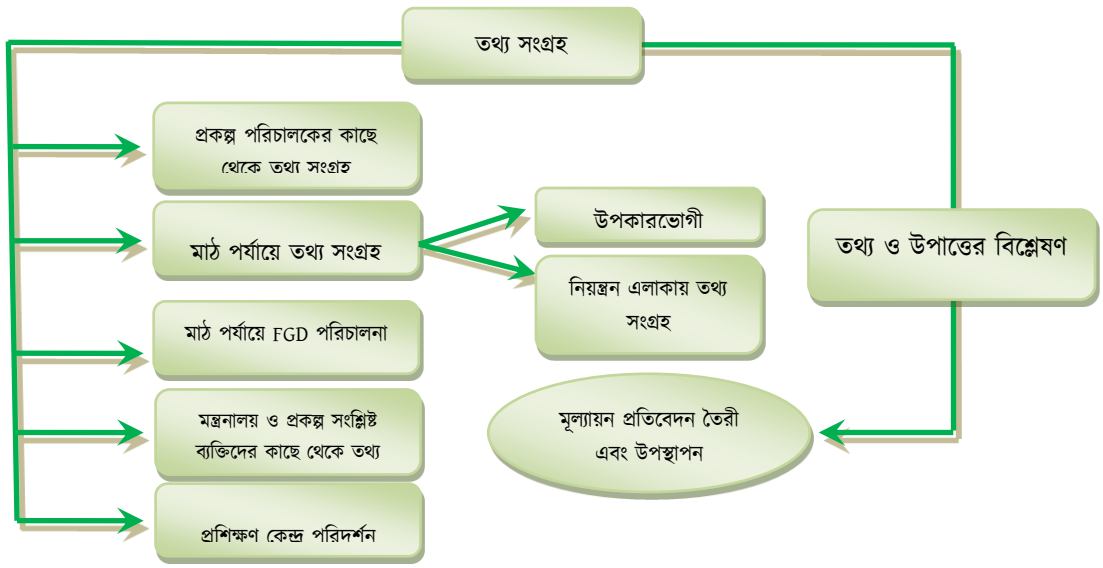

চিত্র-০২: প্রকল্প মূল্যায়নের গবেষণা নকশা

২.৩.৪ নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি

যেহেতু এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের তালিকা প্রকল্প অফিসে পাওয়া গিয়েছে, তাই প্রস্তাবিত মূল্যায়ণ সমীক্ষার জন্য প্রত্যেক উপজেলায় সাধারন দৈবচয়ন (এসআরএস) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রন এলাকায় নমুনা সংগ্রহের জন্য Purposive Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। উপকারভোগী উত্তরদাতার নিকটবর্তী গ্রাম থেকে নিয়ন্ত্রন গ্রুপের উত্তরদাতা বাছাই করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আসার পূর্বে উপকারভোগীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা যা ছিল, নিয়ন্ত্রন গ্রুপের উত্তরদাতার ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নিচে নমুনা এফজিডি, কেআইআই, কেইস্ স্টাডি, প্রশিক্ষণকেন্দ্র পরিদর্শন এর সংখ্যা দেওয়া হলোঃ

স্টেক হোল্ডারের ধরণ	যেসব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে						যেসব সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয়েছে
	নমুনা	**এফজিডি**	**কেআইআই**	**কেইস স্টাডি**	**প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন**	**কর্মশালা**	
উপকারভোগী	৫১৪	--	--	৫	--	--	প্রশ্নমালা,গাইড্লাইন
নিয়ন্ত্রণ এলাকা	২৫৫	--	--	--	--	--	প্রশ্নমালা
উপকারভোগী, নিয়ন্ত্রণ এলাকার বাসিন্দা, উপকারভোগী ও ঋণ উপকারভোগী নির্বাচন কমিটির সদস্যবৃন্দ, প্রশিক্ষক ইত্যাদি	--	১৫	--	--	--	--	গাইড্লাইন
এই প্রকল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তি (পরিচালক, উপ-পরিচালক, ম্যানেজার, সেলস্ প্রমোটার, প্রশিক্ষক, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বি.আর.ডি.বি. ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা)	--	--	৪০	--	--	--	প্রশ্নমালা
উপজেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	--	--	--	--	১০	--	পর্যবেক্ষণ ছক
বিআরডিবি, আইএমইডি, আরডি কর্মকর্তাগণ	--	--	--	--	--	২	১টি স্থানীয় পর্যায়ে ও ১টি জাতীয় পর্যায়ে
মোট	**৭৬৯**	**১৫**	**৪০**	**৫**	**১০**	**২**	--

২.৩.৫ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ

কন্সালটেন্ট কর্তৃক মোট ২২ জন মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী এবং ৫ জন সুপারভাইজার ও ৩ জন মনিটরিং অফিসারকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই জরিপ পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। মাঠকর্মীরা কমপক্ষে স্নাতক পাস ও সুপারভাইজাররা স্নাতকোত্তর পাস।

২.৩.৬ প্রশিক্ষণ

গত ১লা এপ্রিল থেকে ৪ঠা এপ্রিল ২০১৭ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট চার দিন তথ্যসংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের তথ্য সংগ্রহের উপকরণসমূহ (Instruments) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে আইএমইডির মূল্যায়ণ বিভাগের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো হলো- সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রশ্নমালা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, এফজিডি, কেআইআই, কেইসস্টাডি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল, ইত্যাদি।

২.৩.৭ তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা ও শিডিউলসমূহ মাঠ পর্যায়ে যাচাই ও চূড়ান্তকরণ

কন্সাল্টেন্টগণ মূল জরিপের আগে তথ্য সংগ্রহের প্রশ্নমালা ও শিডিউলসমূহ চূড়ান্তকরণের পরে মাঠ পর্যায়ে টেষ্ট করার জন্য উক্ত প্রশ্নমালা ও সিডিউলসমূহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। ঐ এলাকা ছিল গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা। এই জরিপের প্রাপ্ত

তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নমালা ও সিডিউলসমূহে প্রয়োজনীয় সংযোজন, সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয় , যার ভিত্তিতে প্রশ্নমালা, চেকলিষ্ট ও সিডিউলসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

২.৩.৮ জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের সাথে যোগাযোগ

কন্সাল্টেন্টগণ এবং নিয়োগকৃত মনিটরিং অফিসাররা তালিকাভুক্ত স্টেক হোল্ডালদের সাথে প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পরে যোগাযোগ করেছেন। পাশাপাশি নমুনায় নির্বাচিত উপকারভোগীদের সাথেও যোগাযোগ করেছেন।

২.৩.৯ মাঠ পর্যায়ে জরিপ

প্রশ্নমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর দক্ষ ও পরিশ্রমী কিছু মাঠ কর্মী দিয়ে কন্সালটেন্টগণ একটি উপযোগী মাঠ পর্যায়ের জরিপ পরিচালনা করেছেন। মাঠ কর্মীরা উপকারভোগী ও নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের কাছে থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করেছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ কর্মীরা চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র ও চেকলিষ্ট অনুসরণ করেছে। মাঠ সুপারভাইজাররা প্রশ্নমালা যাচাই ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্যের গুনাগুন রক্ষা করতে কাজ করেছে। ইন্টারভিউ চলাকালে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করেছেন সুপারভাইজাররা। মাঠ পর্যায়ে জরিপ চলাকালে ৩ জন মনিটরিং অফিসার সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেছেন। তাঁরা প্রশ্নমালা রি-চেক, স্পট চেক, রি-ইন্টারভিউ ইত্যাদির মাধ্যমে তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি মনিটরিং অফিসাররা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন এবং এফজিডি পরিচালনা করেছেন। এছাড়া, ঢাকা অফিস থেকে টেলিফোন ও মোবাইলের মাধ্যমে ইয়াং কন্সালটেন্টস এর ব্যবস্থাপকগণ সরাসরি উত্তরদাতার সাথে যোগাযোগ করে তথ্যের গুনগত মান যাচাই করেছেন।

২.৩.১০ কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা চলাকালীন কন্সাল্টেন্টগণ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যথা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি, প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার, প্রশিক্ষক, এসএমই, শিক্ষক এর সাথে সর্বমোট ৪০টি কেআইআই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন। নিম্নলিখিত ক্ষেত্র থেকে কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

	স্টেকহোল্ডার	সংখ্যা
গ্রুপ-১	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (পরিচালক, উপ-পরিচালক, বিক্রয় উন্নয়ক, প্রদর্শন কেন্দ্রের ম্যানেজার, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, বিআরডিবি, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা)	১০জন
গ্রুপ-২	প্রশিক্ষক	১০জন (প্রতি জেলা থেকে ২জন)
	ঋণ ও সুবিধাভোগী নির্বাচন কমিটির সদস্য	১০জন (প্রতি জেলা থেকে ২জন)
	ব্যবসার উদ্যোক্তা	৫জন (প্রতি জেলা থেকে ১জন)
	ঋণ প্রদানকারী (এনজিও, এমএফআই)	৫জন (প্রতি জেলা থেকে ১জন)
সর্বমোট		৪০ জন

এই সাক্ষাৎকার থেকে উক্ত এলাকায় ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ, ইতিবাচক প্রভাব এবং সুপারিশসমূহের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে।

২.৩.১১ দলীয় আলোচনা (FGD)

গুণগত তথ্যাদি পাওয়ার জন্য আমরা নমুনা জরিপের পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় ৩টি করে সর্বমোট ১৫ টি এফজিডি পরিচালনা করেছি। উল্লেখ্য প্রতিটি এফজিডি তে ১০/১২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। এই এফজিডি গুলো এমনভাবে পরিচালনা করা হয়েছে যাতে খুব সহজেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একসাথে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এফজিডি পরিচালনার সময় সঞ্চালক কোনভাবেই অংশগ্রহণকারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে নাই এবং চাপ দিয়ে কোন তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। বরং অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃত মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে এবং পাশাপাশি তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়ে দলীয় আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এফজিডিতে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ধরণগুলো হলোঃ

স্টেকহোল্ডারের ধরন	স্টেকহোল্ডারের ধরন
উপকারভোগী	মেম্বার/চেয়ারম্যান
এলাকার বাসিন্দা কিন্তু সুবিধাভোগী নয়	মাদ্রাসার শিক্ষক
মসজিদের ইমাম	কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী
ডাক্তার/উকিল	এনজিও কর্মকর্তা ও সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তি

২.৩.১২ কেইস্ স্টাডি (Case Study)/সফলতার গল্প (Success Story)

এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় সর্বমোট ৫টি কেইস্ স্টাডি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি কেইস্ স্টাডি পরিচালনা করার সময় প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের দিকে নজর রাখা হয়েছে। এতে উপকারভোগী উত্তরদাতাগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাঁদের জীবন সংগ্রাম, তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা ছিল তা কেইস্ স্টাডির মাধ্যমে বিস্তারিত তুলে আনা হয়েছে।

২.৩.১৩ ডাটা এন্ট্রি / ক্লিনিং / প্রসেসিং / বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ শেষ হওয়া মাত্র কন্সালটেন্ট তথ্য ইনপুট দেওয়ার, তাদের পরিদর্শন করার ও তথ্য সম্পাদনের জন্য অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ প্রদান করেছে, যার ফলে প্রশ্নপত্র থেকে মানসম্মত উপায়ে তথ্য ইনপুট দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তথ্য ইনপুট দেওয়া ও বিশ্লেষণের জন্য এসপিএসএস সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য প্রসেসিং এর পর আগের সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তারপর বিশেষজ্ঞগণ এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের (হতদরিদ্রদের) আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য পথ, ব্যবসার চাহিদা ও যোগান এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কারিগরী দিকগুলো বিশ্লেষণ করেছেন।

২.৩.১৪ কর্মশালার আয়োজন

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ইতিমধ্যে রংপুরে আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালায় উপকারভোগী, প্রশিক্ষক, ট্রেইনার, ক্রেডিট সুপারভাইজার, প্রোডাকশন ম্যানেজার, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সরকারী কর্মচারী, মসজিদের ইমামসহ এলাকার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। গত ৫ই মে শুক্রবার রংপুরে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

২.৩.১৫ জরিপ পরিচালনার পরিকল্পনা

কার্যক্রম	সময়সূচী	
	শুরু	শেষ
নথিসমূহ পর্যালোচনা ৫ দিন		শেষ
জরিপের উপকরণ সমূহ তৈরিকরণ ৫ দিন		শেষ
মাঠ কর্মীদের নিয়োগ ২ দিন		নিয়োগ দেয়া হয়েছে
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল		১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সাথে সভা আয়োজন ২ দিন	২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭	২০মার্চ, ২০১৭
মাঠ কর্মী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ প্রদাণ ২ দিন	২ এপ্রিল, ২০১৭	৩ এপ্রিল, ২০১৭
জরিপের উপকরণসমূহ প্রাক-পরীক্ষণ ২ দিন	২ এপ্রিল, ২০১৭	৩ এপ্রিল, ২০১৭
প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ১ দিন		৪ এপ্রিল, ২০১৭
মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ - ১৪ দিন	৫ এপ্রিল, ২০১৭	২২এপ্রিল, ২০১৭
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন ১ দিন		৫ মে, ২০১৭ এর মধ্যে
তথ্য-উপাত্ত পরীক্ষা, কোডিং ও বিশ্লেষণ করণ ১২ দিন	২৩ এপ্রিল, ২০১৭	৪ মে, ২০১৭
১ম খসড়া প্রতিবেদন তৈরী ও দাখিল ১৪ দিন	১ মে, ২০১৭	১৫ মে, ২০১৭
টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা ২ দিন	২০ মে, ২০১৭	৫ জুন, ২০১৭
২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রনয়ণ ও দাখিল ৮ দিন	৫ জুন, ২০১৭	১৫ জুন, ২০১৭
টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা ২ দিন	১৫ জুন, ২০১৭	২০ জুন, ২০১৭
জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন ১ দিন	১৭ জুন, ২০১৭	২১ জুন, ২০১৭
	এর মধ্যে যেকোন ১ দিন	
চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রনয়ণ ১০ দিন	২০ জুন, ২০১৭	২২ জুন, ২০১৭
চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল		২২ জুন, ২০১৭

তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক (বাস্তব ও আর্থিক) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

৩.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের বাৎসরিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নে বাৎসরিক বরাদ্দ সারণি ৩.১ তে দেখানো হয়েছে। এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংশোধিত ডিপিপিতে যে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে এডিপিতে ৭% কম দেয়া হয়েছিল। তবে শেষের দুই বৎসর যথাক্রমে (২০১১-১২ ও ২০১২-১৩) ৭১.৯৪% এবং ৮৫.১৯% ছাড় হয়েছে। কিন্তু গড় অবমুক্তি প্রায় ৯৪.৫৪%। প্রকল্পের প্রথম বৎসর মাত্র ২০%। ২০১০-১১ তেও অবমুক্ত করা হয়েছে মাত্র ৫০% (সারণি ৩.১)। প্রকল্প শেষের বৎসর অবমুক্ত করা হয়েছে ৬২% বেশী। অবমুক্ত অর্থের সার্বিকভাবে ব্যয় হয়েছে ৮৪%। সবচেয়ে কম হয়েছে শেষের বছরে (মাত্র ৬৪.৭২%)।

সারণি ৩.১: বাৎসরিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয়

অর্থ বৎসর	আরডিপিপি মোট	এ ডি পি বরাদ্দ মোট	এ ডি পি আরডিপিপি %	অবমুক্তি (৪ কিস্তিতে মোট)	% এ ডি পি অবমুক্তি	প্রকৃত ব্যয়	অবমুক্ত অর্থের ব্যয় %
২০০৭-০৮	১৪২.২০	২০০.০০	১৪০.৬৫	২০০	১০০.০০	১৪২.২২	৭১.১১
২০০৮-০৯	৮২৯.৪০	৯৮৬.০০	১১৮.৮৮	৯১৬	৯২.৯০	৮২৯.৪	৯০.৫৫
২০০৯-১০	৭৯২.০০	৭৯২.০০	১০০.০০	৭৯২	১০০.০০	৭৮৭.৬	৯৯.৪৪
২০১০-১১	৭১৪.৮১	৭১৫.০০	১০০.০৩	৩৫৬.৩৬	৪৯.৮৪	৩৫৭.২	১০০.২৪
২০১১-১২	১১১২.০৩	৮০০.০০	৭১.৯৪	৬৬১.২৭	৮২.৬৬	৬৩৭.৩৬	৯৬.৩৮
২০১২-১৩	১০৫৬.৪৫	৯০০.০০	৮৫.১৯	১৪৫৪.৫৪	১৬১.৬২	৯৪১.৪১	৬৪.৭২
মোট	৪৬৪৬.৯১	৪৩৯৩.০০	৯৪.৫৪	৪৩৮০.১৭	৯৯.৭১	৩,৬৯৫.১৯	৮৪.৩৬

অবমুক্তির পরিমান সবচেয়ে বেশী ৪র্থ কিস্তিতে যা সাধারনত মে বা জুন মাসে করা হয়। তবে বাৎসরিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, ৪র্থ কিস্তির অর্থ মে/জুন মাসে অবমুক্তি হয় যা অতি দ্রুত ব্যয় করতে হয় অথবা অব্যয়িত অর্থ ফেরত অথবা পরবর্তী অর্থ বৎসরের সাথে সমন্বয় করতে হয় (সারণি ৩.২)।

সারণি ৩.২: বাৎসরিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয়

বৎসর	ডিপিপি তে অর্থ প্রদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সঠিক অর্থ প্রদানের তারিখ ও পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		
		কিস্তি	পরিমাণ	তারিখ
২০০৭-০৮	১৪২.২২	১ম ও ২য় কিস্তি	৫০.০০	২৪.০১.২০০৮
		৩য় কিস্তি	২৫.০০	০৯.০৪.২০০৮
		৪র্থ কিস্তি	১২৫.০০	২৭.০৫.২০০৮
২০০৮-০৯	৮২৯.৪০	১ম ও ২য় কিস্তি	৭০২.০০	০৩.০৯.২০০৮
		৩য় কিস্তি	১৪২.০০	২৩.০৪.২০০৯
		৪র্থ কিস্তি	১৪২.০০	১০.০৬.২০০৯
২০০৯-১০	৭৯২.০০	১ম ও ২য় কিস্তি	৬৪২.৫০	২৩.০৮.২০০৯
		৩য় কিস্তি	৭৪.৭৫	০৭.০৪.২০১০
		৪র্থ কিস্তি	৭৪.৭৫	১১.০৫.২০১০
২০১০-১১	৭১৪.৮১	১ম ও ২য় কিস্তি	৩৫৭.৩৬	০২.০৮.২০১০
		৩য় কিস্তি	১৭৮.৬৮	২৩.০১.২০১১
		৪র্থ কিস্তি	১৭৮.৯৬	০৮.০৫.২০১১

২০১১-১২	১,১১২.০৩	১ম ও ২য় কিস্তি	৪০০.০০	০৭.১২.২০১১
		৩য় কিস্তি	২০০.০০	১৫.০২.২০১২
		৪র্থ কিস্তি	৬১.২৭	০৭.০৬.২০১২
২০১২-১৩	১,০৫৬.৪৫	১ম কিস্তি	১৭৫.০০	৩১.০৭.২০১২
		২য় কিস্তি	১৭৫.০০	০৯.১০.২০১২
		৩য় কিস্তি	১৭৫.০০	১০.০১.২০১৩
		৪র্থ কিস্তি	১৭৫.০০	১০.০৩.২০১৩
		৪র্থ কিস্তি	৭৫৪.৫৪	০৮.০৫.২০১৩
		মোট	৪,৮০৮.৮১	

এক অর্থ বৎসরে প্রাপ্ত অর্থের অব্যয়িত টাকা পরবর্তী বছরে সমন্বয় করা হয়েছে। ফলে দৃশ্যতঃ ৪,৮০৮.৮১ লক্ষ টাকা ছাড় দেখানো হলেও প্রকৃত অর্থে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা যা ডিপিপিতে বরাদ্দের সমান। প্রকৃত ব্যয় কম হওয়ায় কোন কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

- নিম্নে সারণি ৩.৩ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জনবল নিয়োগ ও বেতন ভাতা খাতে ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দের (৩৬২.৮৮ লক্ষ টাকা) ৮৪.৩০ ভাগ ব্যয় হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ খাতে ডিডিপি বরাদ্দের অর্থ ছাড় ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের শতকরা হার ৯২.৬৬।
- সরবরাহ ও সেবা খাতের ডিপিপি বরাদ্দের অর্থ ছাড় ও ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের হার হচ্ছে শতকরা ৯৩.১৫ ভাগ।
- মেরামত ও সংরক্ষন খাতে ডিপিপি বরাদ্দের পুঞ্জিভূত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের পরিমান শতকরা ৮৯.৬৫ ভাগ যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে আছে।
- সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডিডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ও ক্রমপুঞ্জিভূত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৮৬ ভাগ।
- প্রকল্পের নির্মাণ খাতের ডিপিপি বরাদ্দের ক্রমপুঞ্জিভূত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের হার শতকরা ৯৭.২০ ভাগ।
- প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য ডিডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ও ক্রমপুঞ্জিত ছাড় ও ব্যয়ের শতকরা হার মাত্র ৭.২ ভাগ যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, এই খাতে অর্থ ছাড় হলেও যথাযথভাবে উক্ত অর্থ সময়মত খরচ করা হয়নি, যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রতীয়মান হয়।
- উপকারভোগীদের জন্য ঋণ বরাদ্দের ক্রমপুঞ্জিভূত ছাড় ও ব্যয়ের শতকরা হার ৫২.১৩ ভাগ যা মোটেই সন্তোষজনক নয়।
- বিবিধ মূলধনের ক্ষেত্রে ডিডিপিতে বরাদ্দের শতকরা ৯৬.৩১ ভাগ ছাড় ও ব্যয়ের চিত্র পাওয়া যায়।
- সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রে এবং ঋণ খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ অব্যয়িত যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।

সারণি ৩.৩: খাত ওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (প্রকল্পের শুরু থেকে মে ২০১৩ পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	খাতের নাম	ডিডিপির অনুযায়ী বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	জুন,২০১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতির হার (%)
১	জনবল বেতনভাতা	৩৬২.৮৮	২১৩.৯৮	৩০৫.৯২	৮৪.৩০%
২	প্রশিক্ষণ	৩,২৮৫.০০	২,৪১৭.৯৪	৩,০৪৪.১৯	৯২.৬৬%
৩	সরবরাহ ও সেবা	৭৬.৪৬	৪৭.৭৫	৭১.২২	৯৩.১৫%
৪	মেরামত ও সংরক্ষণ	৮.৫০	০.৫২	৭.৬২	৮৯.৬৫%
৫	সম্পদ সংগ্রহ	১৯৯.২৯	১৯৯.০২	১৯৯.০২	৯৯.৮৬%
৬	নির্মাণ	১৫৭.৪৬	১৫৩.০৬	১৫৩.০৬	৯৭.২০%
৭	প্রদর্শণী–কাম–বিক্রয়কেন্দ্র	৫০.০০	-	৩.৬০	৭.২%
৮	বিবিধ মূলধন	৭.৩২	৫.০০	৭.০৫	৯৬.৩১%
৯	ঋণ বিতরণ	৫০০.০০	৭৩.৬৫	২৬০.৬৫	৫২.১৩%
	মোট	৪৬৪৬.৯১	৩,১১০.৯২	৪,০৫২.৩৩	৮৭.২০%

জনবল

জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা যেমন প্রকল্প পরিচালক, ডেপুটি পরিচালক, সহকারী পরিচালক, একাউটেন্ট বিআরডিবি থেকে প্রেষণে কাজ করেছে (সারণি ৩.৪)। তবে তারা প্রকল্পের জন্য পূর্ণাঙ্গ সময় কাজ করেছে। মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রত্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের শতভাগ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের ডিজাইনে কোন মার্কেট লিংকেজ বা সাপ্লাই ও ভ্যালু চেইন বিশেষজ্ঞ নেয়া হয়নি, যা প্রয়োজন ছিল। জনবল খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৪.৩০% (সারণি ৩.৩) ব্যয় হয়েছে।

সারণি ৩.৪: জনবল নিয়োগ

পদ সমুহ	লক্ষ	অর্জন	মন্তব্য
১. প্রকল্প পরিচালক	১	১	প্রেষণে
২. ডেপুটি পরিচালক (৭)	১	১	প্রেষণে
৩. সহকারী পরিচালক (৯)	১	১	প্রেষণে
৪. একাউনটেন্ট (১৪)	১	১	প্রেষণে
৫. ব্যবস্থাপক: প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র (১০)	১	১	সরাসরি নিয়োগ
৬. উৎপাদন ব্যবস্থাপক-কাম-বাজার প্রমোশন (১৩)	৩৫	৩৫	সরাসরি নিয়োগ
৭. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (১৩)	২	২	সরাসরি নিয়োগ
৮. বিক্রয় প্রমোটর (১৩)	২	২	সরাসরি নিয়োগ
৯. ড্রাইভার (১৬)	১	১	সরাসরি নিয়োগ
১০. এম এল এস এস/নৈশ প্রহরি	৩৭	৩৭	সরাসরি নিয়োগ

ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন

নিম্নে সারণি ৩.৫ থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প মোট ৭টি ট্রেডে প্রশিক্ষন দিয়েছে যথা: সেলাই, এমব্রডারি, তাঁত, পাটের ব্যাগ, মোবাইল সাভিসিং, বাটিক এবং পল্লী বিদ্যুৎ। প্রধান ৪ টি খাত হলো সেলাই, এমব্রডারি, তাঁত ও পাটের ব্যাগ। এতে ৯৪.২৯% উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (সারণি ৩.৫)। মোবাইল সাভিসিং, বাটিক, ও পল্লী বিদ্যুৎ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে মাত্র ১-৩%। বাজারের চাহিদা অনুসারে এই অনুপাত যুক্তিযুক্ত। এই খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের ৯২.৬৬% ব্যয় হয়েছে।

সারণি৩.৫: ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষন	লক্ষ	অর্জন	% অর্জন	অনুপাত
১. সেলাই	৭,২৮৩	৭,২৮৩	১০০	২৫.৪৪
২. এমব্রডারি	৬,৯৪৬	৬,৯৪৬	১০০	২৪.২৬
৩. তাঁত	৬,২১৬	৬,২১৬	১০০	২১.৭১
৪. পাটের ব্যাগ	৬,৫৫০	৬,৫৫০	১০০	২২.৮৮
৫. মোবাইল সাভিসিং	৭১৩	৭১৩	১০০	২.৪৯
৬. বাটিক	৭২৩	৭২৩	১০০	২.৫৩
৭. পল্লী বিদ্যুৎ কারিগর	২০০	২০০	১০০	০.৭০
মোট	২৮,৬৩১	২৮,৬৩১	১০০	১০০.০০

সরবরাহ ও সেবা

সরবরাহ ও সেবা খাতগুলো হচ্ছে ভাতাদি, ভাড়া, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, প্রিন্টিং, স্টেশনারী, মূল্যায়ণ পরিবীক্ষণ, সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম, ইন্টারটেইনমেন্ট, প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন, ইত্যাদি। এই খাতগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.১৫% ব্যয় হয়েছে।

যদিও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল তবে কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন ছিল। উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মেরামত ও সংরক্ষণ

মোটর সাইকেল, আসবাবপত্র, কমপিউটার, যন্ত্রপাতি, অফিস ইমারত ইত্যাদি এই খাতের অর্ন্তভুক্ত। এতে বরাদ্দ ছিল ৮.৫০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৮৯.৬৫%।

সম্পদ সংগ্রহ

প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সম্পদ যেমন জীপ, পিক আপ ভ্যান (একটি), মটর সাইকেল (৩৫ টি), বাই-সাইকেল (৫৫ টি) এবং কমপিউটার (৬টি) যথাসময় ও সঠিক পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে (সারণি ৩.৬)। এতে বরাদ্দকৃত ১৯৯.২৯ লক্ষ টাকার ৯৯.৮৬% ব্যয় করা হয়েছে (সারণি ৩.২)।

সারণি৩.৬: সংগৃহিত সম্পদ সমূহ

যানবাহন	টার্গেট	অর্জন	% অর্জন
১. জীপ	১	১	১০০
২. পিক আপ	১	১	১০০
৩. মটর সাইকেল	৩৫	৩৫	১০০
৪. বাই-সাইকেল	৫৫	৫৫	১০০
৫. কমপিউটার	৬	৬	১০০

নির্মাণ

প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার কথা ছিল। তার মধ্যে মোট ৩৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যদিও ১২টি বিআরডিবির নিজস্ব ভবনে এবং বাকী ২৩টি ভাড়াকৃত। এতে বরাদ্দকৃত ১৫৭.৪৬ লক্ষ টাকার ৯৭.২০% ব্যয় হয়েছে (সারণি ৩.৩)। প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলোর মধ্যে বেশ কিছু কেন্দ্র মূল্যায়ণকারী দল পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষন করেন। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের, পর্যাপ্ত জায়গার অভাব, অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। পর্যাপ্ত আলোর অভাব রয়েছে যার ফলে প্রশিক্ষণার্থীদের চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। যেহেতু বেশীর ভাগ প্রশিক্ষণ হাতে কলমে প্রদান করা হয় সেহেতু সেলাই, এমব্রডারী এবং বুননের কাজে সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে, আলোর পর্যাপ্ততা এক্ষেত্রে অপরিহার্য। ভাড়াকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিআরডিবির সরকারী ভবনে অবস্থিত কেন্দ্রগুলোর চেয়ে আরো নাজুক অবস্থায় আছে। বৃষ্টির সময় মেঝেতে পানি পড়ে যা প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ ব্যাহত করছে। এটা ব্যবস্থাপনার একটি দুর্বল দিক।

প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র

প্রকল্প কর্মসূচীর আওতার প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল, যেখানে উপকারভোগীরা দক্ষতা আহরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যাদি প্রদর্শন এবং খুচরা বিক্রি করবেন। সর্বোপরি, এই গুরুত্বপূর্ন খাতে অর্থ বরাদ্দই কম, মাত্র ৫০.০০ লক্ষ টাকা। তদুপরি ব্যয় হয়েছে মাত্র ৭.২%। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এর গুরুত্ব বুঝতে পারলে কার্যকরি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারতো। প্রকল্প বাস্তবায়ন দলে কোন মার্কেট লিংকেজ বিশেষজ্ঞ ছিল না। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণকালে মূল্যায়ণ দল এইসব প্রর্দশনী কেন্দ্রগুলো সরাসরি পরিদর্শন করেন। যেসব প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি কেন্দ্র সত্যিকার অর্থে প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রকল্প মূল্যায়ণকারীগণ মোট ৬টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তার মধ্যে রংপুর শহরে অবস্থিত একটি কেন্দ্র উল্লেখ করার মত। এই বিক্রয়কেন্দ্রটি অবস্থানটি ও ব্যবসায়িক দিক থেকে সঠিক স্থানে নয়। এই কেন্দ্রটির আশে পাশে সব মুদি দোকান এবং একটি ব্যস্ততম রাস্তার মোড়ের পাশে অবস্থিত, যেখানে কোন ক্রেতা সহজে যেতে পারেন না। দোকানটি অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্রের তুলনায় আকারেও খুব ছোট ও দোকানের সামনে ভাসমান ফলমূলের দোকান এবং রিক্সা নিয়মিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারনে এটি কোন ক্রেতার কাছে দৃশ্যমান নয়। এছাড়াও কর্মরত ম্যানেজার এবং বিক্রয়কারীরা মোটেই প্রশিক্ষিত নয়। এসব কারণে বিক্রয় ও

প্রদর্শনী কেন্দ্রটির ভিতরে প্রদর্শনীর মৌলিক বিষয়গুলো প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এই প্রদর্শনী কেন্দ্রটি প্রতিবছর অলাভজনকভাবে চলে আসছে। অন্যান্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রগুলো নিছক বিআরডিবির অফিসের ভিতরে একটি ছোট রুমে বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে রাখা হয়েছে। আর এটি কোন সাধারণ মানুষের নজরে পরার কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ এটি উপজেলার বিআরডিবি অফিস কক্ষ, যার অবস্থান শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক, মাঠপর্যায়ের কর্মী এবং প্রশিক্ষণার্থী উপকারভোগীরাই জানেন। মূল্যায়ণকারীগণ রংপুর অবস্থিত প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রটির একটি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরী করে দক্ষভাবে চালানোর সুপারিশ করেন এবং কর্মরত কেন্দ্র ব্যবস্থাপক এবং বিক্রয়কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য পরামর্শ দেন। যদি সম্ভব হয়, এই প্রদর্শনীকেন্দ্রটি অন্য স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে একই ধরণের আরো কিছু বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। রংপুরে বিক্রয় কেন্দ্রটি থেকে একটু দূরে সেনাবাহিনীর "সেনাসম্ভার" নামে একটি একই রকম প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। বিক্রয় কেন্দ্রটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী আকর্ষণীয়, আকারে বড় এবং খুব গোছানো, যার ফলে ক্রেতারা সহজেই যেতে আগ্রহী হবে। রংপুরে এই ধরনের বিক্রয় কেন্দ্র করা যেতে পারে। অন্যান্য উপজেলাগুলোতে অবস্থিত এক রুম বিশিষ্ট 'শোকেস' নির্ভর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলো অতিসত্তর বন্ধ করা উচিৎ। যদি সম্ভব হয়, তবে উপজেলার শহরগুলোতে ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পূর্ণাঙ্গ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেন। প্রকল্পের আওতার যে কোন ধরণের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাহিদা নিরূপন করে এবং বেসরকারী খাতের সাথে প্রতিযোগিতার কথা মাথায় রেখে নিতে হবে, নতুবা পণ্যের মূল্যসংযোজন চেইনের (ভ্যালু চেইন) সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে, কেননা সরকারী খাত কোন ভাবেই এই ক্ষেত্রে লাভজনকভাবে দৈনন্দিন ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে, প্রকল্প প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামো তৈরিতে সহযোগিতা দিতে পারে, যা উদ্যোক্তারা নিজেরা চালাবে।

ঋণ বিতরণ

ঋণ প্রশিক্ষণ পরবর্তী আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়া উপকারভোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। অথচ এই খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের মাত্র ৫২.১৩% ভাগ ব্যয় হয়েছে। অথচ ঋণের অভাবে অনেক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগীরা আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে পারেনি। এমনকি বরাদ্দকৃত অর্থ বিতরণ করলে উপকারভোগীরা আরো বেশী লাভবান হতে পারতো।

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের বিধিমালা অনুসরণ মূল্যায়ণ

৪.১ জনবল নিয়োগ

প্রকল্পে জনবল দুই ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছেঃ

ক) প্রেষণেঃ এই ধরণের নিয়োগে মন্ত্রণালয় বিআরডিবির কাছে চাহিদা দেয়। বিআরডিবি চাহিদা অনুযায়ী তাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রেষণে জনবল নিয়োগ করে। নিম্নলিখিত পদের জনবলকে এই প্রকল্পে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়েছে যথাঃ প্রকল্প পরিচালক -পঞ্চম গ্রেড, সহকারী পরিচালক -অষ্টম গ্রেড, ডিপিডি-সপ্তম গ্রেড, হিসাবরক্ষক- দ্বাদশ গ্রেড। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে তাঁরা এই প্রকল্পে নিয়োজিত হয়েছেন।

খ) সরাসরিভাবে জনবল নিয়োগঃ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরাসরিভাবে লোক নিয়োগের প্রক্রিয়া অবলক্ষণ করা হয়। চাকুরী প্রাথীরা পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির জন্য আবেদন করেন এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যারা উত্তীর্ণ হয় তারাই এই প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ পান। মূলত প্রোডাকশন ম্যানেজার, ট্রেইনার ও ক্রেডিট সুপারভাইজাররা সরাসরি নিয়োগ পায়। এই সরাসরি নিয়োগের সিলেকশন কমিটিতে মন্ত্রণালয়, বিআরডিবির কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

৪.২ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া

প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বিআরডিবি কর্মকর্তার সহযোগিতায় সম্ভাব্য প্রশিক্ষণার্থীদের একটি প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তারপর নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কমিটি গঠন করা হয়, যারা যাচাই বাছাই করে প্রশিক্ষণার্থী মনোনীত করেঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার-সভাপতি
উপজেলা সমবায় অফিসার- সদস্য
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার- সদস্য
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার- সদস্য
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার – সদস্য
উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার- সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান- সদস্য
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার- সদস্য সচিব

প্রতি উপজেলায় ৪টি ট্রেডে ১২ জন করে সর্বমোট ৪৮ জনকে একটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৬০ দিন। সপ্তাহে শুক্রবার ও সরকারী বন্ধের দিন ছাড়া প্রতিদিনই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের মান মোটামুটি সন্তোষজনক।

৪.৩ মেরামত ও সংরক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত পণ্য ও উপাদান রয়েছে সেগুলোর ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য বিধি ও বরাদ্দের নীতিমালা রয়েছে, যা অনুসরণ করা হয়েছে । এই প্রকল্পে মেরামত ও সংরক্ষণের মূল কোড-৪,৯০০, এর মধ্যে অনেক উপখাত আছে সেগুলোর আবার আলাদা কোড রয়েছে। যেমন- মোটর যানবাহন কোড-৪৯০১, আসবাবপত্র কোড – ৪৯০৬, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম কোড -৪৯১১, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কোড – ৪৯১৬ ও অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ কোড- ৪৯৯১। উপখাত অনুপাতে বরাদ্দ দেয়া হয় এবং সেই বরাদ্দ মোতাবেক খরচ করা হয়। ভবন ও ট্রেনিং সেন্টার সংরক্ষণের বরাদ্দ উপজেলাগুলোতে পাঠানো হয়। এক খাতের বরাদ্দের টাকা অন্য খাতে খরচ করার বিধান না থাকায় বিষয়টি সতর্কভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেলগুলো মানসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। মোটর সাইকেল ও যন্ত্রপাতি মেরামতের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ উপজেলা গুলোতে দেওয়া হয় যা, মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যয় করা হয়। এই খাতে বরাদ্দ ছিল ৮.৫০ লক্ষ টাকা যার ব্যয় হয়েছে ৮৯.৬৫%।

৪.৪ সম্পদ সংগ্রহ

এই প্রকল্পে সম্পদ সংগ্রহের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যেমন- গাড়ী, মোটর সাইকেল ও সাইকেল কেনা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি কেনা, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ কেনা, কম্পিউটার সফটওয়্যার কেনা ও অফিস সরঞ্জাম কেনা। গাড়ী কেনার জন্য কেন্দ্রীয় একটি কমিটি রয়েছে। এই কমিটি গাড়ী কেনার জন্য প্রগতি মটরসকে অর্ডার দিলে তাঁরা গাড়ি সরবরাহ করেন। গাড়ী সবগুলোই নতুন ব্র্যান্ড এর কেনা হয়। কম্পিউটার ও অনান্য সরঞ্জামাদি প্রকল্প পরিচালক কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করেন। অন্যদিকে যদি সেটি ২ লক্ষ টাকার বেশী হলে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কোটেশন নিয়ে কেনা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৫ সদস্যের ক্রয় কমিটি রয়েছে। এই কমিটির সদস্যগণ হলেন আরডিও, ডিও, হিসাবরক্ষক, প্রোডাকশন ম্যানেজার ও অন্য অফিসের একজন প্রতিনিধি। বিআরডিবির মহা-পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁরা এ সকল পণ্যাদি ক্রয় করেছেন যা বাংলাদেশ সরকারের PPR অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। মালামাল ক্রয়ের জন্য যে বরাদ্দ থাকে সেটা খরচ করতে না পারলে সেই টাকা ফেরত যায়। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সম্পদ যেমন জীপ (একটি), পিক আপ (একটি), মটর সাইকেল (৩৫টি), বাই-সাইকেল (৫৫টি) এবং কমপিউটার (৬টি) যথাসময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে ক্রয় করা হয়েছে। এতে বরাদ্দকৃত ১৯৯.২৯ লক্ষ টাকার ৯৯.৮৬% ব্যয় করা হয়েছে।

৪.৫ নির্মাণ

স্থায়ী প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র খাতে প্রথম পর্বে কোন বরাদ্দ ছিল না। দ্বিতীয় পর্বে বরাদ্দপ্রাপ্ত যে ১৮ টি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হয়, কাজের মান কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয় বলে সরেজমিনে তদন্তে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ, নির্মাণ কাজ দরপত্রের মাধ্যমে বিআরডিবির নির্মাণ ইউনিটের সহযোগিতায় ঠিকাদাররা নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন।

৪.৬ প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র

প্রকল্প কর্মসূচীর আওতার প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে প্রদর্শণী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা ছিল, যেখানে উপকারভোগীরা দক্ষতা আহরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যাদি তৈরী প্রদর্শণ এবং খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করা হবে। সর্বোপরি এই গুরূত্বপূর্ণ খাতে অর্থ বরাদ্দ খুবই কমই অর্থাৎ মাত্র ৫০.০০ লক্ষ টাকা। তদুপরি ব্যয় হয়েছে মাত্র ৭.২০%। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এর গুরুত্ব বুঝতে পারলে কার্যকরি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হতে পারতো।

৪.৭ বিবিধ মূলধন

প্রকল্পে বিবিধ মূলধনের খাতে যে বরাদ্দ ছিল, তা বিধিমালা অনুসরণ করে যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি কয়েকটি উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়। উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

৫.১ মঙ্গা-পীড়িত জনগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত করা

প্রকল্পের আওতায় উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার ৩৫টি উপজেলার ১০৫টি ইউনিয়নের মঙ্গা-পীড়িত ২৮,৫১২টি পরিবারের প্রত্যেকটি থেকে একজন করে মহিলা/পুরুষকে বিভিন্ন ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যেন তারা এই দক্ষতা ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে উপার্জন বাড়াতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরকে নিয়ে ৪৫৮টি দল গঠন করা হয়েছে, যাতে তারা দলগতভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মকান্ড চালাতে পারে এবং এ জন্যে প্রয়োজনীয় ঋণও গ্রহণ করতে পারে। এ উদ্দেশ্য শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে, তবে ক্ষেত্র বিশেষে উপকারভোগী নির্বাচন ও দলগঠন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় প্রভাবে সত্যিকারের দুঃস্থ/হতদরিদ্রদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

৫.২ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি

প্রকল্প এলাকায় ৩৫ টি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭টি বিভিন্ন ট্রেডে ২৮,৫১২ জনকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে, প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৬০ কর্মদিবসে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং প্রশিক্ষণের মান মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল, ডিজাইন, উপকরন, ইকুইপমেন্টের গুণগতমান আরও উন্নত হওয়ার দরকার ছিল।

৫.৩ ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি

নমুনা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের গড় মাসিক আয় ৭৯৭ টাকা থেকে বেড়ে ৩,৩২২ টাকায় উন্নীত হয়েছে, অর্থাৎ ২,৫২৪ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৭.৬), যা তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৫.৪ খাদ্য উৎপাদনশীলতা

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুবিধাভোগীদের প্রায় ২০% তাদের বাড়তি আয় থেকে সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন কাজে যেমন কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে শস্য উৎপাদন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য উৎপাদন, গবাদিপশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী/ বনায়ন ইত্যাদি (সারণি ৭.৪৫)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্প এলাকায় খাদ্য উৎপাদনশীলতার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৫ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ফলে সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, আবাসস্থল নির্মান বা মেরামত, খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা বিনোদন ইত্যাদি খাতে উপকারভোগীদের মাসিক গড় ব্যয় পূর্বের তুলনায় ও একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৭.৭ ও ৭.৮)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.৬ আত্ম-কর্মসংস্থান

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৪৭% উপকারভোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানে সক্ষম হয়েছেন (সারণি ৪.২৩)। তবে, উপকারভোগীদের একটি বড় অংশ (৫৩%) বিভিন্ন কারনে, যেমন মূলধনের অভাব, তৈরি পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রের অভাব, বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব ইত্যাদি কারণে (সারণি ৭.২৫) আত্ম-কর্মসংস্থানে ব্যর্থ হয়েছেন।

৫.৭ প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র

প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় ৫টি জেলা শহরের প্রত্যেকটিতে ১টি করে পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যাতে উপকারভোগীরা তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শণ ও খুচরা বিক্রয় করতে পারে। পরিদর্শনে দেখা যায়, এসব প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। যেমন, আকারে ছোট, সাজ-সজ্জার অভাব, অনুপযুক্ত স্থানে নির্মাণ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, উপজেলা সদরে যে সকল প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো মূলত: বিআরডিবি অফিসের একটি কক্ষ, যা সাধারণ মানুষের নজরে পড়ে না। তাই, এ সকল বিক্রয় কেন্দ্র পণ্য বাজারজাতকরণে কোন সহায়ক ভূমিকা পালন করে না। অন্য দিকে জেলা সদরে স্থাপিত কেন্দ্রগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কেন্দ্রের সাথে কোন দিক থেকেই (যেমন স্থান নির্বাচন, অবকাঠামো, সাজ-সজ্জা ইত্যাদি) তুলনীয় নয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা ইতিমধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

৫.৮ ঋণ সুবিধা

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উপকারভোগীদের ৬২% প্রশিক্ষণের পরে ঋণ পেয়েছেন (সারণি ৭.৩১)। এই ঋণের গড় পরিমান ১১,৫৬৭ টাকা, যা ব্যবসার জন্য অপ্রতুল। এই ঋণ দেয়া হয়েছে পর্যায়ক্রমে ও দলগতভাবে। দলের কোন সদস্য যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট দলের অন্যান্য সদস্যকে পরবর্তী পর্যায়ে ঋণ দেয়া হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ঋণ নির্ধারিত খাতে বিনিয়োগ না করে অন্য খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ে ঋণের তদারকি অপ্রতুল ছিল। এ সকল কারণে বরাদ্দকৃত অর্থের (৫ কোটি) মাত্র ৫২.১৩% ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনে বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: SWOT বিশ্লেষণ

প্রকল্পে বর্ণিত জনবলসমূহ নিয়োগ যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, হিসাব রক্ষকের পদসমূহ ডেপুটেশনে পূরন করা হয়েছে। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে তবে এমএলএসএস ও নাইট গার্ডদের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অর্থের আওতায় আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সকল ধরনের যানবাহন যথা জিপ, পিক-আপ, মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সবগুলো কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। ১৮টি সেমিপাকা টিনশেড ট্রেনিং সেন্টার কাম ডিসপ্লে সেন্টার নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। তবে অধিকাংশ নির্মিত অবকাঠামো মৌলিক ও অভ্যন্তরিণ সাজসজ্জার ক্ষেত্রে দীনতা পরিলক্ষিত হয়। পিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড় করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হলেও ১ম থেকে চতুর্থ কিস্তিতে পর্যন্ত আর্থিক বৎসর ২০০৭-২০০৮ থেকে পর্যায়ক্রমে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত অর্থের বরাদ্দ ছাড়, ব্যবহারের বাস্তবায়ন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেছে। বর্তমান প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রকল্পের অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ উদ্যোগের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে, SWOT বিশ্লেষণ প্রকল্প মূল্যায়ণে অত্যাবশ্যক করা হয়েছে।

৬.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)

- প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা আহরণের মাধ্যমে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে দারিদ্র হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।
- প্রকল্পটি উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা-পীড়িত এলাকার মাত্র তিনটি জেলায় (রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা) ২৪টি উপজেলার ৭২টি ইউনিয়নে নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যক হতদরিদ্র পরিবার থেকে একজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাবলম্বি করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছিল ২০০৭-০৮ সালে যা ২০১১-১২ তে সম্প্রসারণ করেছিল আরও ২টি জেলায় যথা নীলফামারী ও লালমনিরহাটের ১১টি উপজেলায়। প্রকল্পের অন্যতম সফলতা হলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সাতটি ট্রেড এর সর্বমোট ২৮,৬৩১ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রকল্পটি গ্রামীণ বেকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে দেশের সার্বিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটিয়েছে। প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ১৪০ জন প্রশিক্ষকগণ সকলেই অত্যন্ত উৎসাহী যাদেরকে উন্নততর প্রযুক্তিগত ট্রেনিং দিলে প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মান অনেক উন্নীত হবে।

৬.২ প্রকল্পের দুর্বলতাসমূহ (Weaknesses)

প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বেশ কিছু দুর্বলতা দেখা গেছেঃ

প্রথমতঃ গতানুগতিকভাবে প্রকল্পটি কয়েকটি অতি প্রচলিত, সাধারণভাবে গৃহিত প্রযুক্তি নির্ভর যেমন সেলাই মেশিন, এমব্রয়ডারি, তাঁত, পাটের ব্যাগ, মোবাইল সার্ভিসিং, বাটিক, পল্লী বিদ্যুৎ সেবা। বিবরণী থেকে দেখা যায় যে এই প্রযুক্তিগুলো নির্বাচন করা হয়েছে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে, ডিপিপিতে আরও কিছু প্রযুক্তির উল্লেখ ছিল। মূল বিষয় হলো এগুলো চাহিদা সরবরাহ বিশ্লেষণ করে করা হয় নি। যার ফলে অনেক প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়নি, তাঁরা গৃহস্থালি কাজেই নিয়োজিত আছে (২৮.২%)। ভবিষ্যতে এলাকা ভিত্তিক চাহিদা বিশ্লেষণ করে প্রযুক্তি নির্বাচন করা উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ প্রশিক্ষণ প্রদানের অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষণের প্রাপ্তি বা সরবরাহ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। প্রকল্প পরিচালকেরা অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে বা দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হলে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো, সরঞ্জামাদি ও প্রশিক্ষকের চাহিদা মেটাতে হবে।

তৃতীয়তঃ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ (TOT) প্রাপ্ত কোন প্রশিক্ষক গড়ে তোলার ব্যবস্থা নাই। তাই প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের গুনগত মান নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

সর্বোপরি, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মূল্যায়ণকারী দলের কাছে দৃশ্যমান হয়েছেঃ

- ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক ও মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবির ডেপুটেশনে থাকা কর্মকর্তাদের বদলিজনিত কারণে প্রকল্পের গতিশীলতা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও ট্রেড ভিত্তিক ট্রেইনার নিয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়।

- প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালীদের চাপ লক্ষ্য করা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী কর্মসূচি থেকে বাদ পড়েছে। ট্রেড নির্বাচনে এলাকার চাহিদা ও বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে
- উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নিম্নমানের হওয়ায় মার্কেটিং- এ বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মার্কেট লিংকেজ না থাকায় অনেক উপকারভোগীরা বড় ধরনের আর্থিক লোকসানের মুখোমুখী হয়েছেন।
- উপজেলা পর্যায়ে সবগুলো ট্রেনিং কাম ডিসপ্লে সেন্টার এর ডিসপ্লে কমপোনেন্টটি যথাযথভাবে প্রচারনার মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। বিআরডিবির নিজস্ব ভবনে ট্রেনিং কাম ডিসপ্লে সেন্টার গ্রাহকদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে পারেনি।
- দল গঠনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব হয়েছে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্বাহ করা হয়নি। দলীয় ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো নাজুকতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রাপ্ত ঋণের মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ট্রেডকে গুরুত্ব না দিয়ে ভিন্ন খাতে টাকা বিনিয়োগ করার নজীর মাঠপর্যায়ে লক্ষণীয়।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঋনের যথাযথ ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ঋণের সিলিং এর পরিমাণ অনেকাংশেই চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিশেষ করে ট্রেড ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ নির্ধারনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের অদূরদর্শিতার প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়। দলগত ঋণ নেওয়ার ও পরিশোধের ক্ষেত্রে যে কোন একজন সদস্য বা একাধিক সদস্য ঋন খেলাপী হয়ে গেলে ২য় পর্যায়ে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্য যারা ঋণ খেলাপী নয় তাদের ক্ষেত্রে বড় ধরনের জটিলতা ও সমস্যা তৈরী হয় যা প্রকতপক্ষ্যে দলগত সংহতিকে বিঘ্নিত করে। কু-ঋন বিষয়ে তড়িৎ সমাধান না হওয়ায় দলের অন্য সদস্যরা হতাশায় ভোগে। কোন কোন ক্ষেত্রে সভার রেজুলেশন, সদস্য রেজিস্ট্রার, জমা খরচ বই,সদস্য পাশবই, রশিদ বই, ঋণ খতিয়ানের বিষয়গুলোর মনিটরিং এ দুর্বলতা লক্ষণীয়।
- পর্যাপ্ত ও উন্নত মানের প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের অপ্রতুলতা লক্ষ্যণীয়। ট্রেনিং সেন্টারের ভেতরের পরিবেশ ট্রেনিং উপযোগী নয়।
- প্রচলিত ট্রেডের মধ্যে কেবলমাত্র সেলাই ও শতরঞ্জি টেকসই হয়েছে। কিন্তু অন্য ট্রেডগুলোর নাজুকতা বিশেষ করে উৎপাদিত পণ্য মার্কেটিং এ বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েছে।

৬.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities)

- প্রকল্পটির ব্যাপ্তি বাড়ানোর সুযোগ আছে যা সম্প্রসারিত এলাকায় অনেক বেশি হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে পারবে।
- কৃষিই পল্লী অঞ্চলে প্রধান খাত। এই খাতের আধুনিকায়নে অনেক নতুন নতুন সেবার প্রয়োজন। সেই সব সেবার চাহিদা বিশ্লেষণ করে তা কার্যকরীভাবে প্রদানের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৃষি ও অকৃষি খাতের বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।
- প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে **"চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন"** পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাতীয় পর্যায়ের বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথে
  সংযোগ ঘটানো যেতে পারে, তার ফলে উপকারভোগীরা নিয়মিত ক্রয় আদেশ পেয়ে যাবে। যার ফলে তাঁরা প্রকল্পের উপকারভোগীদেরকে নিয়মিত উৎপাদনকারীর চাহিদা পূরণ করবে।
- প্রকল্পের উপকারভোগীদের মাঝে গবাদি-পশু পালনের জন্য ঋণ দিতে পারে।
- প্রকল্পের **সফলতার** (Success stories) ক্ষেত্রগুলো প্রকল্প এলাকা এবং তার বাইরে প্রচার এবং প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের সফল উপকারভোগীদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক, কারিগরি এবং বিপননের সহযোগিতা দিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৬.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)

- আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে সেলাই (Sewing), স্কীল প্রাধান্য পেয়েছে যা সকল সংস্থা ও কার্যক্রমে পেয়ে থাকে। ফলে গ্রামে সেলাই মেশিন এতই বেড়েছে যে সুবিধাভোগীরা এ থেকে সামান্যই আয় করতে পারে। উপরন্তু, বর্তমান প্রেক্ষাপটে গ্রামাঞ্চলেও রেডি-মেইড পোশাকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেলাই এর চাহিদা দিন দিন কমে যাচ্ছে।
- এমব্রয়ডারি এখন বাণিজ্যিকরূপ ধারণ করেছে। এতেও প্রশিক্ষণার্থীরা অন্যত্র চাকরি/চুক্তিভিত্তিক কাজ করবে যা অনেক সময় মেয়েদের ক্ষেত্রে হুমকী ও নিরাপত্তার কারণ হয়েছে, ফলে অনেকে প্রশিক্ষণ পেয়েও কাজ করছে না।
- আত্মকর্মে নিয়োজিত হতে হলে বিনিয়োগ দরকার। প্রকল্পে ঋণ সুবিধা অতি সামান্য, ফলে অনেক প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েও বেকার থেকে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রশিক্ষণকেন্দ্রগুলো আত্ম-নির্ভরশীলভাবে তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালাতে পারবে কিনা তা অনিশ্চিত।

সপ্তম অধ্যায়: প্রকল্পের কার্যক্রম ও কার্যকারিতার সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক বিশ্লেষণ

৭.১ সূচনা

উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ণের জন্য প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়। নমুনা সংগ্রহের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২.৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। উপকারভোগী গ্রুপে ৫১৪ জন উত্তরদাতা ও কন্ট্রোল গ্রুপে ২৫৫ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উভয় গ্রুপের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা এই রিপোর্টের সংযুক্তিতে দেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্তের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের সকল সারণি প্রস্তুত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেআইআই, এফজিডি ও কেইস স্টাডির তথ্যের গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.২ উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য

সারণি ৭.১ থেকে দেখা যায় যে, উপকারভোগী গ্রুপের ৫১৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৫৭ জন (৮৮.৯%) মহিলা এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ২৫৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২১৩ জন (৮৩.৫%) মহিলা। উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ৭৬.৩% প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নেয়া হয়েছে। কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য এই হার ৭০.২%।

সারণি৭.১: উত্তরদাতাদের সংখ্যা বিন্যাস

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
পুরুষ	৫৭	১১.১	৪২	১৬.৫
মহিলা	৪৫৭	৮৮.৯	২১৩	৮৩.৫
মোট	৫১৪	১০০	২৫৫	১০০
কেন্দ্রীয়	১২২	২৩.৭	৭৬	২৯.৮
প্রত্যন্ত	৩৯২	৭৬.৩	১৭৯	৭০.২
মোট	৫১৪	১০০	২৫৫	১০০

সারণি ৭.২ ও চিত্র ৭.১ এ উত্তরদাতাদের বয়সের বিন্যাস দেখানো হলো। উপকারভোগী উত্তরদাতাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৫ বছর এবং কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের বয়স ১৬ থেকে ৮০ বছর। উভয় গ্রুপের অধিকাংশ উত্তরদাতার বয়স ২১ থেকে ৪০ এর মধ্যে (উপকারভোগী গ্রুপে ৮৪.৩০% এবং কন্ট্রোল গ্রুপে ৭৮.৯০%)।

সারণি ৭.২: বয়সের বিন্যাস

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
বয়স	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৬-২০	১২	২.৩	২২	৮.৬
২১-২৫	৭১	১৩.৮	৩৭	১৪.৫
২৬-৩০	১৪৮	২৮.৮	৮০	৩১.৪
৩১-৩৫	১৩৫	২৬.৩	৫৭	২২.৪
৩৬-৪০	৭৯	১৫.৪	২৭	১০.৬
৪১-৪৫	৪৪	৮.৬	১১	৪.৩
> ৪৫	২৫	৪.৯	২১	৮.২
মোট	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০

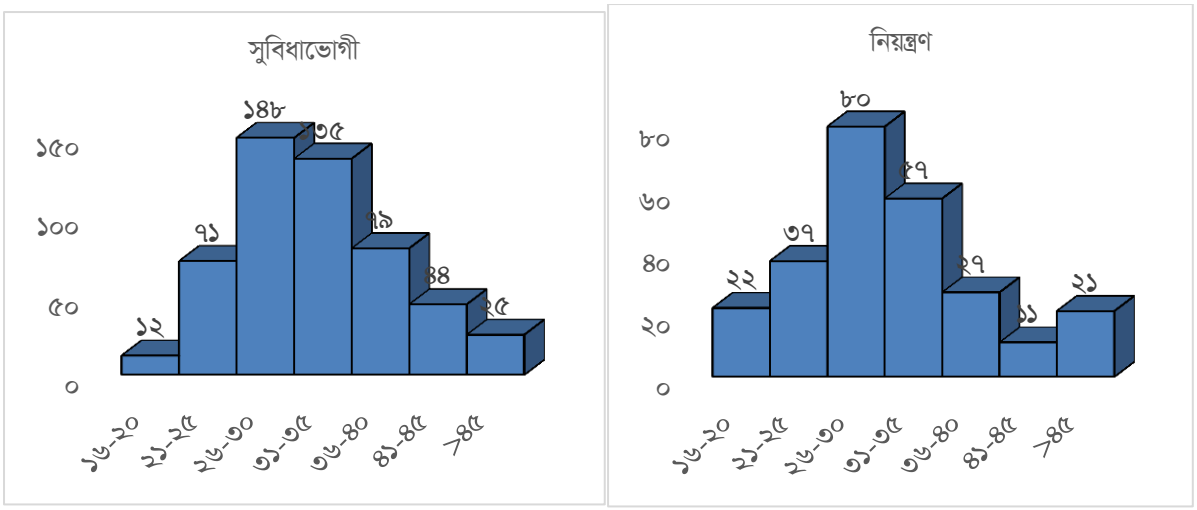

চিত্র ৭.১: বয়সের বিন্যাস

সারণি ৭.৩ এ দেখা যায়, উপকারভোগী গ্রুপের ১৬.৭% উত্তরদাতার কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য এই হার ৩১.৮%। এস.এস.সি. পাশের হার উপকারভোগী গ্রুপে ১০.৭% ও কন্ট্রোল গ্রুপে ৫.৫%। এইচ.এস.সি. পাশের হার উপকারভোগী গ্রুপে ৫.৬% ও কন্ট্রোল গ্রুপে ৫.১%।

সারণি ৭.৩: শিক্ষাগত যোগ্যতার বিন্যাস

	সুবিধাভোগী		কন্ট্রোল	
শিক্ষা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
অশিক্ষিত	৮৬	১৬.৭	৮১	৩১.৮
প্রাথমিক পর্যন্ত	১৮৯	৩৬.৮	৯৬	৩৭.৬
হাই স্কুল	১৫৫	৩০.২	৫১	২০.০
এস.এস.সি.	৫৫	১০.৭	১৪	৫.৫
এইচ.এস.সি	২৯	৫.৬	১৩	৫.১
মোট	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০

উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয়ের তথ্য সারণি ৭.৪ ও চিত্র ৭.২ এ দেয়া হয়েছে। উপকারভোগী গ্রুপে ৪.৫% উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয় ৫০০০ টাকার নীচে। কন্ট্রোল গ্রুপে এই হার ৩.৯%। তবে, ৫,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত পারিবারিক আয়ের হার উপকারভোগী গ্রুপে ২৮.২% ও কন্ট্রোল গ্রুপে ৫১.৮%।

সারণি ৭.৪: পারিবারিক আয়ের বিন্যাস

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
পারিবারিক আয়	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
০-৫০০০	২৩	৪.৫	১০	৩.৯
৫০০০-১০০০০	১৪৫	২৮.২	১৩২	৫১.৮
১০০০০-১৫০০০	১৬৪	৩১.৯	৭৫	২৯.৪
১৫০০০-২০০০০	১০৭	২০.৮	২৫	৯.৮
২০০০০-২৫০০০	৩৫	৬.৮	৭	২.৭
> ২৫০০০	৪০	৭.৮	৬	২.৪
মোট	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০

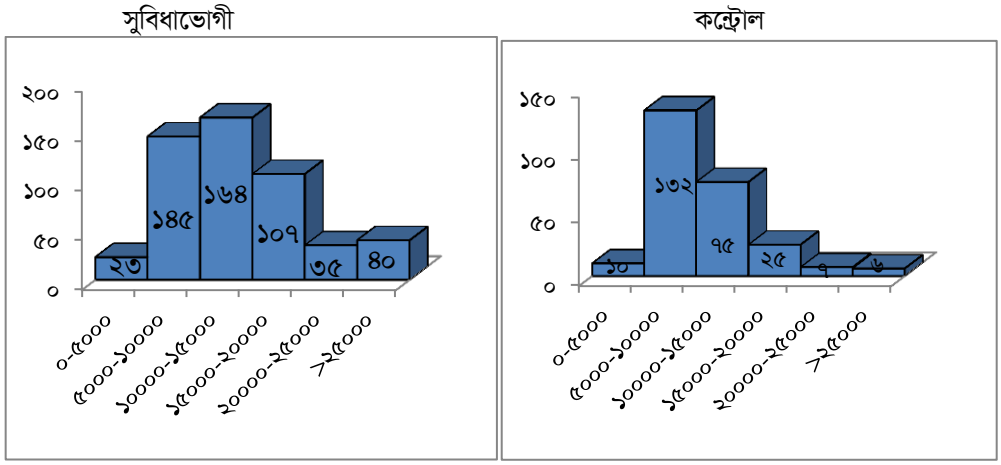

চিত্র ৭.২: পারিবারিক আয়ের বিন্যাস

সারণি ৭.৫ এ উত্তরদাতাদের পেশা দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মাত্র ২৮.২% গৃহিনী, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপে ৭২.৫% গৃহিনী। মহিলা উত্তরদাতাদের সংখ্যার কথা বিবেচনা করলে, উপকারভোগী মহিলা উত্তরদাতাদের ৩১.৭% (৪৫৭ জনে ১৪৫ জন) গৃহিনী এবং কন্ট্রোল গ্রুপের মহিলা উত্তরদাতাদের ৮৬.৯% (২১৩ জনে ১৮৫ জন) গৃহিনী।

সারণি ৭.৫: উত্তরদাতাদের পেশার বিন্যাস

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
পেশা	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
গৃহিনী	১৪৫	২৮.২	১৮৫	৭২.৫
চাকরিজীবি	১৭	৩.৩	৩	১.২
ব্যবসায়ী	১৪	২.৭	১১	৪.৩
রিক্সা/ভ্যান চালক	৩	.৬	২	.৮
ইজি বাইক চালক	২	.৪	১	.৪
দর্জি	১৪১	২৭.৪	৩	১.২
এমব্রয়ডারী	৬১	১১.৯	০	০
পাটের কাজ	২৭	৫.৩	০	০
বুটিক-বাটিক	৫	১.০	০	০
শতরঞ্জি	৪	.৮	০	০
ইলেকট্রিশিয়ান	৪	.৮	২	.৮
মোবাইল সার্ভিসিং	১১	২.১	০	০
দিনমজুর	২৯	৫.৬	২৪	৯.৪
হস্তশিল্প	৮	১.৬	১	.৪
গবাদিপশু/হাঁস-মুরগী খামার	২৪	৪.৭	৭	২.৭
ছাত্র	৫	১.০	৫	২
বেকার	১	.২	২	.৮
কৃষি	৫	১.০	৭	২.৭
অন্যান্য	৮	১.৬	২	০
মোট	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০

সারণি ৭.৬ এ উত্তরদাতাদের মাসিক আয়ের তথ্য দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের এর পূর্বে উপকারভোগীদের গড় মাসিক আয় ছিল ৭৯৭.৫২ টাকা, যা প্রশিক্ষণের এর পরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩২২.৩৫ টাকা। অন্যদিকে, কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের গড় মাসিক আয় পূর্বে ছিল ১০১৩.১২ টাকা, যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৩৭১.৭৪ টাকা। অর্থাৎ, যে সময়কালে কন্ট্রোল গ্রুপের আয়

বেড়েছে গড়ে ৩৫৮.৬২ টাকা, সেই একই সময়ে উপকারভোগী গ্রুপের আয় বেড়েছে গড়ে ২৫২৪.৮৩ টাকা। দুই গ্রুপের এই পার্থক্য পরিসংখ্যানের ভাষায় তাৎপর্যপূর্ণ (p-value 0.00)। তবে, উপকারভোগী গ্রুপের সব ধরনের ট্রেডের জন্য এই চিত্র এক রকম নয়, যা পরে আলোচনা করা হবে।

সারণি ৭.৬: গড় আয়ের তুলনা

গড় মাসিক আয়	আগে	পরে	বৃদ্ধি
উপকারভোগী	৭৯৭.৫২	৩৩২২.৩৫	২৫২৪.৮৩ (৩১৬.৬%)
কন্ট্রোল	১০১৩.১২	১৩৭১.৭৪	৩৫৮.৬২ (৩৫.৩%)

সারণি ৭.৭ এ দেখা যায়, উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ৪৭.৯% গত এক বছরে বাড়ি তৈরি বা মেরামত করেছেন। কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য এই হার ২৮.৬%।

সারণি ৭.৭: বাড়ির নির্মাণ বা মেরামতের তথ্য

বাড়ি তৈরি বা মেরামত	উপকারভোগী				কন্ট্রোল			
	ট্রেনিং এর পূর্বে		ট্রেনিং এর পরে		পূর্বে		পরে	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৮৫	১৬.৫	২৪৬	৪৭.৯	৩৫	১৩.৭	৭৩	২৮.৬
না	৪২৯	৮৩.৫	২৬৪	৫২.১	২২০	৮৬.৩	১৮২	৭১.৪
মোট	৫১৪	১০০	৫১৪	১০০	২৫৫	১০০	২৫৫	১০০

* p-value ০.৩১ (পূর্বে) ও ০.০০ (পরে)

উত্তরদাতাদের গড় মাসিক ব্যয় (খাতওয়ারী) সারণি ৭.৮ এ দেখানো হয়েছে। শিক্ষা খাতে উপকারভোগী উত্তরদাতাদের গড় মাসিক ব্যয় ৪৯৩.১৫ টাকা থেকে বেড়ে ১১৫১.৪৯ টাকা হয়েছে। একই সময়ে কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের গড় মাসিক শিক্ষাব্যয় ৩৯১.৯৬ টাকা থেকে বেড়ে ৭৬৪.৬৩ টাকা হয়েছে।

সারণি ৭.৮: পরিবারের খাতওয়ারী মাসিক ব্যয়ের তথ্য

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
ব্যয়ের খাত	গড় ব্যয় (টাকা) (পূর্বে)	গড় ব্যয় (টাকা) (পরে)	গড় ব্যয় (টাকা) (পূর্বে)	গড় ব্যয় (টাকা) (পরে)
খাদ্য	৪০২২.৬৬	৫৭৮২.৪৩	৩৮৩২.৩৭	৫১৬৮.০২
কাপড়	৩৫১.৬১	৬৩৭.৬৬	৩৪৯.০১	৫১৮.৫৫
চিকিৎসা	৩৪৩.৬৬	৭০২.২৪	২৪৫.৯১	৪৮৫.২৩
বাড়ি ভাড়া ও মেরামত	৩৪৭.১০	১৬২৪.১৫	২২৪.৫৭	৯১২.৫৮
শিক্ষা	৪৯৩.১৫	১১৫১.৪৯	৩৯১.৯৬	৭৬৪.৬৩
প্রসাধনী	২৪১.২২	৪৪৯.০৪	২১১.৮৬	৩৫৩.২৬
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ	১৬১.৩৯	৩৩৭.৩৯	১৩৪.৪৪	২৮১.১১
যাতায়াত	২৫৯.৩৫	৫৩১.৬৬	১৮১.৫৩	৩৩১.০৮
মোবাইল	১১২.২০	৩৬৮.২৯	৯৮.৬৭	২৮০.১২
ঋণ	১২২.১৭	৫৬৬.৮১	৯৪.৭৫	৩২৭.৪৫
বিনোদন	২৮.৮৫	৫৭.৫৮	১০.২৪	২২.১৬
অন্যান্য	১৮.৯৩	৪৭.৮২	১৬.৯৮	৩২.৫৯

সারণি ৭.৯ এ দেখা যায়, বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহারের দিক থেকে উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ৯৫% ও কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের ৯৬% বিশুদ্ধ খাবার পানি ব্যবহার করে।

সারণি ৭.৯: বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারের বিন্যাস

বিশুদ্ধ খাবার পানি	উপকারভোগী				কন্ট্রোল			
	ট্রেনিং এর পূর্বে		ট্রেনিং এর পরে		পূর্বে		পরে	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৭৫	৯২.৪	৪৮৭	৯৪.৭	২৪৫	৯৬.১	২৪৫	৯৬.১
না	৩৯	৭.৬	২৭	৫.৩	১০	৩.৯	১০	৩.৯
মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০	২৫৫	১০০.০

প্রশিক্ষণের পূর্বে উপকারভোগীদের ২৬.৮% বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেন (সারণি ৭.১০), যা প্রশিক্ষণের পরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮.৭%। একই সময়ে কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার ২২.৭% থেকে বেড়ে ৫৪.৯% হয়েছে। অর্থাৎ, যে সময়ে উপকারভোগীদের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার ৪১.৯% বেড়েছে, সেই একই সময়ে কন্ট্রোল গ্রুপের বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার ৩২.২% বেড়েছে।

সারণি ৭.১০: বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিন্যাস

বিদ্যুৎ	উপকারভোগী				কন্ট্রোল			
	ট্রেনিং এর পূর্বে		ট্রেনিং এর পরে		পূর্বে		পরে	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৩৮	২৬.৮	৩৫৩	৬৮.৭	৫৮	২২.৭	১৪০	৫৪.৯
না	৩৭৬	৭৩.২	১৬১	৩১.৩	১৯৭	৭৭.৩	১১৫	৪৫.১
মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০	২৫৫	১০০.০

* p-value ০.২২ (পূর্বে) ও ০.০০ (পরে)

সারণি ৭.১১ এ দেখা যায়, উপকারভোগী গ্রুপে ঘরের মেঝে পাকা করার হার ৪.৭% থেকে বেড়ে ১১.১% হয়েছে। কন্ট্রোল গ্রুপে এই হার ৩.৫% থেকে বেড়ে ৫.৯% হয়েছে। উপকারভোগী গ্রুপে ঘরের কাঠামো সেমি-পাকা করার হার ৪.৭% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.২% হয়েছে। কন্ট্রোল গ্রুপে এই হার ২.০% থেকে বেড়ে ৫.১% হয়েছে।

সারণি ৭.১১: বসত বাড়ির অবস্থা

	উপকারভোগী				কন্ট্রোল			
	ট্রেনিং এর পূর্বে		ট্রেনিং এর পরে		পূর্বে		পরে	
ঘরের মেঝে	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
পাকা	২৪	৪.৭	৫৭	১১.১	৯	৩.৫	১৫	৫.৯
কাঁচা	৪৯০	৯৫.৩	৪৫৭	৮৮.৯	২৪৬	৯৬.৫	২৪০	৯৪.১
মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০	২৫৫	১০০.০
ঘরের কাঠামো								
কাঁচা	১৬১	৩১.৩	৩২	৬.২	৮৫	৩৩.৩	৩১	১২.২
টিনশেড	৩১৭	৬১.৭	৪০৫	৭৮.৮	১৫৫	৬০.৮	২০২	৭৯.২
সেমি পাকা	২৪	৪.৭	৬৮	১৩.২	৫	২.০	১৩	৫.১
পাকা	২	.৪	৮	১.৬	২	.৮	৫	২.০
অন্যান্য	১০	১.৯	১	.২	৮	৩.১	৪	১.৬
মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০	২৫৫	১০০.০

*ঘরের মেঝে: p-value ০.৪৬ (পূর্বে) ও ০.০২ (পরে)
*ঘরের কাঠামো: p-value ০.২৫ (পূর্বে) ও ০.০০ (পরে)

অসুস্থ হলে চিকিৎসা নেয়ার হার দুই গ্রুপে প্রায় একই রকম (সারণি ৭.১২)। উপকারভোগী গ্রুপের ৮৫.৬% পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য স্কুল/কলেজে যায় (সারণি ৭.১৩)। কন্ট্রোল গ্রুপে এই হার ৭৮.০%।

সারণি ৭.১২: চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য

চিকিৎসা	উপকারভোগী				কন্ট্রোল			
	ট্রেনিং এর পূর্বে		ট্রেনিং এর পরে		পূর্বে		পরে	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৪০	৯০.২	৩৪৫	৯০.৬	১১০	৮৪.০	১৪৬	৮৯.০
না	২৬	৯.৮	৩৬	৯.৪	২১	১৬.০	১৮	১১.০
মোট	২৬৬	১০০.০	৩৮১	১০০.০	১৩১	১০০.০	১৬৪	১০০.০

সারণি ৭.১৩: স্কুল/কলেজে যাওয়ার হার

স্কুল/কলেজগামী সদস্য	উপকারভোগী				কন্ট্রোল			
	ট্রেনিং এর পূর্বে		ট্রেনিং এর পরে		পূর্বে		পরে	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩২৩	৬২.৮	৪৪০	৮৫.৬	১২৬	৪৯.৪	১৯৯	৭৮.০
না	১৯১	৩৭.২	৭৪	১৪.৪	১২৯	৫০.৬	৫৬	২২.০
মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০	২৫৫	১০০.০	২৫৫	১০০.০

৭.৩ প্রশিক্ষণের ধরণ, গুণগত মান ও প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন

সারণি ৭.১৪ এ দেখা যায়, উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ২০.৬% উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন (১৭.৯% বলেছেন নিরপেক্ষ হয়নি এবং ২.৭% বলেছেন মোটামুটি নিরপেক্ষ হয়েছে)। যারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, তাদের অধিকাংশই (৮০.০%) বলেছেন, বাহ্যিক প্রভাব দ্বারা উপকারভোগী নির্বাচন প্রভাবিত হয়েছে (সারণি ৭.১৫)।

সারণি ৭.১৪: উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

নিরপেক্ষ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪০৮	৭৯.৪
মোটামুটি	১৪	২.৭
না	৯২	১৭.৯
মোট	৫১৪	১০০

সারণি ৭.১৫: নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রভাবের ধরণ

প্রভাবের ধরণ	সংখ্যা	%
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের অগ্রাধিকার	২২	২৪.৪
বাহ্যিক প্রভাব	৭২	৮০.০
সত্যিকার হত-দরিদ্রদের জানানো হয় নাই	২০	২২.২
নির্বাচন প্রক্রিয়া সচ্ছ ছিল না	২৩	২৫.৬

* অনেকেই একাধিক কারণ বলেছেন

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের প্রশিক্ষণের বিষয়-সংক্রান্ত তথ্য সারণি ৭.১৬ ও চিত্র ৭.৩ এ দেয়া হয়েছে। খুব কম সংখ্যক উপকারভোগীকে ইলেকট্রিশিয়ান, শতরঞ্জি, বুটিক-বাটিক ও বিউটি পার্লার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ায় সংগৃহীত নমুনায় এদের সংখ্যা খুব কম। উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এদের মধ্যে ইলেকট্রিশিয়ানের আয় বেশি এবং তা মোবাইল সার্ভিসিং গ্রুপের সাথে তুলনীয়। তাই 'মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ান' নাম দিয়ে একটি ক্যাটাগরি করা হয়েছে। শতরঞ্জি, বুটিক-বাটিক ও বিউটি-পার্লার বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরকে নিয়ে 'অন্যান্য' নামে ক্যাটাগরি করা হয়েছে।

সারণি ৭.১৬: প্রশিক্ষণের বিষয় বিন্যাস

প্রশিক্ষণের বিষয়	সংখ্যা	%
তাঁত	১০৬	২০.৬
সেলাই	১২৩	২৩.৯
এমব্রয়ডারী	১২০	২৩.৩
পাটের ব্যাগ তৈরী	১১৬	২২.৬
মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেক্ট্রিশিয়ান	২১	৪.২
অন্যান্য	২৮	৫.৪
মোট	৫১৪	১০০

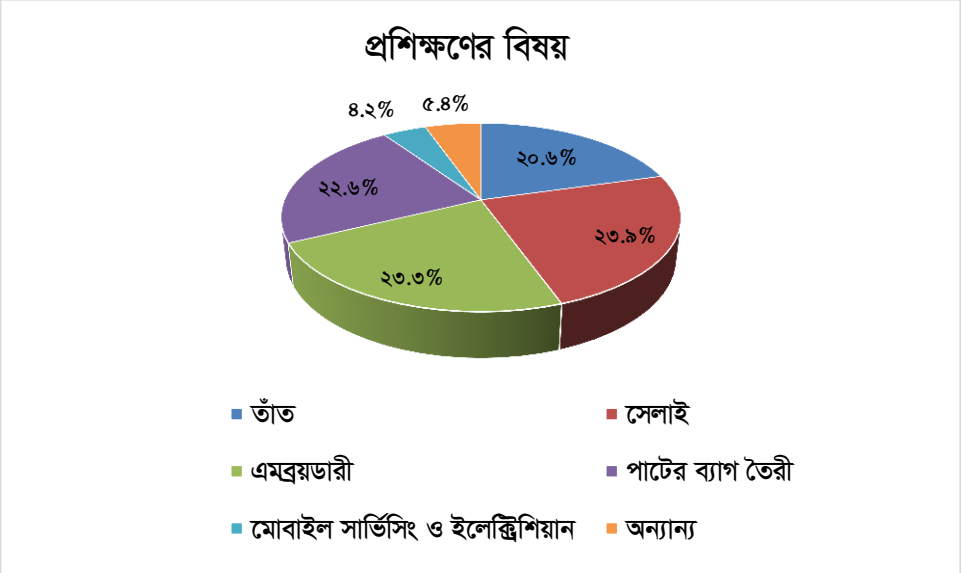

চিত্র ৭.৩: প্রশিক্ষণের বিষয় বিন্যাস

সারণি ৭.১৭ এ দেখা যায়, ৫১৪ জন উপকারভোগীর ১১৮ জন (২৩%) প্রশিক্ষণের বিষয় পছন্দ করেননি। সারণি ৭.১৮ অনুযায়ী, ৬৯.১% উপকারভোগী হাতে-কলমে ও তাত্ত্বিক উভয় প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে, ২৯.৪% শুধু হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

সারণি ৭.১৭: প্রশিক্ষণের বিষয় পছন্দের হার

প্রশিক্ষণ পছন্দ ছিল কিনা	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩৯৬	৭৭
না	১১৮	২৩
মোট	৫১৪	১০০

সারণি ৭.১৮: প্রশিক্ষণের ধরণের বিন্যাস

প্রশিক্ষণের ধরণ	সংখ্যা	%
হাতে-কলমে	১৫১	২৯.৪
তাত্ত্বিক জ্ঞানভিত্তিক	৮	১.৬
হাতে-কলমে ও তাত্ত্বিক	৩৫৫	৬৯.১
মোট	৫১৪	১০০

উপকারভোগীদের ৮৬.৪% প্রশিক্ষণের মান ভাল বলেছেন (সারণি ৭.১৯) এবং ৮৮.৭% প্রশিক্ষকের মান ভাল বলেছেন।

সারণি ৭.১৯: প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষকের মান

	সংখ্যা	%
প্রশিক্ষণের মান		
ভাল	৪৪৪	৮৬.৪
মোটামুটি	৬৮	১৩.২
খারাপ	২	.৪
মোট	৫১৪	১০০
প্রশিক্ষকের মান		
ভাল	৪৫৬	৮৮.৭
মোটামুটি	৫৭	১১.১
খারাপ	১	.২
মোট	৫১৪	১০০

সারণি ৭.২০ এ দেখা যায়, ৩৬ জন (৭%) উপকারভোগী মনে করেন, প্রশিক্ষণের পরিবেশ ভাল ছিল না। এদের মধ্যে অধিকাংশই (৫৫.৭%) বলেছেন, প্রশিক্ষণ কক্ষে জায়গার স্বল্পতা ছিল (সারণি ৭.২১ ও চিত্র ৭.৪)। আবার ৪৮.১% মনে করেন, শব্দদূষণ ছিল। উল্লেখ্য, অনেকেই একাধিক প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন।

সারণি ৭.২০: প্রশিক্ষণের পরিবেশ

অনুকূল প্রশিক্ষণ পরিবেশ	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৭৮	৯৩
না	৩৬	৭
মোট	৫১৪	১০০

সারণি ৭.২১: প্রশিক্ষণের প্রতিবন্ধকতা

প্রতিবন্ধকতা	সংখ্যা	%
আলো কম ছিল	৫	১৮.৫
বসার ব্যবস্থা ভাল ছিল না	৮	২৯.৬
প্রচন্ড গরম ছিল	১০	৩৭.০
শব্দদূষণ ছিল	১৩	৪৮.১
জায়গা স্বল্পতা ছিল	১৫	৫৫.৭

* অনেকেই একাধিক **প্রতিবন্ধকতার কথা** বলেছেন

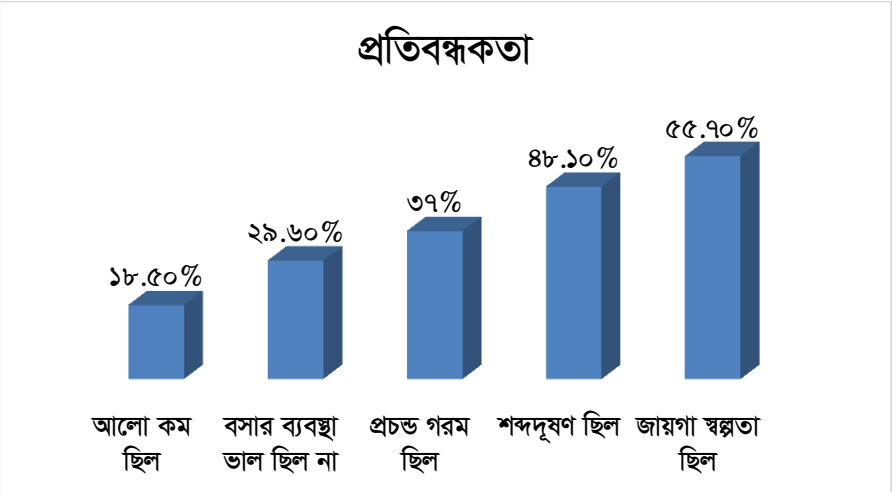

চিত্র ৭.৪: প্রশিক্ষণের প্রতিবন্ধকতা

সারণি ৭.২২ অনুযায়ী, অধিকাংশ উপকারভোগী (৬৬.১%) মনে করেন, সেলাই হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক বিষয়। এর পরেই রয়েছে এমব্রয়ডারী (১০.৭%) ও পাটের ব্যাগ তৈরি (৮.০%)।

সারণি ৭.২২: পছন্দসই প্রশিক্ষণের তথ্য

লাভজনক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	%
তাঁত	৪০	৭.৮
সেলাই	৩৪০	৬৬.১
এমব্রয়ডারী	৫৫	১০.৭
পাটের ব্যাগ তৈরী	৪১	৮.০
মোবাইল সার্ভিসিং	১২	২.৩
ইলেক্ট্রিশিয়ান	৯	১.৮
কম্পিউটার সার্ভিসিং	৫	১.০
শতরঞ্জি	৮	১.৬
বুটিক-বাটিক	৪	.৮
মোট	৫১৪	১০০.০

সারণি ৭.২৩ এ দেখা যায়, ৫১৪ জন উপকারভোগী উত্তরদাতার মধ্যে ২৩৮ জন (৪৬.৩%) নিজে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এদের মধ্যে ২৩.১১% (সারণি ৭.২৪) একাই সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং ৬৬.৩৯% একজন শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। যেই ২৭৬ জন নিজে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেননি, তাদের অনেকেই একাধিক কারণ বলেছেন (সারণি ৭.২৫)। তাদের মধ্যে ৪৮.৪% মূলধনের অভাবের কথা বলেছেন, ৪১.৮% কম চাহিদার কথা বলেছেন এবং ১৮.৬% মেশিনপত্রের অভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, যারা নিজে কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন নি, তাদের মধ্যে মাত্র ৩১ জন প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত পেশায় রয়েছেন।

সারণি ৭.২৩: নিজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের হার

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৩৮	৪৬.৩
না	২৭৬	৫৩.৭
মোট	৫১৪	১০০.০

সারণি ৭.২৪: নিজ প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী সংখ্যার বিন্যাস

কর্মচারীর সংখ্যা (নিজেকে সহ)	সংখ্যা	%
১	৫৫	২৩.১১
২	১৫৮	৬৬.৩৯
৩	১১	৪.৬২
৪	৩	১.২৬
৫	৭	২.৯৪
৬	১	০.৪২
১৫	১	০.৪২
১৬	১	০.৪২
১৯	১	০.৪২
মোট	২৩৮	১০০.০

সারণি ৭.২৫: নিজ প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যর্থতার কারণ

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণ	সংখ্যা	%
চাহিদা কম	১১৯	৪১.৮
মূলধনের অভাব	১৩৮	৪৮.৪
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব	৫৩	১৮.৬
পারিবারিক সহযোগিতার অভাব	১৮	৬.৩
গুণগত মান ভাল না	৭	২.৫
দাম বেশী	১১	৩.৯
বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব	৩৫	১২.৩

* অনেকেই একাধিক কারণ বলেছেন

৭.৪ প্রশিক্ষণের প্রভাব

উপকারভোগীদেরকে প্রশিক্ষণের প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অনেকেই একাধিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন (সারণি ৭.২৬)। এদের মধ্যে ৬২.৪% বলেছেন আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৪৭.৮% বলেছেন সামাজিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে, ৮.১% বলেছেন অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন, ৬.৪% বলেছেন নিজে প্রশিক্ষন কেন্দ্র খুলেছেন। তবে, ১৮.৭% বলেছেন প্রশিক্ষণের ফলে কোন পরিবর্তন হয়নি।

সারণি ৭.২৬: উত্তরদাতার দৃষ্টিতে প্রশিক্ষণের প্রভাব

প্রশিক্ষণের প্রভাব	সংখ্যা	%
নিজে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি।	৩৯	৮.১
আমি নিজে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছি। (নিজ বাড়িতে হতে পারে)।	৩১	৬.৪
কয়েক জন মিলে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছি।	৭	১.৫
প্রশিক্ষণ নেওয়ার ফলে চাকুরী পেয়েছি।	৯	১.৯
প্রশিক্ষণ নেওয়ার ফলে আমার কর্মস্থলে বেতন বেড়েছে।	২৬	৫.৪
সামাজিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে।	২৩০	৪৭.৮
আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	৩০০	৬২.৪
আয়ের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে	২৪	৫.০
নিজের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা	৮	১.৭
কোন পরিবর্তন নেই	৯০	১৮.৭
অন্যান্য	২৮	৫.৮

* অনেকেই একাধিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ২৪২ জন (৪৭.১%) বলেছেন প্রশিক্ষণের ফলে উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৭.২৭)। উপকারভোগীদের সকলেই প্রশিক্ষণ চলাকালে সম্মানী পেয়েছেন। সারণি ৭.২৮ এ দেখানো হয়েছে, সম্মানীর মোট পরিমান ২৭৪০ টাকা থেকে ১৫,০০০ টাকা এবং গড় পরিমান ৯১৫০.৭৬ টাকা। উপকারভোগীদের মধ্যে ২৫৪ জন (৪৯.৪%) প্রশিক্ষণের পরে প্রযুক্তিগত সহায়তা (যেমন, সেলাই মেশিন, কাঁচামাল ইত্যাদি) পেয়েছেন (সারণি ৭.২৯) যার মূল্য তাদের সম্মানী থেকে কেটে রাখা হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত সহায়তার মোট পরিমাণ সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৮০০০ টাকা পর্যন্ত এবং গড় পরিমাণ ২৫৮৭.০৯ টাকা। উপকারভোগীদের ৪৫.৩% মনে করেন প্রযুক্তিগত সহায়তার পরিমান যথেষ্ট (সারণি ৭.৩০)।

সারণি ৭.২৭: আয় বৃদ্ধির হার

আয় বৃদ্ধি	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৪২	৪৭.১
না	২৭২	৫২.৯
মোট	৫১৪	১০০.০

সারণি ৭.২৮: আয় বৃদ্ধির হার

সম্মানীর পরিমান	সংখ্যা	%
২৭৪০	১	০.২
৩০০০	১	০.২
৬০০০	২	০.৪
৭০০০	১	০.২
৭৭৫০	১	০.২
৮০০০	২	০.৪
৯০০০	৪৮৮	৯৪.৯
১০০০০	১	০.২
১৪০০০	২	০.৪
১৫০০০	১৫	২.৯
মোট	৫১৪	১০০.০

সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়
২৭৪০	১৫০০০	৯১৫০.৭৬

সারণি ৭.২৯: প্রযুক্তিগত সহায়তার তথ্য

সহায়তা গ্রহীতার সংখ্যা	সহায়তার সর্বনিম্ন পরিমাণ	সহায়তার সর্বোচ্চ পরিমাণ	গড় (টাকা)
২৫৪	২০০	৮০০০	২৫৮৭.০৯

সারণি ৭.৩০: প্রযুক্তিগত সহায়তার পর্যাপ্ততা

প্রযুক্তিগত সহায়তার পর্যাপ্ততা	সংখ্যা	%
যথেষ্ট	১১৫	৪৫.৩
মোটামুটি	৫৪	২১.৩
যথেষ্ট নয়	৮৫	৩৩.৫
মোট	২৫৪	১০০.০

সারণি ৭.৩১ অনুযায়ী, উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ৬২.১% প্রশিক্ষণের পরে ঋণ পেয়েছেন (এই ঋণের টাকা সম্মানীর টাকা থেকে আলাদা)। সারনি ৭.৩২ এ দেখা যায়, এই ঋণের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং গড় ঋণের পরিমাণ ১১৫৬৭.৪০ টাকা। এই ঋণ পেতে গড়ে ৮৯.২৮ টাকা (সর্বোচ্চ ১৩০৬ টাকা পর্যন্ত) খরচ হয়েছে। যেই ২৩৮ জন

উপকারভোগী নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, তাদের মধ্যে ১৮ জনের (৭.৬%) ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে (সারণি ৪.৩২)। সুবিধাভোগী উত্তরদাতাদের ২৩৩ জন (৪৫.৩%) প্রশিক্ষণের পরে নিজে পণ্য তৈরি করেন (সারণি ৭.৩৩)। এই ২৩৩ জনের মধ্যে ১৫.৯% নতুন পণ্য এবং বাকী ৮৪.১% চলমান পণ্য তৈরি করেন (সারণি ৭.৩৪)। যারা চলমান পণ্য তৈরি করেন (১৯৬ জন), তাদের প্রায় সকলের (৯৮.৫%) পণ্যের বাজারে চাহিদা রয়েছে (সারণি ৭.৩৫)।

সারণি ৭.৩১: ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

ঋণ	সংখ্যা	%
পেয়েছে	৩১৯	৬২.১
পায় নি	১৯৫	৩৭.৯
মোট	৫১৪	১০০.০

	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড় (টাকা)
ঋণের পরিমাণ	৫০০০	৫০০০০	১১৫৬৭.৪০
ঋণ পেতে মোট ব্যয়	০	১৩০৬	৮৯.২৮

সারণি ৭.৩২: ট্রেড লাইসেন্সের হার

ট্রেড লাইসেন্স	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৮	৭.৬
না	২২০	৯২.৪
মোট	২৩৮	১০০.০

সারণি ৭.৩৩: পণ্য উৎপাদনকারী উত্তরদাতার হার

নিজে পণ্য তৈরী	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	২৩৩	৪৫.৩৩
না	২৮১	৫৪.৬৭
মোট	৫১৪	১০০.০

সারণি ৭.৩৪: পণ্যের ধরণ

পণ্যের ধরণ	সংখ্যা	%
নতুন পণ্য	৩৭	১৫.৯
চলমান পণ্য	১৯৬	৮৪.১
মোট	২৩৩	১০০.০

সারণি ৭.৩৫: বাজারে পণ্যের চাহিদা

বাজারে চলমান পণ্যের চাহিদা	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১৯৩	৯৮.৫
না	৩	১.৫
মোট	১৯৬	১০০.০

৭.৪.১ পণ্যের বাজারজাতকরণ

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে ২১২ জন পণ্য বাজারজাত করতে এক বা একাধিক সমস্যার কথা বলেছেন (সারণি ৪.৩৬)। এদের মধ্যে ৪৮.১% বলেছেন পণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার চেয়ে বেশী ধার্য করতে হয়, ৩৯.৬% বলেছেন বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব রয়েছে, ৩৪.০% বলেছেন প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হয়, ২৫.৯% বলেছেন উৎপাদন অনিয়মিত, ইত্যাদি।

সারণি ৭.৩৬: পণ্য বিক্রয়ে সমস্যার তথ্য

পণ্য বিক্রয়ে সমস্যা	সংখ্যা	%
প্রতিযোগিতার কারণে	৭২	৩৪.০
বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব	৮৪	৩৯.৬
গুণগত মানের অভাব	৩৮	১৭.৯
মূল্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ	১০২	৪৮.১
দুর্বল ডিজাইন	২১	৯.৯
পরিবহন ব্যয়	২১	৯.৯
অনিয়মিত উৎপাদন	৫৫	২৫.৯
চাহিদা কম	৬	২.৮
অন্যান্য	১০	৪.৭

* অনেকেই একাধিক সমস্যার কথা বলেছেন

সারণি ৭.৩৭ এ দেখা যায়, পণ্য উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত সকল পণ্যের গড় উৎপাদন খরচ ১৭০৩.৪৯ টাকা এবং গড় বিক্রয়মূল্য ৫৭১০.২৩। সারণি ৭.৩৮ এ উৎপাদনকারীদের ট্রেড ভিত্তিক নীট মুনাফার গড় পরিমান দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশী মুনাফা মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ানদের (গড় ৯৭২০.০০ টাকা)। এর পরেই রয়েছে তাঁত (গড় ৯২০৬.৬৭ টাকা) ও অন্যান্য (শতরঞ্জি, বুটিক-বাটিক ও বিউটি পার্লার; গড় মুনাফা ৭৬২২.১৪ টাকা)।

সারণি ৭.৩৭: উৎপাদন খরচ ও বিক্রয়মূল্যের তথ্য

	সংখ্যা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড় (টাকা)
মোট বিক্রয় মূল্য	২৩৩	১০০	১০০০০০	৫৭১০.২৩
মোট উৎপাদন খরচ	২৩৩	১০	৭৬০০০	১৭০৩.৪৯

সারণি ৭.৩৮: ট্রেড ভিত্তিক মুনাফার তথ্য

প্রশিক্ষণ বিষয়	সংখ্যা	গড় মুনাফা (টাকা)
তাঁত	৩	৯২০৬.৬৭
সেলাই	১১৪	৩৬২৩.৮২
এমব্রয়ডারী	৫৮	৩২৩৮.০৩
পাটের ব্যাগ তৈরী	৩২	২৭৫৪.৭২
মোবাইল সার্ভিসিং এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান	১৪	৯৭২০২
অন্যান্য	১৪	৭৬২২.১৪
মোট	২৩৫	৪০৮২.৯০

সারণি ৭.৩৯ এ উপকারভোগী উত্তরদাতাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের তথ্য দেয়া হয়েছে (*যেই ২৭৬ জন উপকারভোগী প্রশিক্ষণের পর আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম হয়নি, তাদের জন্য এ প্রশ্ন প্রযোজ্য নয়)। প্রশিক্ষণের পূর্বে ৯.৭% উত্তরদাতা পরিবারের জন্য সুষম ও পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে পারতেন, যা প্রশিক্ষণের পরে বেড়ে হয়েছে ৪৩.৪%। বসতবাড়ি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ১০.৭% (পূর্বে) ও ৪১.২% (পরে)। পরিবারের সবার জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার হার ৮.৮% থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০.৯%। সঞ্চয় করার সুযোগ ৪.৫% থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৭.০%। উত্তরদাতাদের ৮.২% মনে করেন প্রশিক্ষণের পূর্বে সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি ছিল এবং ৪১.৬% মনে করেন প্রশিক্ষণের পরে সামাজিক মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করতে পেরেছেন। বিনোদনের সুযোগ ৫.৬% থেকে বেড়ে ৩২.৩% হয়েছে।

সারণি ৭.৩৯: জীবন যাত্রার মান পরিবর্তনের তথ্য

		পূর্বে		পরে	
পরিবারের সবার জন্য সুষম পর্যাপ্ত পরিমানে খাবারের ব্যবস্থা করা	হ্যাঁ	৫০	৯.৭	২২৩	৪৩.৪
	না	১৮৮	৩৬.৬	১৫	২.৯
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০
উন্নত বসত বাড়ি	হ্যাঁ	২৯	৫.৬	১৯১	৩৭.২
	না	২০৯	৪০.৭	৪৭	৯.১
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০
পরিবারের সবার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা	হ্যাঁ	৫৫	১০.৭	২১২	৪১.২
	না	১৮৩	৩৫.৬	২৬	৫.১
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০
সন্তানের লেখা পড়ার খরচ বহন	হ্যাঁ	৪৫	৮.৮	২১০	৪০.৯
	না	১৯৩	৩৭.৫	২৮	৫.৪
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০
সঞ্চয় সম্ভব হয়েছে	হ্যাঁ	২৩	৪.৫	১৯০	৩৭.০
	না	২১৫	৪১.৮	৪৮	৯.৩
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০
সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতী	হ্যাঁ	৪২	৮.২	২১৪	৪১.৬
	না	১৯৬	৩৮.১	২৪	৪.৭
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০
বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি	হ্যাঁ	২৯	৫.৬	১৬৬	৩২.৩
	না	২০৯	৪০.৭	৭২	১৪.০
	প্রযোজ্য নয়	২৭৬	৫৩.৭	২৭৬	৫৩.৭
	মোট	৫১৪	১০০.০	৫১৪	১০০.০

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫৩ জন (২৯.৭৭%) সঞ্চয় করেন, যার গড় পরিমাণ ১০৮৬.২৪ টাকা (সারণি ৭.৪০)।

সারণি ৭.৪০: মাসিক সঞ্চয়ের তথ্য

	সংখ্যা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড় (টাকা)
মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ	১৫৩	১০	৩৮৩৫০	১০৮৬.২৪

৭.৪.২ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

উত্তরদাতাদের ৪৯৬ জন (৯৬.৫%) মনে করেন প্রশিক্ষণের ফলে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে (সারণি ৭.৪১)। এই ৪৯৬ জন উত্তরদাতার দৃষ্টিতে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মহিলাদের আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে, সেই সম্পর্কিত তথ্য সারণি ৭.৪২ এ দেয়া হয়েছে। দেখা যায়, ৯৮% মনে করেন মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৮৭.২% মনে করেন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৬৩.৭% মনে করেন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৬৯.৬% মনে করেন দরিদ্র মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৮০.৮% মনে করেন সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ৪৪.২% মনে করেন সামাজিক নেতৃত্বের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে, ৮০% মনে করেন পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়ার সামর্থ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং ৮৩.৩% মনে করেন এন.জি.ও. এর মাধ্যমে ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সারণি ৭.৪১: মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হার

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৪৯৬	৯৬.৫
না	১৮	৩.৫
মোট	৫১৪	১০০.০

সারণি ৭.৪২: মহিলাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির ক্ষেত্র		সংখ্যা	%
নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি	হ্যাঁ	৪৮৬	৯৮.০
	না	১০	২.০
	মোট	৪৯৬	১০০.০
কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	হ্যাঁ	৪৩২	৮৭.১
	না	৬৪	১২.৯
	মোট	৪৯৬	১০০.০
বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি	হ্যাঁ	৩১৬	৬৩.৭
	না	১৮০	৩৬.৩
	মোট	৪৯৬	১০০.০
স্থানীয় পর্যায়ে দরিদ্র নারীদের প্রশিক্ষিত করার সুযোগ সৃষ্টি	হ্যাঁ	৩৪৫	৬৯.৬
	না	১৫১	৩০.৪
	মোট	৪৯৬	১০০.০
সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি	হ্যাঁ	৪০১	৮০.৮
	না	৯৫	১৯.২
	মোট	৪৯৬	১০০.০
সামাজিকভাবে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা সৃষ্টি	হ্যাঁ	২১৯	৪৪.২
	না	২৭৭	৫৫.৮
	মোট	৪৯৬	১০০.০
পরিবারের আর্থিক সহায়তা দিতে	হ্যাঁ	৩৯৭	৮০.০
	না	৯৯	২০.০
	মোট	৪৯৬	১০০.০
এন.জি.ও. এর মাধ্যমে ঋণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি	হ্যাঁ	৪১৩	৮৩.৩
	না	৮৩	১৬.৭
	মোট	৪৯৬	১০০.০

৭.৪.৩ কৃষি ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ

উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে ১০১ জন (১৯.৬%) তাদের সঞ্চয় কৃষি উৎপাদনে এক বা একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছেন (সারণি ৭.৪৩)। এদের মধ্যে ৪৯.৫% খাদ্য উৎপাদনে, ৪৫.৫% হাঁস-মুরগী পালনে, ৭.৯% সবজি চাষে, ১% নার্সারীতে, ২% বনায়নে এবং ৪% অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করেছেন (সারণি ৭.৪৪)।

সারণি ৭.৪৩: কৃষি ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের হার

কৃষিখাতে বিনিয়োগ	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	১০১	১৯.৬
না	৪১৩	৮০.৪
মোট	৫১৪	১০০.০

সারণি ৭.৪৪: খাতওয়ারী কৃষি বিনিয়োগের হার

বিনিয়োগের ক্ষেত্র		সংখ্যা	%
খাদ্য উৎপাদন	হ্যাঁ	৫০	৪৯.৫
	না	৫১	৫০.৫
	মোট	১০১	১০০.০
হাঁস-মুরগী পালন	হ্যাঁ	৪৬	৪৫.৫
	না	৫৫	৫৪.৫
	মোট	১০১	১০০.০
মৎস্য উৎপাদন	হ্যাঁ	৮	৭.৯
	না	৯৩	৯২.১
	মোট	১০১	১০০.০
গবাদিপশু পালন	হ্যাঁ	৪০	৩৯.৬
	না	৬১	৬০.৪
	মোট	১০১	১০০.০
সবজি চাষ	হ্যাঁ	৮	৭.৯
	না	৯৩	৯২.১
	মোট	১০১	১০০.০
নার্সারী	হ্যাঁ	১	১.০
	না	১০০	৯৯.০
	মোট	১০১	১০০.০
বনায়ন	হ্যাঁ	২	২.০
	না	৯৯	৯৮.০
	মোট	১০১	১০০.০
অন্যান্য	হ্যাঁ	৪	৪.০
	না	৯৭	৯৬.০
	মোট	১০১	১০০.০

*অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে ভিটা ক্রয়, আবাদি জমি ক্রয় ইত্যাদি।

সারণি ৭.৪৫ এ দেখা যায়, গড় বিনিয়োগের পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে ১৫৯২.৮০ টাকা, হাঁস মুরগী পালনে ৪৮৫.৮৭ টাকা, মৎস্য উৎপাদনে ৩১৭৫.০০ টাকা, গবাদি-পশু পালনে ৩৮৬৬.২৫ টাকা, সবজি চাষে ৪১১০০.০০ টাকা, নার্সারীতে ৩০০.০০ টাকা, বনায়নে ১৩০০.০০ টাকা এবং অন্যান্য খাতে গড়ে ১৭৬৪৬.২৫ টাকা।

সারণি ৭.৪৫: খাতওয়ারী গড় বিনিয়োগ

বিনিয়োগের ক্ষেত্র	গড় বিনিয়োগ (টাকা)
খাদ্য উৎপাদন	১৫৯২.৮০
হাঁস-মুরগী পালন	৪৮৫.৮৭
মৎস্য উৎপাদন	৩১৭৫.০০
গবাদিপশু পালন	৩৮৬৬.২৫
সবজি চাষ	৪১১০.০০
নার্সারী	৩০০.০০
বনায়ন	১৩০০.০০
অন্যান্য	১৭৬৮৬.২৫

৭.৪.৪ খাদ্য গ্রহণ ও নিরাপত্তা

সারণি ৭.৪৬ এ দেখা যায়, উপকারভোগী উত্তরদাতাগণ প্রশিক্ষণের পূর্বে দিনে গড়ে ২.৭ বার খাবার খেতেন, যা প্রশিক্ষণের পরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০২ বার। কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য এই গড় যথাক্রমে ২.৬০ (পূর্বে) ও ২.৮৯ (পরে)।

সারণি ৭.৪৬: দৈনিক খাদ্য গ্রহণের গড় সংখ্যা

	সংখ্যা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়
সুবিধাভোগী				
প্রশিক্ষণের আগে দিনে খাবার গ্রহণ	৫১৪	১	৩	২.৭০
প্রশিক্ষণের পরে দিনে খাবার গ্রহণ	৫১৪	২	৫	৩.০২
কন্ট্রোল				
আগে দিনে খাবার গ্রহণ	২৫৫	১	৪	২.৬০
এখন দিনে খাবার গ্রহণ	২৫৫	২	৪	২.৮৯

সারণি ৭.৪৭ এ উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের পরিবারের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকার তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের পূর্বে উপকারভোগীদের ৪০৮ জনের (৭৯.৩৮%) সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকায় মাছ ছিলো (গড় ১.৪৫ কেজি)। বর্তমানে উপকারভোগী ৪৭৫ জনের (৯০.৪১%) খাদ্য তালিকায় মাছ সংযুক্ত হয়েছে (গড় ৩.০ কেজি)। কন্ট্রোল গ্রুপে পূর্বে ১৯২ জনের (৭৫.২৯%) খাদ্য তালিকায় মাছ ছিলো (গড় ১.২৯ কেজি)। বর্তমানে ২২৫ জনের (৮৮.২৪%) খাদ্য তালিকায় মাছ রয়েছে (গড় ২.৬৩ কেজি)। সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকায় মাংস গ্রহণের হার উপকারভোগী গ্রুপে ১৪৯ জন বা ২৮.৯৯% (গড় ০.৮ কেজি) থেকে বেড়ে ৩০০ জন বা ৫৮.৩৭% (গড় ১.৫০ কেজি) হয়েছে। কন্ট্রোল গ্রুপে মাংস গ্রহণের হার ২০.২৯ % বা ৫২ জন (গড় ১.১ কেজি) থেকে বেড়ে ৪৪.৩১% বা ১১৩ জন (গড় ১.৬ কেজি) হয়েছে। দুধ, মিষ্টি ও ফলমূল গ্রহণের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ গ্রুপের চেয়ে উপকারভোগী গ্রুপে কিছুটা বেশী উন্নতি লক্ষ করা যায়।

সারণি ৭.৪৭: সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকার তথ্য

	পূর্বে		বর্তমানে	
উপকারভোগী	গ্রহণকারীর সংখ্যা	গড় পরিমাণ (কেজি)	গ্রহণকারীর সংখ্যা	গড় পরিমাণ (কেজি)
চাল	৫১৪	১০.২৮	৫১৪	১৩.৪২
সবজি	৫১৪	৫.৮৭	৫১৪	৭.৫০
মাছ	৪০৮	১.৪৫	৪৭৫	৩.০০
মাংস	১৪৯	০.৮০	৩০০	১.৫০
ডিম	৩৩৯	৬ টি	৪৪৬	৯ টি
দুধ	১৬৮	২.০০	২৯৩	২.৫০
ডাল	৩৪৬	০.৭২	৪১৮	০.৭৭
মিষ্টি	৯৬	০.৮৪	১৭১	১.০০
ফলমূল	১৪২	০.৮০	২৬৮	১.৮০
ময়দা	২০৩	২.০০	২৫৭	২.২৫
অন্যান্য	১৩	১.৬৫	১৫	৩.৪৫
কন্ট্রোল				
চাল	২৫৫	৯.৯০	২৫৫	১২.৬
সবজি	২৫৫	৫.৯৫	২৫৫	৭.২৫
মাছ	১৯২	১.২৯	২২৫	২.৬৩
মাংস	৫২	১.১০	১১৩	১.৬০
ডিম	১৩৮	৬.১ টি	২১৪	৭.৪ টি
দুধ	৫২	১.৮৩	১০২	২.১০
ডাল	১৬০	০.৭৫	১৯৯	০.৮০
মিষ্টি	৩৩	০.৬৩	৬৯	০.৭৮
ফলমূল	৫১	১.২৪	১০০	১.২৯
ময়দা	৬৬	২.১০	৯১	১.৮২
অন্যান্য	৯	১.৫২	১১	১.৩৪

সারণি ৭.৪৮ এ দেখানো হয়েছে, উপকারভোগী গ্রুপে ৬৯.৬% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশিক্ষণ নেয়ার পরে বাড়তি উপার্জনের ফলে পরিবারের খাদ্যমান উন্নত হয়েছে। অন্যদিকে, কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের ৩৯.৬% মনে করেন পূর্বের তুলনায় বর্তমানে পরিবারেরর খাদ্যমান উন্নত হয়েছে।

সারণি ৭.৪৮: খাদ্য মান উন্নয়নের হার

	উপকারভোগী		কন্ট্রোল	
উন্নত খাদ্যমান	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩৫৮	৬৯.৬	১০১	৩৯.৬
না	১৫৬	৩০.৪	১৫৪	৬০.৪
মোট	৫১৪	১০০	২৫৫	১০০

* p-value ০.০০

৭.৪.৫ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের নিয়োগ ও আয়ের তুলনা

সারণি ৭.৪৯ এ উপকারভোগী উত্তরদাতাদের ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত পেশায় নিয়োজিত হওয়ার হার ও গড় মাসিক আয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত পেশায় নিয়োজিত হওয়ার হার বিবেচনা করলে সেলাইয়ের অবস্থা সবচেয়ে ভালো (১১৪ জন বা ৯২.৭%)। এর পরেই রয়েছে মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ান (১৪ জন বা ৬৬.৭%) ও অন্যান্য (১৫ জন বা ৫৩.৬%)। সব ট্রেডের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যারা প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত পেশায় নিয়োজিত হতে পেরেছেন, তাদের গড় আয় বাকীদের তুলনায় বেশী। গড় মাসিক আয় বিবেচনা করলে সবচেয়ে ভালো অবস্থা মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ানদের। এদের গড় আয় ১১৪২১.৪৩ টাকা। এর পরেই রয়েছে তাঁত (গড় আয় ৬৮৩৭.৫০ টাকা), অন্যান্য (শতরঞ্জি, বুটিক-বাটিক ও বিউটিশিয়ান; গড় আয় ৪৭০৯.৩৩) ও সেলাই (গড় আয় ৪৭০৫.৫৪)।

সারণি ৭.৪৯: ট্রেডভিত্তিক নিয়োগের হার ও গড় আয়

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের সংখ্যা	গড় আয় (টাকা)	সম্পর্কিত পেশায় নিয়োজিতদের সংখ্যা	গড় আয় (টাকা)
তাঁত	১০৬	৩৪৫৪.৮৭	৮ (৭.৬%)	৬৮৩৭.৫০
সেলাই	১২৩	৪৪১১.৬৩	১১৪ (৯২.৭%)	৪৭০৫.৫৪
এমব্রয়ডারী	১২০	২০৬৮.৮১	৫৮ (৪৮.৩%)	৩৪৮৬.০৩
পাটের ব্যাগ তৈরী	১১৬	১৯৬২.৭২	৩৭ (৩১.৯%)	৩১৩০.০৫
মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেক্ট্রিশিয়ান	২১	১০৪৩৭.১৪	১৪ (৬৬.৭%)	১১৪২১.৪৩
অন্যান্য	২৮	৩৭০৪.৫৭	১৫ (৫৩.৬%)	৪৭০৯.৩৩
মোট	৫১৪	৩৩২২.৩৫	২৪৬ (৪৭.৮৬%)	৪৬৩২.৮২

সারণি ৭.৫০ এ ট্রেড ভিত্তিক আয় বৃদ্ধি (প্রশিক্ষণের পরের আয় ও পূর্বের আয়ের বিয়োগফল) তুলে ধরা হয়েছে। আয় বৃদ্ধির গড় পরিমাণ বিবেচনা করলে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী উন্নয়ন হয়েছে মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ান ক্যাটেগরিতে (৮৭২৭.৬২ টাকা)। সব ট্রেডের গড় আয় বৃদ্ধির পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ (analysis of variance এর মাধ্যমে) করে দেখা যায়, মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ান ক্যাটেগরির সাথে সেলাই ক্যাটেগরির পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ (p-value ০.০০)। আবার, সেলাইয়ের সাথে অন্য সকল ক্যাটাগরির পার্থক্য মোটামুটিভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (p-value ০.০৫৮)। বাকী ট্রেডগুলির নিজেদের মধ্যে পার্থক্য (পরিসংখ্যানের ভাষায়) নেই বললেই চলে।

সারণি ৭.৫০: ট্রেডভিত্তিক গড় আয় বৃদ্ধি

প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষন প্রাপ্তদের সংখ্যা	গড় আয় বৃদ্ধি (টাকা)
তাঁত	১০৬	১৭৩৪.৩০
সেলাই	১২৩	৩৯৩১.৩২
এমব্রয়ডারী	১২০	১৭৬৮.৩৭
পাটের ব্যাগ তৈরী	১১৬	১৫১০.৮৬
মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেক্ট্রিশিয়ান	২১	৮৭২৭.৬২
অন্যান্য	২৮	২১২৯.৫৭
মোট	৫১৪	২৫২৪.৮৩

৭.৫ কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (KII)

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

৭.৫.১ ইতিবাচক প্রভাব সমূহ

ক) প্রকল্পে উপকারভোগী নির্বাচন করা নারীদের আত্মকর্মসংস্থান, স্বাবলম্বী হওয়া ,উদ্যোক্তা হওয়া, পরিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করা ও নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
খ) স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নিজেদের উদ্যোগে স্থানীয়, জেলা ও রাজধানী পর্যায়ে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

৭.৫.২ চ্যালেঞ্জসমূহ

ক) উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন কোন এলাকার রাজনৈতিক প্রভাব ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দদের প্রভাব লক্ষণীয়। গাইবান্ধা সদর, পলাশাবাড়ী , সাঘাটা ও পাটগ্রাম উপজেলায় এ ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।
খ) কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু প্রশিক্ষনাথীর প্রশিক্ষণের নূন্যতম যোগ্যতা ছিল না তবু তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
গ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বত্র অধিক সংখ্যক হওয়ার নির্বাচন প্রক্রিয়ার যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার দুঃস্থদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি এবং উপকারভোগীদের তালিকায় রাখা সম্ভব হয়নি।

৭ ৩.৫.ঋণ গ্রহণের ঝুঁকি

ক) প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের দলগত ভাবে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে দলের কোন একজন সদস্য বা একাধিক সদস্য সময়মত ঋণ পরিশোধ না করায় ঐ দলের সদস্যদের পরবর্তী ধাপে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে প্রকৃত উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক ধরণের হতাশা সৃষ্টি হয়।

৭.৫.৪ প্রশিক্ষণ সময়কাল বৃদ্ধি হওয়া দরকার

ক) যেহেতেু গ্রামের অধিকাংশ নারী উপকারভোগী স্বল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর, সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনেক মহিলা উপকারভোগী প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহকে প্রয়োগিক পর্যায়ে নিতে পারেন না।

৭.৫.৫ ট্রেডভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ট্রেডকে আগ্রাধিকার দেয়া দরকার

ক) উপকারভোগীদের যে সকল ট্রেড এর অফার দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে যে ট্রেডটির সর্বাধিক চাহিদা আছে এবং যে ট্রেড এর মাধ্যমে নিজে উদ্যোক্তা হওয়ার সুয়োগ বেশী, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীর করার সুযোগ বেশি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বেশি এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের সুযোগ রয়েছে সেগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া দরকার ছিল। কোন কোন উপকারভোগী ট্রেড এ নির্বাচিত হয়ে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করেছে কিন্তু উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হতে হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শতরঞ্জি, বুটিক ও এমব্রয়াডারী।

৭.৬ দলীয় আলোচনা (এফজিডি)

এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত সারসংক্ষেপঃ

৭.৬.১ প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

ক) প্রকল্পের ৮০ ভাগের অধিক মহিলা উপকারভোগী নির্বাচন করায় গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান, নিজেদের প্রশিক্ষিত করা, নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) মহিলাদের কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও মুনাফা থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান পরিবর্তনের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে হতদরিদ্র অবস্থা থেকে পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে দারিদ্র সীমার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

গ) উপকারভোগীরা দল ভিত্তিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মানসিকতা এর সৃষ্টি করেতে পেরেছে এবং দলভিত্তিক ঋণ পাওয়ার মাধ্যমে নিজেদের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছ।

ঘ) মহিলা উপকারভোগীদের একটি বড় অংশ তাদের নিজেদের বিনিয়োগ, আয় ও কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাদির মাধ্যমে নিজেদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও লেখাপাড়ার মান উন্নত করতে পেরেছে।

ঙ) মহিলা উপকারভোগী নিজেদের উদ্যোগে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামাগ্রী স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাজধানী শহর এমনি কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বিদেশী বাজারে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে।

চ) প্রাপ্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলা উপকারভাগীরা পরিবারিক পর্যায়ে বহুমুখী অবদান যথা গৃহ মেরামত, গৃহ নির্মাণ, উন্নত চিকিৎসা সেবা পাওয়ার সুযোগ, উন্নত সুষম খাবার খাওয়া, গৃহস্থলী পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করা, জরুরী অবস্থা মোকাবেল করা ও আর্থিক সচ্ছলতা সৃষ্টির মাধ্যমে সফলতা পেয়েছে।

ছ) কিছু কিছু মহিলা প্রশিক্ষনার্থী প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়ার পর নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ লালমনিরহাটের একজন মহিলা উপকারভোগী বর্তমান অর্নাস এর ছাত্রী হিসেবে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

৭.৬.২ চ্যালেঞ্জসমূহ

ক) নির্বাচিত ট্রেডের সদস্যদের দ্বারা উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

খ) অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল অর্থ ও ঋণ বরাদ্দ।

গ) প্রশিক্ষনকালীন সময়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ না থাকা।

ঘ) অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ট্রেড নির্বাচন না করা।

ঙ) কোন কোন উপকারভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ।

চ) অধিকাংশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের আসন ও আসন বিন্যাস, প্রশিক্ষনকালীন পরিবেশ স্ট্যান্ডার্ড না হওয়া।

ছ) প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, প্রোডাকশন ম্যানেজার, ক্রেডিট সুপারভাইজার ও ডিসপ্লে সেন্টারের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্রের অভাবের কারণে উৎপাদিত পণ্যের বাজার লিংকেজ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে।

জ) দল ভিত্তিক ঋণ প্রদানের ফলে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নাজুকতা তৈরী হচ্ছে ।

ঝ) প্রতিটি উপজেলায় বিক্রয় কেন্দ্র না থাকায় উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে জটিলতা।

ঞ) উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুনগতমান স্ট্যান্ডার্ড না হওয়ায় বাজারজাতকরণে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ।

ট) বিরূপ আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জের কারণে কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির বিঘ্ন ঘটে।

৭.৭ কেইস স্টাডি

দুজন সফল সুবিধাভোগীর কেইস স্টাডি নিম্নরূপঃ

নামঃ জবা
গ্রামঃ হরিপুর
ইউনিয়নঃ চন্দনপাট
উপজেলাঃ রংপুর সদর
জেলাঃ রংপুর

প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হওয়ার আগে জবার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। স্বামী দিন মজুর করে মাসে গড়ে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা আয় করত যা দিয়ে সংসার চালানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং নিজের স্বামীর ও ছেলে-মেয়েদের জন্য কখনো কখনও দিনে দুবার মাত্র খাবার জুটত তা আবার সুষম নয়। ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারত না, মাছ-মাংস বছরে বড় জোর একবার দুবার খেতে পারত, ভাল কাপড়-চোপড় কিনতে পারত না। খড়ের ঘরে থাকতে হত, যা ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙ্গে প্রচন্ড চ্যালেঞ্জ।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ হবে জবা তা জেনেছিলেন এলাকার একজন শিক্ষকের কাছে থেকে। সেই শিক্ষক যখন হতদরিদ্রদের জরিপ করে নাম লিখতে আসে। তখন তিনি ঐ শিক্ষকের কাছে প্রকল্পের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারেন।

জরিপের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সেলাই ট্রেড-এ প্রশিক্ষণের জন্য।

অতঃপর তিনি সেলাই প্রশিক্ষণের উপর ৬০ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

তিনি সেলাই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রকল্প থেকে সম্মানী বাবদ ৪,৫০০ টাকা এবং একটা সেলাই মেশিন পেয়েছিলেন। বাড়ীতে এসে সেই সেলাই মেশিনের জন্য এলাকার জনগণ থেকে অর্ডার নিয়ে বিভিন্ন ধরণের পোষাক তৈরি করে দিয়ে বিনিময়ে মজুরী নিতেন। গোড়ার দিকে উদ্বৃত্তের অর্থ দিয়ে তিনি তাঁর মাসিক আয় হত ৫০০-১,০০০ টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকায়। নিজে এখন বাড়িতে তিনটি সেলাই মেশিন কিনেছেন। তিনি এখন দুজন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে বহু ধরণের অর্ডার পান ও মাসিক আয় পূর্বের তুলনায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তিনি মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে এলাকার দুইজন মহিলাকে সেলাই এর কাজ শিখিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁর দক্ষতা ও সফলতার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন। প্রশিক্ষণের পূর্বে তাঁর বাড়িতে খড়ের ঘর ছিল এখন এটি টিনের ঘরে পরিণত করেছেন, বাড়িতে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিনেছেন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিন বেলা খেতে পারছেন। ইতিমধ্যে এক বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে স্বামীকে কৃষি কাজ করতে সহায়তা করছেন। স্বামীর সাথে পরিবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করছেন। বাড়ির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিজেই করছেন। তিনি যেহেতু নিজেই কর্মমুখী তাই তিনি অন্য মহিলাদেরকেও কর্মমুখী হতে অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়ে এলাকার অন্য দুঃস্থদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, অন্যদেরকে বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছেন। এতে কেবলমাত্র তাঁর আয়, ক্ষমতা, মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং সমাজে সম্মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাঁর এখন ব্যাংকে সঞ্চয় আছে ১০,০০০ টাকা, যা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও আপতকালীন সময়ের জন্য বড় ধরণের নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছে।

এই প্রকল্প থেকে যদি তিনি কাপড় তৈরির বড় ধরনের অর্ডার পান তবে তা তৈরি করে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বিক্রয় কেন্দ্রে তা প্রদর্শন করবেন বলে আশা পোষণ করেন।

তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল ছেলেদের শার্ট, প্যান্টসহ নানা ধরণের ড্রেস তৈরি করে রপ্তানী করা এবং একটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ভবিষ্যতে বড় আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি পরিমাণে ঋণের ব্যবস্থা করলে স্বল্প-সুদে তিনি তা গ্রহণ করতে চান। যদি ১২,০০০ টাকার ঋণ বাড়িয়ে ১,০০,০০০ টাকা করা হয়, তবে তিনি খুবই উপকৃত হবেন বলে জানিয়াছেনএবং নিজে কেবল স্বাবলম্বী হবেন না, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদেরকেও স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হবেন।

নামঃ বেলী
গ্রামঃ দক্ষিণ ধলভাঙ্গা
ইউনিয়নঃ শিলখুড়ি
উপজেলাঃ ভুরুঙ্গামারী
জেলাঃ কুড়িগ্রাম

প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হওয়ার আগে বেলীর আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। স্বামী দিন মজুর করে মাসে গড়ে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকা আয় করত যা দিয়ে সংসার চালানো ছিল খুবই কষ্টসাধ্য এবং নিজের স্বামীর ও ছেলে-মেয়েদের জন্য কখনো কখনো দিনে দুবার মাত্র খাবার জুটত তা আবার সুষম নয়। ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা করাতে পারত না, মাছ-মাংস বছরে বড় জোর একবার দুবার খেতে পারত, ভাল কাপড়-চোপড় কিনতে পারত না। খড়ের ঘরে থাকতে হত, যা ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙ্গে প্রচন্ড চ্যালেঞ্জ।

তিনি সেলাই প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রকল্প থেকে সম্মানী বাবদ ৪,৫০০ টাকা এবং একটা সেলাই মেশিন পেয়েছিলেন। বাড়ীতে এসে সেই সেলাই মেশিনের জন্য এলাকার জনগণ থেকে অর্ডার নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোষাক তৈরি করে দিয়ে বিনিময় মজুরী নিতেন। গোড়ার দিকে উদ্বৃত্তের অর্থ দিয়ে তিনি তাঁর মাসিক আয় হত ৭০০-৮০০ টাকা, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকায়। নিজে এখন বাড়িতে তিনটি সেলাই মেশিন কিনেছেন। তিনি এখন দুজন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন এবং তাদের মাধ্যমে বহু ধরনের অর্ডার পান ও মাসিক আয় পূর্বের তুলনায় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন তিনি মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে এলাকার দুইজন মহিলাকে সেলাই এর কাজ শিখিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁর দক্ষতা ও সফলতার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ হবে বেলী তা জেনেছিলেন এলাকার একজন শিক্ষকের কাছে থেকে। সেই শিক্ষক যখন হতদরিদ্রদের জরিপ করে নাম লিখতে আসে তখন তিনি ঐ শিক্ষকের কাছে প্রকল্পের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারেন।

জরিপের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সেলাই ট্রেড-এ প্রশিক্ষণের জন্য।

অতঃপর তিনি সেলাই প্রশিক্ষণের উপর ৬০ দিনের নিবিড় প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

এই প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন। প্রশিক্ষণের পূর্বে তাঁর বাড়িতে খড়ের ঘর ছিল এখন এটি টিনের ঘরে পরিণত করেছেন, বাড়িতে প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিনেছেন। পরিবারের সবাইকে নিয়ে তিন বেলা খেতে পারছেন। ইতিমধ্যে দুই বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে স্বামীকে কৃষি কাজ করতে সহায়তা করছেন। স্বামীর সাথে পরিবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করছেন। বাড়ির অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিজেই করছেন। তিনি যেহেতু নিজেই কর্মমুখী তাই তিনি অন্য মহিলাদেরকেও কর্মমূখী হতে অনুপ্রাণিত করছেন। তিনি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত হয়ে এলাকার অন্য দুঃস্থদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন, অন্যদেরকে বিনিয়োগের সুযোগ করে দিচ্ছেন। এতে কেবলমাত্র তাঁর আয়, ক্ষমতা, মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং সমাজে সম্মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাঁর এখন ব্যাংকে সঞ্চয় আছে ১০,০০০ টাকা, যা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ও আপতকালীন সময়ের জন্য বড় ধরণের নিরাপত্তা সৃষ্টি করেছে।

এই প্রকল্প থেকে যদি তিনি কাপড় তৈরির বড় ধরণের অর্ডার পান তবে তা তৈরি করে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন এবং বিক্রয় কেন্দ্রে তা প্রদর্শণ করবেন বলে আশা পোষণ করেন।

তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল প্লাসো, শেরওয়ানীসহ নানা ধরণের ড্রেস তৈরি করে রপ্তানী করা এবং একটি বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।ভবিষ্যতে বড় আকারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি পরিমাণে ঋণের ব্যবস্থা করলে স্বল্প-সুদে তিনি তা গ্রহণ করতে চান। যদি ১২,০০০ টাকার ঋণ বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করা হয়, তবে তিনি খুবই উপকৃত হবেন বলে জানিয়াছেনএবং নিজে কেবল স্বাবলম্বী হবেন না, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদেরকেও স্বাবলম্বী করতে সক্ষম হবেন।

৭.৭.১ কেইস স্টাডির (Case Study) সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবসমূহ

- উপকারভোগীদের মধ্যে যাঁরা সেলাই ও শতরঞ্জি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁরা উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থেকে আয় বর্ধনের মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। [উদাহরণস্বরূপ ভুরিঙ্গামারীর কেইস]
- মোবাইল সার্ভিসের এর সাথে উপকারভোগীগণ সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আয়মূলক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। যা তাদেরকে সাবলম্বী করতে সক্ষম করে।
- উপকারভোগীদের অনেকেই আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উদ্যোক্তায় পরিণত হতে সক্ষম হয়েছে। নিজেরা বিভিন্ন ট্রেডে বিশেষ করে লাভজনক ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর আয় বৃদ্ধির ম্যধমে দারিদ্র সীমার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছেন।
- উপকারভোগীদের কেউ কেউ বিশেষ করে যারা সফল উদ্যোক্তা তাঁরা উপার্জিত অর্থের মধ্যেমে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া, ঘর সংসারে উন্নয়ন, গৃহ নির্মাণে, উন্নত মানের খাবার ক্রয়ে সামর্থ্য আবার কখনো কখনো কৃষি জমি ক্রয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হচ্ছেন।
- যেহেতু উপকারভোগীদের কমপক্ষে ৮৮ ভাগ দরিদ্র নারী সেক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীরা নিজেদের চেষ্টায় উদ্যোক্তায় রুপান্তরিত হতে সক্ষম হচ্ছেন। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কিছু কিছু উপকারভোগী নিজেদের এলাকায় উদ্যোক্তা হিসেবে এবং কখনো কখনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রাপ্ত ট্রেনিং যথেষ্ট উন্নতমানের না হওয়ায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের তুলনায় পিছিয়ে পড়েছেন।

- উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত উপকরণ ও কাঁচামাল মানসম্মত না হওয়ায় উৎপাদিত পণ্যের মান প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না।
- অত্যাধুনিক ফ্যাশন ডিজাইনের সাথে নিজেদের পরিচিত করা বা ঐ সংক্রান্ত ট্রেনিং পাওয়ার জন্য যে দক্ষ ট্রেইনার থাকা দরকার ছিল তা না থাকায় উৎপাদিত সামগ্রী মানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকায় প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে।
- মার্কেট লিংকেজ না থাকায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজারজাত না করার কারণে আর্থিক লোকসানের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং কোন কোন উপকারভোগী নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে না পারায় উপকারভোগীদের অনেকেই প্রাপ্ত ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন।
- স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ট্রেড নির্বাচন না করায় প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীরা যে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করেছে সেগুলো স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদা নেই।

৭.৮ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার ফলাফল আলোচনা করা হলঃ

উওরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী(সংশোধিত)-শীর্ষক প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা এর স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা তারিখঃ ৫ই মে শুক্রবার, সময়ঃ সকাল ১০টা, স্থান: হোটেল-রাইয়ানস।

কর্মশালায় নিম্ন লিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়ঃ

৭.৮.১ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

সঞ্চালক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রথমে কথা বলেন এবং এই প্রক্রিয়া সচ্ছ ও প্রভাবমুক্ত ছিল কিনা সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান। গাইবান্ধার সায়াদুল্লাপুর উপজেলা হইতে আগত তাঁত বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগী সহ কর্মশালায় উপস্থিত সকল উপকারভোগী এবং প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সবাই বলেন উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সব ধরণের প্রভাব মুক্ত ছিল। তবে সভায় উপস্থিত কিছু কিছু অংশগ্রহণকারীকে উদ্দেশ্য করে উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন,

কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদদের প্রভাব ছিল।

৭.৮.২ পছন্দমত ট্রেড নির্বাচন

উপকারভোগীরা যে ধরণের ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিতে চেয়েছেন সেই ধরনের ট্রেডেই তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বিআরডিবির কর্মকর্তারা বলেন মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা প্রথমে জরিপের মাধ্যমে তালিকা করেন । সেই তালিকা উপজেলা নির্বাচক কমিটির হাতে তুলে দেয়। উপজেলা কমিটি যাচাই বাছাই করে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। তাছাড়া যে এলাকায় যে ট্রেডের চাহিদা রয়েছে সেই সকল এলাকার ঐ ট্রেড না থাকায় অন্য ট্রেড দেয়ায় উক্ত ট্রেড আয় বর্ধনে সহায়ক হয় নি এমনকি লাভজনক হয়নি।

৭.৮.৩ প্রশিক্ষণ ভাতা

৬০ দিন প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর প্রশিক্ষণ ভাতা হিসাবে যে নয় হাজার টাকা দেওয়ার কথা সেই ব্যাপারে সঞ্চালক উপকারভোগীদের সাথে কথা বলেন। কর্মশালায় উপস্থিত অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী ও উপকারভোগীগণ বলেন ৬০ দিন প্রশিক্ষণের পুরো নয় হাজার টাকাই তাঁরা পেয়েছেন। কাউকে কম টাকা দেওয়া হয় নি।

৭.৮.৪ দল গঠন

দল গঠনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে কর্মশালায় উপস্থিত অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীগণ বলেন ৭ থেকে ১০ জনের দল গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক দল গঠনের ব্যাপারে বলা হয় যে, প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত ইউনিয়ন রয়েছে তার সব গুলোতে দল গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

৭.৮.৫ দলীয় সভা

দলীয় সভা কয়দিন পরপর হয় এবং সেই সভাগুলোতে কি ধরণের আলোচনা হয় সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়। শতরঞ্জিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সুবিধাভোগী বলেন প্রতি পনের দিন পর পর যখন মাঠ কর্মীরা কিস্তি নিতে আসে তখন দলীয় সভা হয়। এই সভায় আলোচনা হয় কিস্তিগুলো যাতে ঠিক মতো পরিশোধ করে এবং ঋণের টাকাগুলো যাতে যে ট্রেডের জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছে সেই ট্রেডের কাজেই ব্যবহার করেন। প্রধান নির্বাহী ইয়াং কন্সাল্টেন্টস ও উপজেলা চেয়ারম্যান কর্মশালায় উপস্থিত উপকারভোগী ও বিআরডিবির কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করেন দলীয় সভায় বাল্য বিবাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য , উপকারভোগী ও শিশুদের পুষ্টি, শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয় কিনা এবং পাশাপাশি উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বাড়ানোর সাথে পণ্যের বাজারজাতকরণ কিভাবে করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হয় কিনা। উপস্থিত সবাই বলেন উপরোক্ত বিষয় নিয়ে দলীয় সভায় কোনো আলোচনা হয় না। উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন এই সমস্ত আলোচনা না হওয়াটা দুংখজনক। কারণ এই বিষয়গুলো আলোচনা হলে উপকারভোগীদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সার্বিক ধারণা এবং একসাথে উন্নত মানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা যেত ও তাঁর দিক নির্দেশনা পাওয়া যেত।

৭.৮.৬ ট্রেড ভিত্তিক ব্যবসায় সাফল্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ

সঞ্চালক মহোদয় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের থেকে জানতে চান যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন গুলো লাভ জনক এবং কোন গুলো অলাভজনক। একজন পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি কুড়িগ্রাম ভূরিঙ্গামারী থেকে এসেছেন। তিনি বলেন পাটজাত দ্রব্য তৈরিতে শ্রমিক বেশি লাগে। পাটজাত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত আইটেমগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে পণ্যের কাঁচামালের রেট কমাতে হবে এবং ফিনিসিং উন্নতমানের হতে হবে এবং ডিজাইনের মান উন্নত করতে হবে। পাটজাত দ্রব্যের কাঁচামাল রংপুরে পাওয়া যায় না। পাটের ব্যবহৃত রং উন্নতমানের না হওয়ায় উৎপাদিত পণ্যের বাজার পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন পাট একটি সম্ভাবনাময় শিল্প ২য় পর্যায়ে পাট ও পাট জাত দ্রব্যের উপর প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত হয়নি। তিনি আরও বলেন তাঁর উৎপাদিত পাটজাত পণ্য কাতার ও জাপানে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শপিং ব্যাগ ও টিফিন

ব্যাগ।এই বছরের জানুয়ারীর ১ তারিখে ১০০ পিস করে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় ১০০০ পিস পাঠানো হয়। এছাড়া রংপুরের আরডিআরএস ও হ্যাণ্ডি-ক্রাফট এ তার উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করেন।

একজন সেলাই প্রশিক্ষক বলেন সেলাইয়ে সাফল্য শতকরা ৯৫ ভাগ।তিনি আরও বলেন প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মেশিনারী ও ইকুয়েপমেন্ট অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। উন্নত মানের সেলাই মেশিন ও পাওয়ার মেশিন দরকার। উপকারভোদের জন্য ইলেট্রনিক মেশিন দরকার। সেলাইয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকে ব্যবসা করছে, আবার কেউ কেউ প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করছে। কেউ আবার গার্মেন্টস এ চাকরি করছে। সেলাইয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই নীলফামারী জেলার ইপিজেড এ কাজ করছে। অনেকে আবার ব্রাকের আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এ কাজ করছে।

রংপুর সদর উপজেলার একজন মহিলা শতরঞ্জিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। সেই সাথে পাটের কাজও করেন। তিনি ২০০৮ সালে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তাঁর উৎপাদিত পণ্য স্যাম্পল হিসাবে হংকং পাঠিয়েছেন। লালমনিরহাটের মহেদ্র নগরের একজন মহিলা শতরঞ্জির উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।তিনি বলেন প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তিনি শতরঞ্জির উপর কাজ শুরু করেন । তিনি বলেন প্রথমে তিনি শতরঞ্জি বিক্রি করে একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন কিনেন। সেই ফোনে ফেইসবুকের ম্যাধ্যমে তিনি শতরঞ্জি বিক্রির বিজ্ঞাপণ দেন এবং প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মাল বিক্রি করেন। তিনি বলেন পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে দিলে অথাৎ মার্কেট লিংকেজ করে দিলে তার জন্য ব্যবসা সহজ হবে। তিনি বলেন এখন উন্নত মেশিন বের হয়েছে, প্রতিযোগিতায় টিকতে গেলে উন্নত মানের মেশিন দরকার। ফিনিসিং ও ডিজাইনের জন্য আরও প্রশিক্ষণ দরকার। তিনি অর্নাস ৩য় বর্ষ অ্যাকাউন্টিং এর ছাত্রী হিসেবে নিজেকে নিবন্ধন করেছেন এবং সংসার পরিচালনার সকল ব্যয় তার কাজ থেকে নির্বাহ করেছেন। একজন মহিলা উপকারভোগী পাটজাত দ্রব্যের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি ন্যাশনাল এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে মনিটরিং এর অভাব রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলায় একটি করে উন্নত মানের সেলস সেন্টার থাকলে ভাল হতো।

৭.৮.৭ প্রশিক্ষকদের অভিমত

কর্মশালায় উপস্থিত বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষকরা বলেন উন্নত প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষকদের সন্মানি থেকে যে ট্যাক্স কেটে রাখা হয় সেটা বন্ধ করলে তাদের জন্য আর্থিকভাবে সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন ট্রেডে উপকারভোগীর সংখ্যা আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেন হবে।

৭.৮.৮ মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অভিমত

ট্রেড ও উপকারভোগীর সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। এই প্রকল্পে আরও লোকবল বাড়ানো দরকার। উপকারভোগীদের নতুন করে ডিজাইন, ফিনিসিং, এবং আধুনিক সরঞ্জামের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

৭.৮.৯ ধর্মীয় ইমাম ও শিক্ষকদের অভিমত

মসজিদের ইমাম ও শিক্ষকরা বলেন ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে এই প্রকল্প খুবই ভাল। বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হবে। এই ব্যবসায় নারীদের সক্ষমতার ক্ষেত্রে ধর্ম কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি বরং ধর্মীয় নীতিবোধ ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে বলে ধর্মীয় নেতারা বক্তব্য প্রদান করেন।

৭.৮.১০ কর্মশালায় উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের সরকারী কর্মকর্তার অভিমত

একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন বলেন প্রশিক্ষণের সময় ও দলীয় সভার সময় স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। অন্য সরকারী কর্মকর্তারা প্রকল্পটি ভাল বলে উল্লেখ করেন এবং মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব দেন।

৭.৮.১১ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অভিমত

রংপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান কর্মশালায় নিম্নের সুপারিশসমূহ তুলে ধরেনঃ

- উপকারভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মহিলা সদস্য হিসেবে উপজেলা চেয়ারম্যানকে সদস্য রাখতে হবে।
- মহিলা উপকারভোগীদের ঋণের অর্থ পাওয়ার প্রক্রিয়া আরো সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত অবমুক্তিসম্পন্ন হতে হবে।
- ঋণ বরাদ্দ কমিটিতে সৎ ও যোগ্য জনপ্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঋণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের একাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ থাকতে হবে।
- শতরঞ্জি ট্রেডের সাথে জড়িত মহিলা সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর বাজারজাতকরণে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য যুগোপযোগী বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।
- উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুণগতমানের স্ট্যান্ডার্ড না থাকায় বাজারজাতকরণের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে যা দ্রুত সমাধান করা দরকার।
- স্থানীয় বাজার চাহিদার ভিত্তিতে অলাভজনক ট্রেড এর পরিবর্তে লাভজনক ট্রেডের পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে বৃহত্তর রংপুর এলাকায় টাইলস ফিটিংস ও কেঁচো চাষের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়: সার সংক্ষেপ ও সুপারিশমালা

৮.১ সার সংক্ষেপ

প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে সংশোধিত ডিপিপিতে যে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে এডিপিতে তা থেকে ৭% কম দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্পের শেষ দুই বৎসরে (২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩) অর্থ ছাড় হয়েছে যথাক্রমে ৭১.৯৮% এবং ৮৫.১৯%। তবে গড় অবমুক্ত হয়েছে ৯৪.৫৪%। প্রকল্পের প্রথম বৎসরে অবমুক্ত হয়েছে মাত্র ৫০%। অন্যদিকে শেষের বৎসরে অবমুক্ত হয়েছে মাত্র ৬৪.৭২%। বাৎসরিক বরাদ্দ, এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও প্রকৃত ব্যয় বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্থ কিস্তির অর্থ মে/জুন মাসে অবমুক্তি হয়, যা অতি দ্রুত ব্যয় করতে হয়েছে অথবা অব্যয়িত অর্থ ফেরত দিতে হয়েছে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের সাথে সমন্বয় করতে হয়েছে, যা যথাসময়ে প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাধা সৃষ্টি করেছে। জনবল নিয়োগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে প্রকল্পের কর্মকর্তা যেমন প্রকল্প পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, হিসাব রক্ষক বিআরডিবি থেকে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তবে প্রকল্প পরিচালকের পদে বার বার পরিবর্তন হওয়ায় প্রকল্পের কাজ ও সার্বিক লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। প্রকল্পে চারটি প্রধান খাতে যথা সেলাই, এমব্রয়ডারী, তাঁত ও পাটের ব্যাগ তৈরীতে ৯৪.২৯% উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মোবাইল সার্ভিসিং, বাটিক ও পল্লী বিদ্যুতে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মাত্র ১-৩%। স্থানীয় চাহিদার তুলনায় এই অনুপাত যুক্তিযুক্ত নয়। এই খাতের বরাদ্দকৃত অর্থের ৯২.৬৬% ব্যয় হলেও অর্থ যথাসময়ে অবমুক্তি না হওয়ায় এবং বিলম্বে প্রশিক্ষণ দেয়ায় প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়েছে।

সরবরাহ ও সেবা খাতগুলোতে যথা ভাতা, ভাড়া, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ, প্রিন্টিং, স্টেশনারী, মূল্যায়ন, পরিবীক্ষন, সেমিনার/ সিম্পোজিয়াম, আপ্যায়ন, প্রশিক্ষণ ওরিয়েনটেশন ইত্যাদি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.১৫% ব্যয় হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমগুলো বিলম্বে হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে, মোটরসাইকেল, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, যন্ত্রপাতি, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.৬৫% ব্যয় হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেকাংশেই কম।

প্রকল্পের প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ যথা জীপ, পিক-আপ, ভ্যান, মোটর সাইকেল, বাই-সাইকেল এবং কম্পিউটার ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৩৫ টি স্থাপন করা হয়েছে । তবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের। সেই সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব রয়েছে এবং অনেকটা অস্বাস্থ্যকর ও অপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ভাড়াকৃত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর অবস্থা বিআরডিবির তুলনায় আরো নাজুক। প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় নির্মিত প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলোর বেশীর ভাগই স্থান নির্বাচনে ত্রুটির কারণে ক্রেতার সমাগম অপেক্ষাকৃত কম । কিছু কিছু প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র বিআরডিবির নিজস্ব অফিসে যা ক্রেতা সাধারণের নজরে আসা সম্ভব নয়।

ঋণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান মাত্র পাঁচ কোটি টাকা যার মধ্যে মাত্র ৫২.১৩% ব্যয় হয়েছে। অথচ পর্যাপ্ত বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীরা আত্মকর্মসংস্থানসহ নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানে সার্বিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হতো।

সংগৃহীত তথ্যাদির সার সংক্ষিপ্ত নমুনা জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় উপকারভোগী উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৮.৯ ভাগ মহিলা যা থেকে প্রমান হয় যে এই প্রকল্পে মূলত দরিদ্র মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য উত্তরদাতাদের শতকরা ৮৪ ভাগের বয়স ২১ থেকে ৪০ বৎসরের মধ্যে যার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্প এলাকার মহিলাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কর্মক্ষম। প্রকল্পের সাথে জড়িত উপকারভোগীদের নিরক্ষরের হার শতকরা ৩২ ভাগ, অর্থাৎ ৬৮ ভাগের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক থেকে শুরু করে এইচ এস সি পর্যন্ত। শতকরা ৩২ ভাগ উত্তরদাতাদের পারিবারিক মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নীচে, অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ৫৫ ভাগ উত্তর দাতার আয় ১০০০০ টাকার নীচে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি উপকারভোগীদের ২৯ ভাগ গৃহিণী, বাকী ৭১ ভাগ কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ৮৭ ভাগ গৃহিণী । উপকারভোগীদের পেশার মধ্যে রয়েছে চাকুরীজীবি (৩%) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (৩%), দর্জি (২৭%), এমব্রয়ডারী (১২%) পাটের কাজ (৫%) হস্তশিল্প (১৬%), মোবাইল সার্ভিসিং (২%), ইলেকট্রিশিয়ান (১%), গবাদিপশু (৫%), দিনমজুর (৫%), বাটিক বুটিক (১%), শতরঞ্জি (১%) অবশিষ্ট গৃহিণী। প্রশিক্ষনের পূর্বে উপকারভোগীদের গড় মাসিক আয় ছিল ৭৯৭ টাকা যা প্রশিক্ষনের পর বেড়ে দাড়িয়েছে ৩৩২২ টাকা। অন্যদিকে

কন্ট্রোল গ্রুপের আয় ১৩৭১ টাকা। উপকারভোগীদের শককরা ৪৮ ভাগ গত এক বৎসর এ নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী ও মেরামত করেছেন যা কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য শতকরা (২৮%) ভাগ। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাখাতে উপকারভোগীদের গড় ব্যয় ৪৯৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৫১ টাকা হয়েছে। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের এই আয় বেড়েছে ৩৯১ টাকা থেকে ৭৬৪ টাকায়। উপকারভোগীদের বিদ্যুৎতের ব্যবহার ২৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের এই বৃদ্ধির হার ২২% থেকে বেড়ে ৫৫% ভাগ হয়েছে।

উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ হয়েছে কিন্তু ১৮ ভাগ বলেছেন নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠ হয়নি। উপকারভোগীদের ২৩ ভাগ উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষণের বিষয় তাদের পছন্দের ছিল না। পাশাপাশি ১৩ ভাগ উপকারভোগী বলেছেন প্রশিক্ষন মোটামুটি মানসম্মত ছিল। অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষণের পরিবেশ মোটেই উপযোগী ছিল না। বিশেষ করে অপর্যাপ্ত আলো, বসার ব্যবস্থা, তাপমাত্রা, শব্দদূষণ জায়গার স্বল্পতার বিষয়গুলো বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল।

উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে তাঁত, সেলাই, এমব্রয়ডারী, পাটের ব্যাগ তৈরীর সাথে যে সকল উপকারভোগীরা জড়িত তাদের আয় সর্বাধিক। উপকারভোগীদের শতকরা ২৩ ভাগ প্রশিক্ষণের বিষয় অর্থাৎ যে ট্রেড এ তাদের প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে সেটি পছন্দ করেননি। প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতা ভাল বললেও ১১ শতাংশ উত্তরদাতা এ বিষয় তাদের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছেন। উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ (৬৬%) ট্রেডের মধ্যে সেলাইকে সর্বাধিক উপযোগী অর্থাৎ আয়বর্ধনমূলক ও টেকসই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উত্তরদাতাদের শতকরা ৪৬ ভাগ বলেছেন প্রশিক্ষণ ও ঋণ পাওয়ার পর তাঁরা নিজেরাই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন এবং কমপক্ষে ২২৮ জন স্থানীয় বাসিন্দার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। তবে ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন মূলধনের অভাব ও চাহিদামূলক ট্রেড না থাকার কারণে প্রশিক্ষণ পাওয়ার পরেও নিজেরা বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন নি। উপকারভোগীদের ৫০ ভাগের অধিক উত্তরদাতা বলেছেন প্রশিক্ষণের কারণে তাদের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মস্থলে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে, আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। উপকারভোগীর ৬২ শতাংশ জানিয়েছেন যে তারা প্রশিক্ষণ নেবার পর ঋণ পেয়ে বিভিন্ন ট্রেড এ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ৪৫ শতাংশ উপকারভোগী জানিয়েছেন তারা ঋণের অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ট্রেড এর মাধ্যমে নানাবিধ পণ্য উৎপাদন করেছেন। তবে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান, ডিজাইন ইত্যাদির ক্ষেত্রে মূল্যায়ণের মাধ্যমে দেখা যায় গতানুগতিক ধারাতে ৮৪ ভাগ পণ্য তৈরী করা হয়েছে, যা বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে। উপকারভোগীদের একটি বড় অংশ (গড়ে ৩০ ভাগ) বলেছেন উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে তীব্র প্রতিযোগিতা (৩৪%), পর্যাপ্ত বিক্রয়কেন্দ্রের অভাব (৪০%) গুণগত মানসম্মত না হওয়ায় (১৮%) মূল্যের আধিক্য (৪৮%) , চাহিদা কম হওয়ায় অনিয়মিত উৎপাদন (২৬%), যুগপোযোগী ডিজাইন না হওয়া (১০%) ইত্যাদি।

প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে উৎপাদিত পণ্যের গড় খরচের তুলনায় (১৭০৩ টাকা) গড় বিক্রয় মূল্যের পরিমাণ (৫৭১০ টাকা) যা অনেকটা লাভজনক। উপকারভোগীদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় ৪৩ শতাংশ উত্তরদাতা প্রকল্পের মান সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বের জীবন যাত্রার মানের তুলনায় প্রকল্পের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত হয়েছে। যে গুলোর মধ্যে রয়েছে সুষম খাবার, উন্নত বসত বাড়ী, উন্নত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা, সন্তানের লেখাপড়া করানোর সুযোগ সৃষ্টি, সঞ্চয় সামাজিক মর্যাদার উন্নতি ও স্বীকৃতি, বিনোদনের সুযোগ ইত্যাদি। উত্তরদাতাদের প্রায় ৯০ ভাগ মহিলা হওয়ায় তাদের নানাবিধ উন্নতি হয়েছে। যার মধ্যে ৯৮ ভাগ মহিলা উত্তরদাতা বলেছেন তাঁরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, ৮৭ ভাগ মহিলা উত্তরদাতা নিজেদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন ৬৩ ভাগ মহিলা উত্তরদাতা বিনিয়োগের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং ৩০ ভাগ নারী উত্তরদাতা স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের প্রশিক্ষিত করার সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদিকে ৮০ ভাগ নারী উপকারভোগী সামাজিক মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির কথা বলেছেন এবং ৫৫ ভাগ নারী উত্তরদাতা সামাজিক নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। উপকারভোগীদের মধ্যে ২০ শতাংশ তাদের সঞ্চয়ের ২০ ভাগ কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করেছেন এর পাশাপাশি ৫০ ভাগ সরাসরি খাদ্যশস্য, ৪৬ ভাগ হাঁস-মুরগী পালন, ৮ ভাগ মৎস্য উৎপাদন, ৪০ ভাগ গবাদি পশুপালন, ৮ ভাগ সবজি চাষে, বিনিয়োগ করেছেন।

উপকারভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের পরিবারের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে উপকারভোগীদের প্রায় ৯০ ভাগ তাদের খাদ্য তালিকায় সুষম খাবার সংগ্রহ করেছেন, অন্যদিকে কন্ট্রোল গ্রুপের ৭৫ ভাগের ক্ষেত্রে সুষম খাবার

গ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উপকারভোগীদের ৭০ ভাগ উত্তরদাতার অভিজ্ঞতা হলো তাঁরা বিভিন্ন ট্রেড এ প্রশিক্ষণ নেওয়ার কারণে বাড়তি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

বিভিন্ন ট্রেডের সাথে জড়িত উপকারভোগীদের মাসিক গড় আয়ের তুলনা করে দেখা গেছে মোবাইল সার্ভিসিং ও ইলেকট্রিশিয়ানদের আয়ের পরিমাণ সর্বাধিক (১০৪৩৭ টাকা) অন্যদিকে সেলাই থেকে প্রাপ্ত মাসিক গড় আয় ৪৪১১ টাকা, তাঁত থেকে প্রাপ্ত মাসিক গড় আয় ৩৪৫৪ টাকা এবং এমব্রয়ডারী ও পাটজাত দ্রব্য (ব্যাগ) থেকে প্রাপ্ত গড় মাসিক আয় ২০০০ টাকা।

উপরোক্ত তথ্যাদি মূলত নমুনা জরিপ থেকে সংগৃহীত। নমুনা জরিপের প্রাপ্ত তথ্যাদির সাথে গুণগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যাদির বিশেষ করে কেআইআই, এফজিডি, কেইস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্বিক তথ্যাদিকে সমর্থন করেছে। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে । বিশেষ করে অধিকাংশ নারী উপকারভোগী প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে ব্যবসায় উদ্যোক্তা হতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি এই প্রকল্পে জড়িত থাকার কারণে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে নিজেদেরকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়েছেন। একইসঙ্গে কেউ কেউ নিজ উদ্যোগে স্বতন্ত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকারভোগীরা নিজেদের বাসস্থানকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন, উন্নতমানের খাবার খেতে পারছেন, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া করানো সম্ভব হচ্ছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিতে ব্যয় করতে সক্ষম হচ্ছেন, নিজেদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি নিজেদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীকে বাজারজাত করণের লিংকেজ তৈরী করেছেন। তবে নানাবিধ সফলতার পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা করা গেছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল উপজেলায় ডিসপ্লে সেন্টার স্থাপন না করা, বিলম্বে ট্রেনিং কার্যক্রম শুরু করা, বিলম্বে ঋণ ছাড় করা, মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে তদারকি না করা, ঋণের অর্থ (কিছু কিছু ক্ষেত্রে) অন্য খাতে ব্যয় করা, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাতকরণের প্রতিবন্ধকতা, পণ্যের গুণগতমান উন্নতমানের না হওয়া, উপকারভোগী নির্বাচনে বাহ্যিক প্রভাব, ঋণ বিতরণকারী কমিটির কার্যকর তদারকির অভাব এবং অলাভজনক ট্রেড নির্বাচন করায় প্রাপ্ত ঋণের অর্থ পরিশোধে বিলম্বিত হওয়া এবং কখনো কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া।

৮.২ সুপারিশসমূহঃ

i. ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ডিপিপি এবং এডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সময়, অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও অর্থ ব্যয়ের বিষয়গুলো গভীরভাবে মনিটর করতে হবে।

ii. প্রেষণে নিয়োজিত প্রকল্প পরিচালকের যাতে হঠাৎ করে বদলী হয়ে অন্যত্র চলে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

iii. মাঠ পর্যায়ে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিরবিচ্ছন্নভাবে প্রকল্প কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।

iv. সরবরাহ ও সেবাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে ব্যয় করার জন্য কঠোর নজরদারি ও মনিটরিং করতে হবে।

v. ভবিষ্যতে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকার চাহিদা অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করার উপর জোর দেয়া।

vi. বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুণগত বৈশিষ্ট্য, ডিজাইন ইত্যাদি উন্নত মানের হতে হবে।

vii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেড ভিত্তিক উপকারভোগীদের পর্যাপ্ত ঋণ বরাদ্দের ব্যবস্থা ভবিষ্যত প্রকল্পে করা যেতে পারে।

viii. প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের ট্রেড অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা।

ix. অত্যাধুনিক ফ্যাশন ও ডিজাইন এর সাথে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীদের পরিচিত করা দরকার, যাতে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত হয়যা বাজারে চাহিদা সৃষ্টিতে সাহায্য , করবে। ফ্যাশন ডিজাইনারদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

x. উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে মার্কেট লিংকেজ তৈরী করা জরুরী। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে সাপ্লাই চেইন (supply chain) এবং ভ্যালু চেইন (value chain) সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ তৈরি করতে হবে। আড়ং, ব্র্যাক, রঙ, কারুপল্লী, কারুপণ্য, স্বদেশীসহ রাজধানীর এই ধরনের

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্পের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের মান বাজারজাতকরণ এবং এই সমস্ত পণ্য যাতে তাঁরা ক্রয় করে সে ব্যাপারে কর্মশালার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা যেমন জাইকা, জিআইজেড, ওয়ার্ল্ড ভিশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পণ্য উৎপাদনকারীদের লিংকেজ করে দিলে বড় ধরনের সফলতা আসতে পারে। কৃষি খাতে মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টিতে সফল প্রকল্প CATALYST এর সাথে সহযোগিতার সম্ভাব্য পন্থা বের করা যেতে পারে।

xi. প্রশিক্ষন কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থপনা প্রশিক্ষনের উপকারণসমূহ ও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ প্রশিক্ষনের উপযোগী হতে হবে। প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষনার্থী, প্রোডাকশন ম্যানেজার, প্রকল্প কর্মকর্তা, ক্রেডিট সুপারভাইজার, ডিসপ্লে সেন্টার ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্রের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডকে টেকসই করতে হবে।

xii. প্রশিক্ষনকালীন সময়ে বাস্তবিক কারিগরি প্রশিক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং উপকরণের নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

xiii. প্রশিক্ষনকালীন ভাতা ও উদ্যোক্তার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের আর্থিক বরাদ্দের পরিমান বৃদ্ধি করা।

xiv. উপকারভোগী নারী প্রশিক্ষনার্থীদেরকে উৎপাদনমূখী প্রশিক্ষনের পাশাপাশি সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, খাদ্যাভাস, প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যবসায় উদ্যোক্তা হিসাবে কিভাবে নিজেদের গড়ে তোলা যায়, ব্যবসায় টেকসই উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া দরকার।

xv. মহিলা উপকারভোগীদের ঋণের অর্থ পাওয়ার প্রক্রিয়া আরো সহজ, স্বচ্ছ ও দ্রুত করতে হবে।

xvi. সফল প্রশিক্ষনার্থীদেরকে সফল উদ্যোক্তায় রুপান্তর এর লক্ষ্যে সহজ শর্তে বড় অংকের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

xvii. নারী প্রশিক্ষনার্থীদের কেবলমাত্র দলগতভাবে ও একত্রিত না করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া ও ঐ সমিতিকে বড় আকারের অর্থের ঋণ বরাদ্দ করা দরকার, যা ভবিষ্যত নারী প্রশিক্ষনার্থীদেরকে বড় ধরনের উদ্যোক্তায় রুপান্তর করতে সাহায্য করবে।

xviii. ঋণের সার্বিক পরিমাণ বাড়াতে হবে। বর্তমানে ৫ কোটি টাকা, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এই টাকার পরিমাণ আরও কয়েকগুণ বাড়াতে হবে।

xix. ট্রেড ভিত্তিক দলীয় ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন সদস্য সময়মত ঋণ পরিশোধ না করার ফলে অন্য সদস্যগণের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতা দ্রুত নিরশন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ প্রকল্পে গ্রহণ করতে হবে।

xx. উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় প্রভাবের উর্দ্ধে থাকতে হবে।

xxi. ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে মহিলা উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণকালে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টারপৃথক প্রক্ষালন কক্ষ ,, রেষ্ট রুম ইত্যাদির রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

xxii. চলমান প্রকল্প যে ধরনের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছে তার আলোকে উত্তরাঞ্চলে প্রকল্পাধীন পাঁচ জেলার যে সকল উপকারভোগীদের ঋণের আওতায় আনা হয়নি, তাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

xxiii. রংপুরে অবস্থিত প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রটির একটি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরী করে দক্ষভাবে চালানো যেতে পারে। যদি সম্ভব হয় এই প্রদর্শনী কেন্দ্রটি অন্য স্থানে স্থাপন করা যেতে পারেযেখানে একই ধরনের আরো কিছু বিক্রয় কেন্দ্র , রয়েছে এবং ক্রেতাদের সহজেই বিক্রয় কেন্দ্রগুলো চোখে পড়ে এবং একটি টেকসই Business Model অনুসরণ করে এই কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করা যায়।

xxiv. উপজেলাগুলোতে অবস্থিত এক রুম বিশিষ্ট 'শোকেস' নির্ভর প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলো অতিসত্তর বন্ধ করা উচিৎ। যদি সম্ভব হয়, তবে উপজেলার শহরগুলোতে ব্যবসায়িকভাবে গুরুত্বর্পূণ স্থানে পূর্নাঙ্গ বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

xxv. ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ট্রেডভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচনে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক ট্রেডকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এর পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

xxvi. অধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

xxvii. উপকারভোগীদের মধ্য থেকে মাস্টার ট্রেইনার তৈরীর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় মহিলাদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

xxviii. এই প্রকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসায় চাহিদা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সম্ভবনা সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষনের নতুন নতুন দিকসমূহ উন্মোচন করেছে, প্রশিক্ষণের উপকরনের প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করেছে, যা কেন্দ্রীয়ভাবে নীতি নির্ধারকগণের নজরে এনে ভবিষ্যতে প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।